কবলুতি

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বৈশাখ—১৩৩৫

লিপি চিত্র

পুস্তক মধ্যস্থিত প্রথম সাতটি চিত্র একত্রে গ্রথিত করে প্রকাশ করবার সঙ্কল্পই ছিল।

নিজে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং মুদ্রণকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হয়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ রাখাও সম্ভব নয় দেখে, কোন-প্রকারে শেষ করতে গিয়ে দেখছি,—নিজের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অনবধানতা বশতঃ,—"স্মরণে" ও "ছাতু" শীর্ষক লেখা দু'টি,—যা স্বরূপতঃ উক্ত প্রথম সাতটি রচনা হতে বিভিন্ন,—তাও পুস্তক মধ্যে এসে গেছে! আর উপায়ান্তর না থাকায় "ছাতু"কে পরিশিষ্টের অন্তরালে রাখলুম। এটি "উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী"র প্রথম অধিবেশনে—বারাণসীতে পঠিত।

বিনীত

গ্রন্থকার

পরিশিষ্ট

পরম শ্রদ্ধেয় রসরাজ

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের

কর কমলে।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিয়া—
বৈশাখ-সংক্রান্তী
১৩৩৫

কবলুতি

১

বর্ষাকাল, ছুটির দিন। চারটে বেজে গেল। পথে কাদা, মাথার উপর মেঘ, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি। বেরুতে আর ইচ্ছা হল না। খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলুম।

মনটা অন্যমনস্ক। একটু আগে জটিল ব্রহ্মচারী এসেছিলেন,—ব্রহ্ম সম্বন্ধে এমন জোট পাকিয়ে দিয়ে গেলেন, কিছুতেই তা ছাড়াতে পারি না।

ব্রহ্মচারী বাঙ্গালী—পায়দল পাঞ্জাবে পৌঁছে গেছেন,—কবে তা কেউ বলতে পারে না। বলেন—"রণজিৎ সিং তখন বেঁচে

কবলুতি

দীর্ঘাকৃতি, মাথায় বিড়ে-পাকানো জটার টোপোর,—সর্ব্বসাকুল্যে মানুষটী ঝাড়া সাত ফুট্। হাত দু'খানা যেন লোহা-পেটা হাত। পরিধান—গেরুয়া। বলেন—"যা দেখছো এর কিছুই নেই—সব মায়া; রাজর্ষি জনক সেটা বুঝেছিলেন। তাই তখন খুন করলে ফাঁসি হত না। বিধর্ম্মী এসে জ্ঞানীদের বিপদ বাড়ালে।" তারপর তারস্বরে "তারা" বলেই গভীর নিঃশ্বাস ছাড়েন, চোখ চঞ্চল হয়ে ওঠে,—চার দিকে চান। দেখলে ভয় হয়। তাঁর কথাই মগজ দখল করে ছিল।

এক-ছাতার মধ্যে আশুবাবু আর হরেন বাবু, ভেজাটা ভাগা-ভাগী করে,—আধ-ভেজা অবস্থায় হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়লেন।

ছাতা মুড়তে মুড়তে হরেন বাবু বললেন—"বাপ্—সারাদিন কি বাড়িতে বসে থাকা যায়,—boring। ওঁরা তো এখন আর প্রিয়া নন,—পরিবার,—দুর্ণিবার! তার ওপর ছেলে মেয়েগুলোর উৎপাতে চোখ বোজবার জো আছে! যারা কলে কি রেলে কাজ করে—তারাই পারে। এক সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র—বাপ্! বেটারা পাঞ্জাবে জন্মেছে—আওয়াজ কি,—এক একটি পাঞ্চজন্য! আর ও-যন্তর বাজলেই তো লড়াই!"—বসলেন।

"ব্যাপার কি?"

"আরে মশাই বাড়িতে বলেন—'একদিন আর সইতে সামলাতে পার না'—ইত্যাদি। অর্থাৎ ছ'দিন চাকরি সামলাই আর ছুটির দিনটি ছেলেমেয়ে সামলাই!—বেশ, তাই হোক্। হচ্ছিলও তাই। সুখ কতক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে মশাই? মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা

করে যেই চোখ বুজতে যাই, বেটার ছেলেরা চ'খে আঙুল দেয়। দূর করো,—বেরিয়ে পড়লুম।”

“বেশ করেছেন।”

তিনি আপন মনে মৃদুকণ্ঠে বললেন—“বেশ যা করেছি তা আমিই জানি—”

সে-কথায় কান না দিয়ে দ্বিতীয়টির দিকে চেয়ে বললুম—“আশুবাবুরো বলবার কিছু আছে নাকি ?”

তিনি ডু'কসে একটু হাসির কসি টানলেন মাত্র।

হরেন বাবু বল্‌লেন—“উনি আবার বলবেন কি ?”

“কেনো—ওঁর-ও তো ছ'টি।”

“বুদ্ধিটা যে ওঁর বয়সের অনেক এগিয়ে এসে পৌচেছিল। বিবাহের বহু পূর্ব্বেই ওসব উৎপাৎ উনি অনুমান করে, তথা-স্বীকার করে রেখে দিছলেন,—কাজেই ওসব সহজ হয়ে আছে।”

“ওকি বলছেন হরেন বাবু—অনুমানে কি আঘাত উপলব্ধি করা যায়—কানে কি প্রাণে কি পৃষ্ঠে ?”

“যায় না ? খুব যায়। Suggestion এ বড় বড় রোগ সারে কি করে ? দিন রাত বজ্রাঘাত হচ্চে ভাবলে বজ্রনির্ঘোষগুলো ঝিঁঝির ডাকের মত সহজ হয়ে দাঁড়ায়—সয়ে যায়। আশুবাবুর বাসায় বুঝি আপনার যাতায়াত নেই ? কি বিচক্ষণ লোক মশাই! রাম রাবণের যুদ্ধে যে গড়ের-বাদ্যি বেজেছিল, ওঁর বাড়িতে তা যন্তরগুলির model (ছাঁচ) মজুদ। একটা বিকট ব্যাপার সহজ করে নেবার কি সুন্দর উপায়টাই করে রেখেছেন।

ছেলে মেয়েগুলোর নাম শুনলেই বুঝতে পারবেন,—তুরী, ভেরী, কাড়া, নাকাড়া, দামামা, দগড়া! আবার এই ছয় যন্ত্রের ঐক্যতান যা দাঁড়ায় তা—জয়জয়ন্তী ঝাঁপতাল! আর উনি তাদের দু'দু'বচরের ফাঁকতালে এক একটিতে পরিপক্ক হয়ে, তাতে নিজের সুর মিশিয়ে স্বয়ং দাঁড়িয়ে গেছেন—সপ্তস্বরা। গিয়ে দেখি—একটা ঐক্যতান রোলের মধ্যে বোলের মত হাঁ—ওঁর নিজের! জালে পড়া ঝাঁঝির ভেতর থেকে মাছ টেনে বার করবার মত' ওঁকেও টেনে বার করে আনতে হয়েছে মশাই!"

আশুবাবুর দিকে চাইলুম। তিনি নিঃশব্দ হাস্যে বললেন—"যারা জোর করে আসেনি—যাদের আনা হয়েছে, তাদের উৎপাৎ তো সইতেই হবে।"

হরেন বাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—"আহা—আমরা এতদিন বেমালুম সাধুসঙ্গ করে আসছি! এটা শ্রীভাগবতের কোন্ অধ্যায় আশুবাবু?—দূর হোক্‌গে, বেটার ছেলেরা চোখ গেলে দেয় দিক্—আর কিছু বলছি না। দেয়ই যদি—অন্তত বেটাদের বদ-সুরৎ দেখতে হবে না তো,—যথা লাভ! শাস্ত্রের সেরা-অন্ন—ভিক্ষান্ন,—সেটাও সহজ-লভ্য হবে। যাক্ দুশ্চিন্তা গেল।"

"চোখই বা যাবে কেনো হরেন বাবু?"

"নাঃ—শুধু চোখই বা যাবে কেনো! এই যে সেদিন ঘুঁতে হারামজাদা নাকটায় যে কামড় বসিয়েছিল, গলাটা টিপে না ধরলে তো নিছলোই। চক্ষু সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সদুদ্দেশ্য বুঝতে পারি;

আচ্ছা নাক সম্বন্ধেও কিছু আছে নাকি? শাস্ত্র তো সব-কিছু বাতলায়। থাকে তো 'নাকটাও না হয় ঠাকুরদের দিয়ে রাখি।"

হাসি চেপে বললুম—"ছেলে মেয়ের একটু উৎপাতে এতো ভয় পাচ্ছেন কেনো?"

"নাঃ—আর তো ভয় পাচ্ছি না। সাধুসঙ্গের ফল যাবে কোথায়,—অকুতোভয় করে দেছেন। ছুটি ছাটায় বেরিয়ে ভবিষ্যৎটা আর নষ্ট করব না। পণ্ডিতদের কথা মনেই পড়েনি—"বালক নারায়ণ, ওরা সর্ব্বজ্ঞ।" বড় ঠিক কথা মশাই। আমার ওই সর্ব্বজ্ঞ বেটারাও জানে—একচক্ষু ছিল বলেই তো রণজিৎ সিং মহারাজা হতে পেরেছিলেন, আর এত বড় পাঞ্জাবটা সুশাসনে রাখতে পেরেছিলেন। অতএব বাপের দুই চক্ষু নিতে পারলে, নিশ্চয়ই তাদের রাম-রাজ্য হবে!—আমি অজ্ঞান, কিসে কি হয় বুঝতে পারি না—বালক নই কিনা—ভয় পাই। কিন্তু ওই বালক বিচ্চু বেটারা সব বোঝে,—নারায়ণ কি না!"

এবার আশুবাবুও হেসে ফেললেন।

বললুম—"হরেন বাবু সত্যি বলুন তো—ছেলেদের উৎপাতের ওপর আরো কিছু আছে কিনা? এই দুর্দ্দিনে ভারত যে আর একখানা "বৈরাগ্য শতক" পাবে বলে বোধ হচ্ছে!"

"অনেকটা তাই বটে—ভাগ্য সেই দিকেই ঝুঁকেছে দাদা' চাকরিটেও ডেভেনপোর্টের রিপোর্টে রিপোর্টে দুর্গানামের ও[illegible] দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে! এদিকে বাড়িতে—"

"ওটাকে অত বড় করে দেখছেন কেনো ?"

"আর দেখছি কেনো ! উদিকে যে দেখিয়েছে মশাই। ভুঁতুড়ি হারামজাদি বেজায় পেটরোগা মেয়ে,—পুঁয়ে পাজির ঘাড়ে না পড়ে—চড়টা কিনা পড়বি তো পড় ভুঁতুড়ির পেটেই পড়লো ! কি অদৃষ্ট মশাই ! আজ আর ও-মুখো হচ্ছি না।"

আশুবাবু সশব্দে হেসে উঠলেন।

অনেক কষ্টে গম্ভীর হয়ে বললুম—"এ হাসির কথা নয় আশুবাবু। অবস্থাটা খুবই সঙ্গিন। এই সব অবস্থার মধ্যেই বৈরাগ্যের বীজ আত্মগোপন করে থাকে, শেষ গৃহত্যাগ করিয়ে ছাড়ে। বুদ্ধ বা চৈতন্যের এর চেয়ে কি এমন বড় কারণ ঘটেছিল ? তাঁরা—ভাবের ওপর ভেসেছিলেন, এর ভিত্ যে নিরেটের ওপর—এ যে বিষম বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাপার !"

"না বিজন বাবু, সে ভয় করবেন না। বুদ্ধ চৈতন্য যা করে গেছেন, তার ঢের ওপর আমি করে চুকেছি। তাঁদের খাটো করা হবে বলেই প্রকাশ করি না। আপনারা বলাচ্ছেন তাই বলি,—স্বগৃহ ত্যাগ, ইস্কুলগৃহ ত্যাগ, শ্বশুরগৃহ ত্যাগ, পত্নী ত্যাগ, দেশ ত্যাগ, এস্তোক কাশী ত্যাগ গুরু ত্যাগ করে "র‍্যাগ্" নিয়ে "ভ্যাগ্" হয়ে শেষ আবার এই শ্বাপদসঙ্কুল সোঁদোর-বনে ঢুকে পড়েছি। এখন tired (শ্রান্ত)। দেহ ত্যাগটাই হাতে রেখেছি,—আর ভালো লাগছে না।"

কুলবধূর গভীর বেদনা-ভরা মৃদু ক্রন্দনের মত বাইরের ঝিম-ঝিমি বৃষ্টির সুরটা, হরেন বাবুর শেষ কথাগুলির সঙ্গে সুর

মিশিয়ে আমার প্রাণের তারে আঘাত ক'রে হৃদয়টাকে ব্যথায় ভরে দিলে। আশুবাবুর চাপা হাসি আসলেই ভাল লাগলো না।

বৃষ্টি চেপে এলো। চাকরটা বেলাবেলি ল্যাম্প জেলে দিলে।

বললুম—"যা, গরম গরম চাল কড়াই ভাজা নিয়ে আয়। বাড়িতে বল্—বেশ করে তেলনুন মেখে দেয়। কাঁচা লঙ্কাও আনিস্। তারপর চা আর তাওয়াদার তামাক।"

আশুবাবু এতক্ষণে স্বইচ্ছায় কথা কইলেন,—"ইয়াঃ এই তো দরকার ছিল। পঞ্জিকায় আজ অমৃত-যোগ লেখাও আছে। এইবার মজলিস্ জমবে,—হরেন বাবুর পুরাবৃত্ত শুনতে হবে।"

"সে বান্দা আমায় পাননি। সাধুদের আমি খুব চিনি,—বড় ভয় করি আশুবাবু। যা বলেছি—বহুৎ। সেয়না সাজলে চলবে না মশাই। আপনারাও যদি নিজের নিজের পূর্ব্ব ইতিহাস ঠিক্ ঠিক্ শোনাতে অঙ্গীকার করেন তো রাজি আছি।"

"ইতিহাস যদি না থাকে?"

"আছে বইকি মশাই। মহাশয়-লোকদের এতটা সামান্য লোক ভাবতে সাহস হয় না,—অপরাধ মনে করি। এই পাঞ্জাবে পদধূলিটা কি সূত্রে আর কেমন করে এসে পৌঁছল, সেইটে বললেই হবে।"

"খুব সোজা কথা,—পেটের দায়ে—চাকরির চেষ্টায়।"

"আশুবাবু, কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরির মাঝ-মধ্যিখানে, কি মিউটিনির মাঠ ভেঙ্গে, পাঞ্জাবে আসার মতো বাঙ্গালীর পেটের জ্বালা ধরেনি,—টাকায় তখন মোন দেড়েক চাল মিলতো, সকলেরি একটু আধটু ধান জমিও ছিলো, চাকরির মোহে সেটা কেউ don't care (মারো গোলি) করেনি। হাঁটা-পথে কি জল-পথে ঠ্যাঙাড়ের ভিড় ঠেলে এই লম্বাপাড়ি, সে-জাত দেয়না যাদের—"ঘর হতে আঙ্গিনা বিদেশ।" তবে শেষটা যাঁরা বেজায় ধর্ম্ম-প্রাণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ উইল্ করে তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়তেন বটে ; বাকি কেউ কেউ সাহেবদের সংশ্রবে চাকরি নিয়েও বেরিয়ে এসেছিলেন। দু' দশজন অর্থলোভী মরিয়া-লোকও আসেন। বাদ-বাকিরা প্রায়ই "ইতিহাসওলা"! 'কথা দেন তো—এই উত্তম-পুরুষ থেকে আরম্ভ করতে রাজি আছি।"

বললুম—"তথাস্তু, কি বলেন আশুবাবু ?"

আশুবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন—"আপনিও যেমন! হরেন বাবুর বয়সই বেড়েছে,—ছেলেমানুষী যায় নি। বাঙ্গালীকে যেন পাঞ্জাবে আসতে নেই,—এলেই তার ইতিহাস থাকবে।"

হরেন। ভয় নেই, বিলিতী ব্যাসের অভয়বাণী আছে—Look into any man you please and you will find at least one dark spot that must be kept covered—ঘোরালো দাগটা চেপে গেলেই চলবে,—ইতি গুরুবাক্য।

চাকর চালকড়াই-ভাজা আর চা দিয়ে চলে গেল,—আশুবাবুরও ...। সুরু হ'ল।

দু'গাল মুখে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা বেশ,—তোমাদেরই আগে শুনি।"

"ওঃ,—"নগনস্থ" নীতি! যাক্—ক্ষমা করবেন, আপনাদের আর কষ্ট দেব না। এখন লে-মিজারেবল্ তো চলুক,—আমারি শুনুন,—বড়দের একদিন বেরুবেই।"

এই বলে, এক গাল মুখে দিয়ে হরেন বাবু আরম্ভ করলেন—"দেখুন আমাদের শাস্ত্রটি কেবল বেড়াই বেঁধে গেছেন, তিনি বলেন—নিজের গুণগান করায় আর আত্মহত্যা করায় প্রভেদ নেই। কি মুস্কিল্ বলুন দিকি! হোক্‌গে, বাড়িতেও তো অপঘাৎ জীয়োনো রয়েছে,—নিজের হাতেই ভালো। শুনুন—

"এবার যা জমিয়ে ফেলেছি তা নাকি সোজা রাস্তার বাইরে গিয়ে পড়েছে,—ফোঁটা মেরে তাকে ফাঁকি দেওয়া যায়না,—কবুল করলে যদি benefit of mercy মেলে—বিশেষ পাদ্‌রিদের সামনে, তাই চেষ্টা পাওয়া। অপরাধ এড়াতে পারিনি বলে—অনুতাপটাও না খোয়াই!

"বাপ ছিলেন সেকেলে সদরালা—শেষ সাত মেয়ের বে'দিতে ফতুর হয়ে ফিরিওলা দাঁড়িয়ে গেলেন! তাঁরি একমাত্র পুত্র—এই শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ! তিনি আমাকে পাঁচ হাজারে ছেড়ে গা ঝেড়ে বসতে চাইলেন। তখন আগোড়পাড়ার ইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লা[illegible] পড়ি—first boy,—আমার বুদ্ধির প্রশংসাটা তার অনেক [illegible] সাত বচরেই সুরু হয়ে গিয়েছিল! বুদ্ধি জিনিসটা বচ[illegible] থাকেনা!

"দশানন দস্তিদারের পাঠশালে দাগা বুলুই। তিনি ছিলেন গুড়ুকের যম,—আমি ছিলুম তার সাজিয়ে, ক্রমে প্রচ্ছন্ন টানিয়েও দাঁড়িয়ে গেলুম! শেষটা কেষ্টা বেটা দিলে দেখিয়ে! গুরুমশায়ের নেত্র আর বেত্র একত্র হলে যে কুরুক্ষেত্র-যোগ ঘটে, তা আমার জানা ছিল। সুতরাং পায়ের সাহায্য নিতেই হল। যাই কোথা? ঢুকে পড়লুম গঙ্গাবাসীদের ঘরে। পেছনে গণ্ডা দুই ষণ্ডা ষণ্ডা পোড়ো। কি বিপদ—দোরের যে খিল্ নেই। ট্যাঁকে দাগা বুলোবার খড়ি ছিল, খাঁ-করে দোরের বার্‌পিটে সাড়ে চুয়াত্তোর লিখে, ভেতরে ঢুকে ভেজিয়ে দিলুম। বেঁচে থাকুক্ হিন্দু শাস্ত্র, কোনো মিয়ার সাধ্যি হলনা দোর খোলে,—খুলেছেন কি জাহান্নম্! ওয়ারেণ্ট্ ফিরে যেতো মশাই! এমন ধর্ম্মটা কিনা বাবুদের সইলো না! এখন—চবস্‌লকের (Chobbs lockএর) চাঁদমালা চাই! মতিচ্ছন্ন!

"চুলোয় যাক্; যে কথা বলছিলুম্, সেই সময়, জমিদার যাদব চৌধুরী মশাই দৈবক্রমে—"পরের নায়েব" আওড়াতে আওড়াতে মনোহর মেসোকে মামলার মুসোবিদের সুবিধে বাত্‌লাতে বাত্‌লাতে সেই ঘাটে ঢুক্‌ছিলেন। সব শুনে বললেন—বুদ্ধিটে দেখো মনোহর! হবেনা—সদয়ালার ছেলে। এইটুকু বাচ্চা—ধর্ম্মবিশ্বাসটাও লক্ষ্য করবার জিনিস্ হে। এ ছেলে গ্রামের মুখোজ্জ্বল করবে—দেখে ...। যা যা ছোঁড়ারা, দশাননকে বলিস্—আমি বলেছি ওকে ...রধোর্ না করে। এ লঙ্কা নয়।

...ক্—বেঁচে গেলুম! কাজটা কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেলো,—

কেষ্টা বেটাই পেলে। সেইদিন থেকে চৌধুরীর আমার ওপর ঝোঁক। সেকেণ্ড ক্লাস্ পেরুতে দিলেন না, বাবাকে ধরে বসলেন—'মুড়কির সঙ্গে হরেনের বিবাহ দিতেই হবে, তাহ'লে বিষয় রক্ষা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ্ বুজতে পারি। ছেলেটা মানুষ নয়, ইত্যাদি। তিনি মানুষ চান।

"বাবার থাবা বাগানোই ছিল। তিনি পেলেন—পাঁচহাজার, চৌধুরী পেলেন—মানুষ।

"তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসের সর্দ্দার! পেটের অসুখ ধরলো, বার্লি খাই আর ওয়েভার্লি পড়ি। হেড্-মাষ্টার গুরুচরণ বাবু বলে পাঠালেন, 'সোমবার ইস্কুলে আসা চাই-ই, ইনিস্পেক্টার আসবেন, তুমি না থাকলে ও-ক্লাস্ কাণা।' গেরোয় টানলে আর কি, যেতেই হ'ল।

"ইনিস্পেক্টর নীলাম্বর বাবু ছিলেন নভেম্বরের মত নব্য আর ডিসেম্বরের মত কড়া। ইংরিজি আওয়াজে কথা কইতেন। ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেদের একটা idiomatic phraseএর (তুরুপি বুলির) মানে জিজ্ঞাসা করেন,—"Bolt from the blue বলতে তোমরা কি বোঝো, মানে কি?" তারা নাকি মাথা চুলকেছিল। তাতে গুরুচরণ বাবু লজ্জায় লাল মেরে যান। আমাদের ক্লাসে ঢুকেই সেই এক প্রশ্ন। গুরুচরণ বাবু কাতর নয়নে আমার দিকে চাইলেন। বুঝলুম—তার মানে—বাঁচাও বাবা!

Idiom কি কেবল ইংরিজিতেই আছে—বাংলায় নেই? বললুম—"বিনা মেঘে নীলাম্বরের হুড়ো।"

"নীলাম্বর বাবু কয়েক সেকেণ্ড আমার আপাদ মস্তক জোর-নজরে জরিপ্ করে, ক্লাস্ থেকে বেরিয়ে গেলেন। বুঝলুম idiomatic বাংলাটা বুঝতে পারেননি—idiotism ঠাউরেছেন।

"সেই থেকেই ত্যাগের স্থরু। দুক্ষু হলনা। যেখানে সমজদার নেই সেখানে বেকার থাকা। "বাজ" বললেই তো তাজ মিলতো,—সে বোঝা বইবার অন্য-জীব বহুৎ আছে! খতম্।

শুনে বাবা তো বারুদ্। বললেন—রাস্কেল্,—এই সামান্য কথাটার মানে বলতে পারলিনি,—ওর মধ্যে শক্ত কথাটা কি ছিলো? না ছিলো notwithstanding না ছিলো prima-facie, না ছিলো bonafide, ওতে ছিলোকিরে ডেভিল্? De jure থাকলে তো জীব বেরিয়েই যেতো! একটা parallelogram কি wherewithal থাকলেও মুখ দেখাতে পার্তুম্। Blue মানে জান না, না bolt মানে জান না? নীলুর দোকানের ছিট্‌কিনী রে গাধা—নীলুর দোকানের ছিট্‌কিনী; এটা আর এলোনা? আমার ছেলে,—ইংরিজিতে,—উঃ terrible shame! ভেবেছিলুম অষ্টম পক্ষের ছেলে, একটা বড় কিছু হবেই, এখন ভাবছি খাবি কি করে!"

"বলে ফেললুম—'ভাববেন না, কিছু না হয়—সদরালাই হবো।'

"তখন—ত্যাগের সেলামী-জমিতে পড়ে গেছি,—গড়েনের মুখ! বললেন—'হুঁ,—তবে বেরো।'

"দাশুরায়ের যুগ—অনুপ্রাসের আমোল,—গরমিল হবার জো নেই। বাবার বাহাত্তোর চলছিল, বললেন—"সব দেবত্তর করে যাবো।"

ভাবলুম—দুত্তোর! "ত্যাগ নম্বর টু—এসে গেলেন!"

"শ্বশুর—আদব দুরস্ত যাদব'। তিনি এসে বললেন, "বেই, 'পরদেশী'—সেঁইয়া পর্য্যন্ত হতে পারে বটে, তার জবান্ নিয়ে হায়রান্ হও কেনো? ওতে আছে কি! এই আমি তো আর ইংরিজি পড়িনি, তা বলে কি হরিহর (arrear) বুঝিনা, না বউচোর (voucher) বুঝিনা, ও তোমার থ্যাঙ্ক্‌ও বুঝি ব্যাঙ্ক্‌ও বুঝি। ওতে আটকায় না, বেই, ওতে আটকায় না, আপ্‌সে এসে যায়। থাক—হরেন এখন আমার কাছে সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম দেখুক্। ওকে তো আর চাকরি করতে হবেনা। মুড়কি তো আমার মেয়ে নয়,—ও ও ছেলে, অর্দ্ধেক ওর।"

এই সময় আশুবাবু "বাপ্" বলে লাফিয়ে উঠলেন।

ব্যাপার কি?

কান দুটো দু'হাতে চেপে বললেন—"উঃ অন্যমনস্কে একটা আস্তো লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি হে,—প্রাণ যায়।"

হরেন বাবু বললেন—"দেখছেন কি,—সাধন-ভজনের সাত্ত্বিক শরীর—স্নিগ্ধ মধুর রসের অত্যাবশ্যক, ডজন্ খানেক লাড্ডু চাই।"

লাহোরের লছমনসিংএর দোকানের মিহিদানার লাড্ডু প্রসিদ্ধ,—দোকানটাও কাছে। চাকরটাকে একটা টাকা দিয়ে হুকুম করলুম—ছুটে যাবি ছুটে আসবি। সে বেরিয়ে গেল।

আশুবাবু একটু ঠাণ্ডা হয়ে হাত নাবিয়ে বললেন—"হরেন বাড়ী ফেরবার রাস্তা মেরে এসেছেন, ওঁর তরেই তাই—"

"সাধু সাধু!"

বললুম—"সোজা কথায় বললেই হ'ত।"

হরেন বাবু বললেন—"ভুল করছেন বিজন বাবু, আপনাদের শাস্ত্র সোজা করে কোনো দিন কোনো কথা বলেন নি,—ওটা সনাতন ধারা! ওঁর ভুল হবার জো নেই!"

লাড্ডু পৌঁছে গেল।

বচর ফিরলোনা—কপাল ফিরলো। কোন্ গতির প্রভাবে বুঝলুম না। আহ্নিক গতিরও নয়, বার্ষিক গতিরও নয়,—বোধ হয় দুর্গতির! 'সেরেস্তা' মুঠোর মধ্যে এসে গেল। চৌধুরীমশায়ের 'দক্ষিণ-হস্ত' দাঁড়িয়ে গেলুম। যা-করি তাই,—দস্তখৎ চলতে লাগল'। সবাই মন রেখে চলে,—অবশ্য মুড়কি বাদ। তিনি মেজাজ রেখে চলেন।

সেকেলে লোকের কথা মিছে হয় না—মুড়কি যে তাঁর মেয়ে নন—ছেলে, সেটা দিন দিন সুস্পষ্ট হতে লাগলো। বেড়াতে বেরুলে—কৈফিয়ৎ দিতে হয়; দেরি হলে মুড়কিরাণী ঘুড়কি দেন,—ক্রমে সড়কি চালাবার ভাব। আমাকে চোখ রাঙান, শাসান, দাবিয়ে রাখতে চান। জমিদারের আদুরে মেয়ে—ইচ্ছাটাকেই আদেশ বলে ভাবেন।

দূর-করো—আর না। চৌধুরী পেয়েছেন—পেট-ভাতার জার, আর মুড়কি ভাবচেন—আধা বিষয়ের গাধা!

ত্যাগের পথ এগিয়ে আসতে লাগল'।

কিছু টাকা চাই,—মুড়কির কড়ি নয়।—'যাদৃশির্ভাবনা যস্য'—একটা কথা আছে; দেখা যাক।

চৌধুরীমশাই মাস্ দুই বাড়ী নেই,—পুরী গেছেন। ফেরাটা—আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহারান্তে মুড়কিরাণীকে বললুম—"একবার তীর্থে বেরুব' ভাবছি।"

"কী?—তীর্থ?—কেনো?"

"ধর্ম্মকর্ম্মে কি 'কেনো' আছে! হাজার তিনেক টাকা আয় বাড়ালুম,—তার মানে তো বোঝো। সেই পাপটা জগবন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে সাফ হয়ে আসছেন তোমার বাবা। জগবন্ধু তো নিজে বইবেন না—ওস্তাদ ছেলে, সেটা ঠিক্ আমার ঘাড়েই ঘুরিয়ে দেবেন। তারপর—আমি ফেলি কোথা! অর্দ্ধেকটা তোমার প্রাপ্য বটে,—কিন্তু আমি তো অন্ধ নই,—রোজ পাঁচ-পো ক'রে পেনিটির গুপো মেরে কুপো বনে বসে আছ,—ওর ওপর বইবেই বা কি করে—সইবেই বা কেনো!"

মুড়কি গব্যরস ছাড়া অন্যরস বড় বুঝতেন না,—রূঢ় কণ্ঠে বললেন—"তোমার পয়সায় তো খাই না—তার পিত্তেসও রাখি না।"

"এ-তো সুখের কথা! তবে কি না—হিঁদু কবলাতে হলে শাস্ত্রও মানতে হয়, আর শাস্ত্র মানতে হলে—তোমার আধখানা আমার ভাগেই পড়ে। দুর্ভাবনাটা তাই, সুতরাং তীর্থে গেলে নয়।"

"মুরোদ্ ভারি! পয়সা দেবে কি এই গৌরী সেনের তালুক

"ধর্ম্মতঃ উচিত বটে।"

দিনের বেলা আহারান্তে রূপোর ডিবে করে এক ডিবে পান বরাদ্দ ছিল,—সেইটে নিয়ে সেরেস্তায় এসে বসতুম। কাদী-ঝি দিতে আসছিলো। বল্লেন—

"ডিপেসুদ্ধু দিতে হবে না—ও-থেকে চারটে পান বের করে দে।"

কাদী হুকুম তামিল করলে। রাণী ডিবেটি নিজে নিয়ে রাখলেন।

বুঝলুম,—বেচে-না বেরিয়ে পড়ি! হাসতে হাসতে বললুম—"এক পিপে পাপ, পাঁচ টাকার ডিপেয় কুলোয় না—ধরেও না!"

কি বলতে যাচ্ছিলেন,—নিশ্চয়ই মধুরতর কিছু; চাকর এসে খবর দিলে—"কলকাতা থেকে দু জন বাবু এসেছেন, আপনাকে দরকার।"

বাইরে চলে গেলুম।

*　　*　　*　　*

আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির বয়স বেশী নয়—ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে। দু'জনেই সুপুরুষ, কৃশকায়, চোস্তো কেতা-দুরস্ত পরিচ্ছদ। আমলাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচেন,—কস্তুরীর সুগন্ধ ছাড়ছে।

আমি যেতেই দাঁড়িয়ে উঠলেন,—সঙ্গে সঙ্গে—"নমস্কার হরেনবাবু!"

বুঝলুম,—আমার পরিচয় আমলাদের কাছে পেয়েছেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললুম—"আসুন-আসুন—এই ঘরে আসুন।" এই বলে নিজের আপিস-রুমে নিয়ে গে বসালুম।

দু' চার কথায় বুঝে নিলুম—আমলারা আমার অনুকূলেই পরিচয়টা দিয়েছে,—যেমন লেখাপড়ায় তেমনি কাজকর্ম্মে, কর্ত্তার দক্ষিণ-হস্ত, যা-করি তাই, অর্দ্ধেক বিষয়ের ভাবী-অধিকারী। অপর পক্ষে—সদরালার উপযুক্ত পুত্র,—ইত্যাদি। সুতরাং—কদরের জিনিস!

বেয়ারার মার্ফৎ পান চেয়ে পাঠালুম। ডিপে এল না—পাথর-বাটী করে পান এলো! মনে মনে লজ্জিত হলুম—লাগলোও। বললুম—"এঁদের সব বনেদি বন্দোবস্ত, পবিত্রতা রক্ষার দিকেই নজর, নূতন কিছু চালাবার জো নেই।"

তাঁরা হেসে বললেন—"তাতে হয়েছে কি—এই তো বেশ,—এই তো চাই। গরীব-দেশের পয়সা কেবল বিদেশে বিলোনো বই ত' নয়। সেদিন একটি গান শুনলুম—

"কুইন গো—আমরা চাইনা বিলাতী বাসন,

আমাদের থাক্ গয়াশ্বরী।"

—খুব ঠিক কথা। আমরাও ওই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।"

"বলুননা শুনি, আমিও যদি দেশের কোনো কাজে লাগি—ধন্য হয়ে যাব'। বড় দুঃখ—বড় অভাব!"

হৃদেন্দ্রবাবু বললেন—"আমাদের উদ্দেশ্য যদি সফল নাও হয়—দুঃখ করব না। একদিন তা যে হবেই তার ইঙ্গিৎ আজ পেয়েছি। সেইটাই আজকের বড় লাভ। আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এমন পল্লীগ্রামের মধ্যেও যে দেশের দুঃখ ভাববার মত একটি হৃদয় আছে, একথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি।"

বললুম—"এতে আশ্চর্য্য হবার কি পেলেন? দেশের মঙ্গল চিন্তা—মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয় কি?—"Breathes there a man with soul so dead!"

হৃদেন্দ্রবাবু বললেন—"অধিকাংশই তাই হরেনবাবু—অধিকাংশই তাই। তা না তো আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন'! এখানে soul নিয়ে বেজায় সোরগোল আছে বটে, তবে বাঁচবার breathing নেই, যা আছে তা মরবার—সেটা দীর্ঘশ্বাস আর অন্তিমের শ্বাসটান! তাকে বাঁচবার পথে মোড় ফেরাবার চেষ্টাতেই বেরিয়েছি। কিছু টাকা না হয় যাবে,—আর যাবেই বা কেন,—দেখি দেশের লোকের যদি নেশা ধরে। সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।"

"এখন আপনাদের ইচ্ছাটা কি শুনি।"

সঙ্গী প্রকাশবাবু বললেন—"দেশের কোটী কোটী টাকা এক দেশালায়েতেই সাগর পারে চলে যাবার সূত্রপাত দেখছি। এই সময় যদি উঠেপড়ে লাগা যায়—তার কতকটাও দেশে থাকে। সুফল দেখাতে পারলে হাজার দিকে হাজারো কল বসে যাবে। বিলেত থেকে দেশালাই আসতে আরম্ভ হয়েছে। সাগর পারে যিনি পদার্পণ করেন তিনিই আগুন লাগান! গন্ধক আর প্যাঁকাটির পালা সাঙ্গ হয় বলে। তাই আমরা মনস্থ করেছি—একটি দেশালায়ের কল প্রতিষ্ঠা করে ও-বালাইকে বাধা দেবো।"

হৃদেন্দ্রবাবু বললেন—"অন্তরায় কিন্তু অনেক। প্রধান হচ্ছে—কাট পাওয়াই কঠিন। কাটিগুলি সরল হবে, সুদৃশ্য হবে, হালকা হবে, সহজ-দাহ্য হবে—এমন কাট দরকার। সংবাদ পেয়েছি—

শিমুল কাট একাজের খুব উপযোগী,—সেই কাট প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে তবে কলে হাত দেওয়া। কল বন্ধ রেখে লোকের মাইনে গুণতে ত' পারা যাবে না। অনুসন্ধানে জানলুম—আপনাদের গ্রামটি শিমুল-গাছ-প্রধান, আশে-পাশেও আছে—আসবার সময় তা লক্ষ্যও করেছি। ঐ সমস্ত শিমুলগাছগুলি আমাদের দিইয়ে দিতে হবে,—আমরা খরিদ করতে চাই। এতে আপনার সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। মঙ্গলময়ই আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।"

আমাকে চিন্তিত আর নীরব দেখে বললেন—"চুপ করে রইলেন যে!"

"ভাবচি—এ idea (খেয়াল) আপনারা পেলেন কোথায়? Thought current (চিন্তা-স্রোত) কি একই সময়ে different centreএ (বিভিন্ন কেন্দ্রে) আঘাত দিয়ে যায়? হ্যাঁ—তা আশ্চর্য্য কি!—plane (ক্ষেত্র) যদি তা receive (গ্রহণ) করবার উপযোগী হয়—সুমভাবাপন্ন হয়,—হবে না কেন? কিন্তু তাতে ভাগ্যহীনেরা বড়ই ব্যথা পায়, হতাশ হয়ে পড়ে। এটা যে আমার আজ দু' বচরের idea!"

"বলেন কি—দু'বচরের! উঃ—আপনাকে পেলে,—কি বল প্রকাশ?"

প্রকাশবাবু বললেন—"এখন তো পেয়েছি।"

"ধন্য মঙ্গলময়।"

বললুম—"হিঁদুয়ানী হিঁদুয়ানী করেই দেশটা মোলো। সুই[illegible] গিয়ে ও বিদ্যেটা বাগিয়ে আসব' বলে প্রস্তুত, বাবা বেঁকে ব[illegible]

প্রায়শ্চিত্ত করলেও নাকি পিণ্ড পৌঁছয় না! শ্বশুরও বাধা দিতে কসুর করলেন না। কাজেই তাঁর সেরেস্তায় বস্তাপচা হচ্ছি! তবে—সঙ্কল্প ছাড়িনি, টাকার উপায় হলেই বেরিয়ে পড়বো। আপনাদের সঙ্কল্প শুনে দমেও গেলুম, আনন্দও হচ্ছে। কি আশ্চর্য্য শিমুলগাছটা পর্য্যন্ত মিলে যাচ্চে!"

"অ্যাঁ—শিমুলগাছের কথাও ভেবেছিলেন নাকি! এটা যে secret (গুহ্য) কথা।"

বললুম—"জগতে secret কিছু নেই, সবই নিজের মধ্যে মজুদ, একটু মাজলে-ঘসলেই বেরিয়ে পড়ে,—সাধু ভাষায় আপনারা যাকে বলেন—সাধনা। আমি মাঠে ঘুরছিলুম—দেশালাই মাথায় ঘুরছিল। হঠাৎ দেখি মাঠের সীমা-রেখায় অগ্নি-শিখা! দ্রুত এগুলুম,—তখন দেখি, কতকগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাতা-ঝরা শিমুলগাছ রক্তপুষ্পাঞ্জলি নিয়ে খাড়া! কার উদ্দেশে? একটা মৌমাছিও তো জোটে না! ভাবনা ধরলো। মাথায় এলো—বৈদ্যুতিক বেগগুলো extremity (শেষ সীমা) খোঁজে,—ডগায় ডগায় এ অগ্নিবর্ণ ফুলগুলো অগ্নিগর্ভ গাছেরই ইঙ্গিৎ—দেশালায়ের দ্যোতনা।"

হৃদেন্দ্রবাবু প্রকাশবাবুর দিকে চেয়ে, দক্ষিণ ভ্রূটা উঁচিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে বললেন an acquisition (রত্ন লাভ)।"

প্রকাশবাবু বাধা দিয়ে বললেন—"God-sent (ভগবৎ কৃপা)।"

কথায় কান না দিয়ে বলেই চল্লুম—"ফিরে এসে দু'খানা বড় বড় শিমুলগাছ পিছু একটাকা করে দাদন দিয়ে, ১৩৭টি

গাছ কব্জায় করলুম। মূল্য—সাপটা সাতটাকা করে,—কাটাই খরচ আমার। টাকাটা আজ দু’বচর আটকা পড়ে রয়েছে—”

হৃদেন্দ্রবাবু বাধা দিয়ে বললেন—দেশের কাজ ভেবে ও গাছ-গুলি আমাদের দিয়ে দিন হরেনবাবু। আপনি দেখছি দেশালাই সম্বন্ধে অনেক-কিছু ভেবেছেন, আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ,—সদিচ্ছার উত্তেজনাই আমাদের সম্বল। আপনি হতাশ হবেন না, আপনাকে এর মধ্যে থাকতে হবে,—আপনার পরামর্শ মত আমরা চলব। এটা কোম্পানী নয়—Brotherhood (ভায়ার দল)। আজ থেকে আমরা ‘ব্রাদার’—(ভেইয়া)।”

বললুম—“আপনারা আমাকে ভাবালেন। আমার ইচ্ছা,—আগে কাজটার হদিস্ হাসিল করে আসি—”

“বেশ তো, এ দিকের সব ঠিক্‌ঠাক্ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবেন,—সে খরচা Brotherhood বহন করবে ব্রাদার্।”

“আচ্ছা—চলুন আগে গাছগুলো দেখাই।”

এই বলে—যার যেখানে যত শিমূলগাছ ছিল দেখিয়ে, তাতে খড়ির ঢ্যারা মেরে এলুম।

বললুম—যে দিন সুবিধা হয় কাটুরে এনে কাটিয়ে নেবেন,—একটি কথাও কেউ কইবে না। সবই আমার দাদন দেওয়া সওদা—অধিকাংশই নিজেদের। হাতে টাকা না থাকলে আটকাবে না,—অন্যের গাছগুলোর টাকা আমি না হয় দি[illegible] রাখবো।”

হৃদেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পূরে বললেন—”

ব্রাদার—কিছু টাকা আমার সঙ্গেই আছে—রাখুন। বাকি টাকা আগামী ববিবারে পাবেন, সেই দিন লোকজন নিয়েও আসবো।"

এই বলে, খুচবোতে নম্বরিতে চারশো টাকা বাব ক'বে দিলেন। লেখাপড়াব কথা তুলে লজ্জাই পেলুম।

বললুম—"কাজে যখন নাবাই গেল তখন আপনাদের কাছে কিছু গোপন রাখা অপবাধ বলেই মনে কবি। মহাপুরুষদেব হাত-পা কেউ ধরতে পারে না। দেশের প্রতি টান স্বাভাবিক, তাই বিষ্ণুশর্ম্মা বহুকাল পূর্ব্বে গোদাববী তীবে বিশাল শাল্মলী তরুব কথা কিরূপ কায়দা কবে শুনিয়ে গেছেন। আবাব তা পডবি তো পড়—বিদ্যেসাগব মশাব নজরে! কি wonderful coincidence! এটি স্মরণ রাখবেন।"

বাবুরা আশ্চর্য্য হয়ে বহু প্রশংসাব পব আশা উৎসাহ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

আমি চিন্তা নিয়ে ফিবলুম: তাই ত', বড় ভদ্র-সজ্জন যে,—মন যে চায় না! প্রথমটা মজা ভেবে—এ কি অভাবনীয় ব্যাপাব! কাব শিমুলগাছ কে কাটবে! এ খেলা নিশ্চয়ই ভগবানের—তা না তো গোদাববী তীর ছেড়ে এ সব "বিশাল শাল্মলী তরু" এখানে মবতে আসবে কেনো,—আর তার টাকা আমার পকেটেই বা ঢুকবে কেনো। তবে আমাবো দবকার, শাস্ত্রও বলচেন—আতুরে নিয়ম নাস্তি। হ্যাঁ—বাপ বটে ভগবান! আমরা তাঁব বৃদ্ধ বয়সেব বৎস,—আবদার ধরলেই আদায়,—একেই বাপ। যে ক'দিন আছি—বেঁচে থাকুন!

দেখি মুড়কি-রাণীর ভাবটা,—এখন তাঁর ওপরই আমার ভদ্রতা অভদ্রতা নির্ভর করচে।

ফিরে দেখি—সেরেস্তার অবস্থা বদলেছে,—বেশ একটু ভাবান্তর, জমা-খরচের খাতা আর আদায়-উশুলের টাকা মুড়কি-মঞ্চে দাখিল হয়েছে!

গিয়ে—হাসতে হাসতে বললুম—"সাধ্বি—এতদিন চিনতে পারিনি, ক্ষমা কোরো। আমরা হৈ চৈ করেই মরি, তোমরা নিঃশব্দে এগিয়ে পড়। স্বামীকে ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করবার এই যে গোপন আগ্রহ, আর ঐ সঙ্গে শুভ অনুমতি দান,—এটা কি ভোলবার কথা! বিলেত এত বড় হল আর কিসে,—সহধর্ম্মিণীর সাহায্য পেয়েই না!"

"কিসের অনুমতি?"

"এই—তীর্থে যাবার গো।"

"হুঁ—যাওনা দেখি! চৌধুরী-বাড়ীর পয়সা এত সস্তা নয়! বাবাকে চেন তো,—কোথাও কারুর গিয়ে রক্ষে নেই। সাধুসদ্দার খাজনা বাকি রেখে সেই পেঁড়োয় পালিয়ে ছিল;—সেই রাজ্যি থেকে বেঁধে এনে কি-হাল্ করেছিলেন জান তো?"

মুড়কি-রাণীর ধারণা—পেঁড়ো পেরিয়েই জগৎটা ফুরিয়ে গেছে। জগতের সেই শেষ সীমা থেকেও তাঁর বাপ সাধু সদ্দারকে ধরিয়ে এনেছিলেন, আর যা করেছিলেন,—সেটা—থাকৃগে।

বললুম—সাধু-সদ্দারদের সর্ব্বত্রই ওই দশা; আমি তো।

সাধু সদ্দার নই—পুরো অসাধু সদ্দার। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—ভেবে আর কাহিল হয়োনা।"

"রাগ বাড়িওনা বলচি!"

"কেন—খাবেনা নাকি!"

মুড়কি-রাণী দ্রুত বেরিয়ে গেলেন,—অবশ্য নীরবে নয়,—কিছু বলতে বলতেই গেলেন, যার ভাবার্থ—কারুর পয়সায় তো খাই না!

চেয়ে দেখি,—ঘরের দামী এবং অস্থাবর আসবাব সরানো হয়ে গেছে!

যদি ভাবি,—আমাকে চক্ষের আড়াল না করবার টান্, তাতে মস্ত একটা সুখ আছে। তাই ভেবে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই ভালো। রাতটা কাটলো বটে, কিন্তু যথা—"কাট কাটে বস্ত্র কাটে!"

রাণী দেখা দিলেন না। কাদী-ঝি এসে বহুৎ সদুপদেশ দিয়ে গেলেন,—বাপ দেখলে না,—শ্বশুর ঘাড় পেতে নিলেন,—একটু নীচু হয়ে চলাই ভালো,—ভগবানের ভুল—রাণী তো সত্যি মেয়ে নয়,—তার আদরেই আদর। তোমার হাত আছে—তার পা আছে—রাগ মারতে কতক্ষণ! সে সন্তুষ্ট থাকলে—ভালো হবে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়াবে,—ইত্যাদি।

প্রাতে উঠে—সেরেস্তাকে সেলাম ঠুকে—কলকেতার রাস্তা ধরে ...না হয়ে পড়লুম।

জগন্নাথ-ঘাটে কেশ মুণ্ডন,—অবশ্য মাইনাস্—কেশব ভারতী।

বড়বাজারে বেশ পরিবর্ত্তন—গেরুয়া গ্রহণ। পরে গঙ্গা পার হয়ে দেশত্যাগ—পত্নী included (উরির মধ্যে)। ফলে—ত্যাগের ডবল প্রমোশন্ লাভ।

কাশী পৌঁছে দেখি—নবরত্ন হাজির,—খাঁটি স্বদেশী! সকলেই চক্রের 'মেম্বার্',—ভৈরব! কাঁচায় পাকায় হৃষ্টপুষ্ট,—গৈরিকের ওপর রুদ্রাক্ষ, তদুপরি সিন্দূরের 'সাইন্ বোর্ড'! সকলেই মুক্তকচ্ছ এবং "খলু ভাগ্যবন্ত"! বায়ুর ক্রিয়া করেন—তাই ফুলেল তেল মাখেন,—মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়,—আর "সুধা খান জয়কালী বলে"।

পাঁচ দিনেই পরিচয় পেকে উঠলো।

যৌবনে আমার চেহারাখানা বোধ হয় মন্দ ছিল না, তায় ঝাড়া সাড়ে তিন হাত আড়া। জহুরী জহর চেনে,—সবাই 'ডেরার' খোঁজ নেয়! 'সঙ্গে কেউ নেই' বললে—বিশ্বাস করেনা। অল্প দিনেই আভাস পেলুম—রাবণ-মার্কাই বেশী! ওয়ারেণ্টের আসামীরা উচিয়ে চলেন,—কাশীতে কুলোয় না,—পাঞ্জাবে পাড়ি ধরেন। আর যা, তা আমারি স্বতীর্থ—ক্যাস্-ভাঙা ব্যাস,—ভ্রাতৃজায়ার আর বিধবার অর্থ বাগিয়ে বেরিয়েছেন। মধু দেখে মন্ত্র দেন—অনুগ্রহ ক'রে। কেউ গ্রহ খণ্ডনে আর কবচে ওস্তাদ, কেউ দেখায় সিদ্ধ হস্ত। ওষুধটা সবাই জানেন, এক একটি পার

প্রফেসার। এ কষ্ট পরহিতার্থেই করে থাকেন,—মেয়েরাই সেই পর। তাঁদের মুণ্ডেই ষোড়শোপচার চলে। বেশ আছেন। দেশে এ খাতির আর তোয়াজ তিনশো টাকা আয়েও মেলেনা।

আমার পোষালো না। লুচি রাবড়ী চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু হৃদেন্দ্রবাবুর ভদ্রতা আর সরলতা স্মরণ হলেই—সব তিক্ত হয়ে উঠতো, দেহ মন অস্বস্তিতে ভরে যেত'! মুড়কিই তখন মনের বল যোগাতো—তার পাতিব্রত্যই মন বেগড়াতে দিত না। অসময়ে—দুর্বৃত্তের বন্ধু!

তখন ভাবতুম—চারশো টাকা তাঁদের পক্ষে কিছুই নয়—আমার কিন্তু মস্ত উপকারে লেগেছে। ভবিষ্যতে বুঝবেন—আমিও তাঁদের কম উপকার করিনি। দেশের প্রতি মমত্বই তাঁদের উন্মত্ত করেছে! অনভিজ্ঞ ভাল-মানুষের টাকায় কেবল কল বসতে পারে, ফল ফলে না। মুখপাতের এই চারশো টাকার ওপর-দে ফাঁড়া কেটে গেলে—লাক্ টাকা ফাঁক্ হবেনা। রবিবাবুর জীবনস্মৃতির জাহাজের খোলটার মতই ওই কল্‌টাও অচল হয়ে বিকল হ'ত,—শেষ আরো কিছু দিয়ে বিদেয় করতে হ'ত। ভালই করেছি! ও সব ঝঞ্ঝাট কি আমাদের জেনানা জাতের ধাতে সয়! আমরা শব্দ-ব্রহ্ম, আর পারি—ওই যা আগের প্যারায় আছে,—তোফা জিনিস্!

তবু আমার তা সইল না। কেবলি মন বলতে লাগল—সাধুর চেয়ে সাধুচরিত্র ভালো! হৃদেন্দ্রবাবুর সহাস সমর্পণ, দেশের দরদ, [illegible]স্ত স্বরূপ—আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলছিল। বেড়াই যেন'—[illegible]গ-ঢাকা চোর! চোর ত' বটেই,—চোরের গায়ে গেরুয়া কেন? [illegible]পারছিলুম না—ফেললে যেন বাঁচি।

কম্‌রেডরা (comrades)—মাসতুতো ভ্রাতারা পোছে—“কামাইটা কতো,—তিন, সাত না সাগরযাত্রী”—অর্থাৎ—জেল্ না দ্বীপান্তর! কেউ পোছেন—“হাজারীলাল না লাখপৎরায়?” ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন যেন গেরুয়ার অধিকার আসেনা!

তারাই তাড়ালে! গেরুয়ার গতি করতে প্রয়াগে পালালুম। ভাবলুম—একটা কাজকর্ম্ম জুটলে করি।

যা হোক্—দিন কতক স্বস্তিতে কাটলো,—দিশী সাধুর উৎপাৎ ছিলনা।

*   *
*

রং থাকলে তুরুপ্ চলে,—চাকরির চেষ্টা চলে না। বেণী ঘাটে বেশ বদ্‌লে বাবু সাজলুম। স্বচ্ছন্দ বোধ করলুম,—গায়ে যেন মলয় বাতাস লাগলো। এতদিন সত্যই জেল-ভোগ হচ্ছিল।

অকস্মাৎ বাঁ-দিক থেকে, গাঁজার-গলায় আওয়াজ এসে চম্‌কে দিলে,—“কি বাবা, barred by limitation (মেয়াদের বেড়া) টপকালে বুঝি!”

চেয়ে দেখি—দাড়ি গোঁফ জটার সমবায়ে সিঙ্গিমার্কা এক বেঁটে গেঁটে, ক্ষুদ্র চক্ষু, গজস্কন্ধ সাধু, পদ্মাসনে বসে এই প্রশ্ন ছেড়েছেন!

তাঁর দিকে চাইতেই ইঙ্গিতে ডাকলেন। বললেন—“সৌভাগ্যোদয়ের দিনে স্বদেশী সাধুকে কিছু দিয়ে যাও বাবা—হাবড়ে পড়ে গেছি।”

"আপনাদের আবার হাবড়্ কি ?"

"কচি ছেলে,—পাতালের পাত্তা পাওনি তো। হাবড় সকলেরি আছে বাবা,—আবার যে যত বড় তার তত বড়,—সাধু যে! সাধ্বী সরে গেলেন—সন্ধ্যা ক'রে, অকালে,—কেঁচে গণ্ডূষের পথ মেরে। বেশ ছিলুম—কপোত কপোতী যথা। কেতার কম্‌তি ছিল না—সেতার বাজাতুম, সব ছিড়ে খুড়ে বেতার হয়ে গেল। আবার গছিয়ে গেলেন—তপস্যার ফল! একদম্ লগ্ন চাঁদা! সাধুর বাচ্চা অল্প বয়সেই জ্ঞানের অধিকারী হয়ে পড়লো। যাতে হাত দেয় তাই সোনা,—রাজার হালে রাখলে। কিন্তু জ্ঞানী-বাচ্চা বাইরে থাকতে চাইলেনা,—পুণ্যভূমি খুঁজলে। সুবিধে ক'রে চট্ সাধনোচিত ধামে,—তোমাদের সাধু ভাষায়—জেলে, চলে গেল।

"তারপর এই দেবতার বেশে—অর্থাৎ উলঙ্গ,—আদুড় গায়ে বাদুড় ব'নে—ভগবান ধরে ঝুলচি, আর সঙ্গমের হাওয়া 'অঙ্গমে' ঢোকাচ্চি। আকাশ-বৃত্তি নয়—ভূ-বৃত্তি,—সামনে ছেঁড়া গামছাখানা পাতা আছে,—দৃষ্টি ওরি ওপর,—যে যা দিয়ে যায়। কোনো দিন একটা কুলও পড়ে, তাই দিয়েই এই বিপুল belly (পেটটা) ঠাণ্ডা করতে হয়। এখন বলি কি—ছাড়লে কেনো,—আবার চড়িয়ে ফ্যালো। হ্যাঁ—কি পুঁজি নে বেরিয়েছ ? হাত দেখার হুমুর ?"

"আজ্ঞে না!"

"ওকি কথা! দেবতাদের 'না' বলতে নেই। বোলো—'নারায়ণ জানেন'। এখানে আমার মস্ত নাম—প্রেতানন্দ। ...সা, তোমাকে হাতটা দেখাই,—এই সময় মেয়েরাও নাইতে

এসেছে,—ওরাই আমাদের সেভিংব্যাঙ্ক। আমি হাত দেখাচ্চি দেখলে—সবাই ভেঙে পড়বে,—কিন্তু আধা-আধী! বলবো—লোকে বড় জ্বালাতন করে, সাধনার ক্ষতি হয়,—তাই প্রচ্ছন্ন থাকেন। চেহারায় চমক আছে,—বসে যাও। ভক্তের দেশ—সেধে হালুয়া-পুরি খাওয়াবে। তিন বচরে—লাক্‌চাঁদ! বুঝলে,—চেপে বস দিকি। ভালো কথা,—জোড়ে না বিজোড়ে?"

"একলাই বেরিয়েছি।"

"এমন ভুলও করে! ধর্ম্মমাচরেৎ যে হে! মওকা মেলেনি বুঝি? উঁচিয়ে আছ! রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ নাকি! তাই ত,—স্কলারদের যে আরো নিভৃত-নিবাস দরকার,—এ তীর্থরাজ কাজ দেবে না,—উত্তরা-খণ্ডই উত্তম। আমরা গ্রাজুয়েট্—মাঝামাঝিতেই চলে যায়। আচ্ছা—তবে সরে পড়ো!"

আমি তাঁর হাতে দুটি টাকা দিলুম।

মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"জলে ফেললে যাদু! তবে—আজ একমুঠো ভাত খেয়ে বাঁচবো। পয়সা রেখো,—কোনো ব্যাটা পুছবে না। আর কি দাতাকর্ণের মত' মুক্ষু জন্মায় যে তোমার বরাতে ছেলের মাথায় করাত বসাবে! হ্যাঁ—ও রয়েল্-ড্রেসটা যদি না রাখো—(রাখলেই ভালো হয়)—তো আমাকেই দিয়ে যাও বাবা।"

গেরুয়াগুলো তাঁকেই দিলুম।

বললেন—"তাই তো বাবা—যাবে? কি জানি প্রাণটা যে কেমন করে! ভালবেসে ফেললুম নাকি,—মনে যে দাগ কাটে! ধরা না পড়ো তো বেঁচে থাকো। তাই তো,—ভালবাসলুম আর চললে

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বললেন—"আমার আর আপনার কেউ রইল না!"

এমন দরদের কথাটা আমাকে কোনোদিন কেউ শোনায়নি! আজ প্রেতানন্দের কাছে পেলুম। মাথা আপনি নুয়ে প্রণাম করলে।

ধরা-গলায় ভিজে আওয়াজে বললেন—"পাষণ্ডের প্রার্থনা সেথায় পৌঁছয় কিনা জানিনা,—আমি কিন্তু ছাড়ব না,—তোমাকে তিনি রক্ষা করুন। এদিকে এলে—একবার দেখা দিও বাবা।" চোখ মুছলেন।

স্বীকার করে,—এক বুক ব্যথা নিয়ে বেরুলুম। রাস্তায় উঠে—নিজের চোখের জল সামলাতে পারি না!

জগতে এই একটি আপনজন আমার মিলেছিল। সে মুহূর্তে তিনি তাঁর সমস্ত অতীতকে উত্তীর্ণ হয়ে সত্যিকার মানুষে প্রতিষ্ঠিত।

মনটা মিইয়ে গেল'। জীবনে সত্যিকার স্নেহের ডাক কি দুর্লভ জিনিস! যেতে পা উঠছিল না। ভাবলুম—দেশেই ফিরি,—কিন্তু কার কাছে!

দূর করো,—দিল্লী-লাহোরটাই দেখা যাক।

দিল্লী মনে ধরল না। নামটাই আছে, আর আছে জবর জবর ...রর! যারা কিংখাপ মোড়া থাক্‌ত—তারা পাথর চাপা পড়েছে। ...গ্যবানদের ওপর ঝাড়ু বোলানো হয়।

চাকরির স্থান এ নয়। অথচ আমাকে কাজ করতে হবে। চললুম লাহোর। মিয়াঁমির বড় ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট,—আপিস অনেক, —নূতন পত্তন চলছে।

বাঙ্গালী শ্রীগৌরাঙ্গের দেশের লোক। এই সে-দিন তিনি আমাদের দাস্য ভাবে দীক্ষা দিয়ে সরে গেছেন,—মন্ত্রটা মক্স করবার ফিল্ড্ (field) মিলছিল না। এমন সময় এক গৌরাঙ্গের বদলে লাখ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। বীজের ভেন্ বস্‌লো শ্রীরামপুরে ;— ঢালাই সুরু হ'ল কলকেতায়। সৌতির চেয়ার নিয়ে পেয়ারীচরণ সরকার ফার্ষ্ট-কেলাস্ ফার্ষ্ট বুক বানিয়ে দিলেন। যিনি খুলেছেন তিনিই—met a lame man ! কিন্তু সেই পঙ্গুই গিরি লঙ্ঘন করতে শেখায়,—এমন ঝাঁঝালো বীজ ! যা পড়ে আমরা—পঙ্গুরা, যেন চতুষ্পদ পেলুম,—দাস্য-ভাব সিদ্ধির জন্যে চতুর্দ্দিকে ছুটলুম্ !

এসে দেখি—সব আপিসে বাঙ্গালী। এরা দেশ ছেড়েছে, ধর্ম্ম ছাড়েনি !

আপিসের মধ্যে কমিসেরিয়েট্ আপিসই প্রধান, অর্থাৎ— বাঙ্গালীবহুল। গৌরাঙ্গের পেটের ভার আর ভাঁড়ার তাঁদেরই হাতে।

দেব-সেবকদের ধর্ম্মভাবটা আপ্‌সেই আসে,—এঁদেরও এসেছিল। ক্যাণ্টনমেণ্ট মাত্রেই কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা এঁরাই করেন।

রাজধানীতে গ্রেট্ ইষ্টারন্ (Great Eastern) জন্মালেও এ-অঞ্চলে আমাদের একটি Small Northernও তখন ভূমিষ্ঠ হয় নি। বিদেশে নবাগত বাঙ্গালী এই কালীবাড়ীতেই আশ্রয় পেতে; sheepএরাও, student-shipএরাও ! অধীনও পেয়েছিলেন।

এখন তো 'সত্যযুগ,—চাইলেই চপ্‌ আর চায়ের কপ্‌! তখন চানাও মিলত না। ধর্ম্মের একটা গুণ—ভয় বাড়ায়। পুণ্যকর্ম্ম যত বাড়তে লাগল—ধর্ম্মশালাও ততই ঠেল মারলে। এখন গেরুয়া না নিলেও চলে।

এখন তাই মনে হয়—আমরা "যদি জন্ম নিতাম,"—কি বলেন আশুবাবু?"

আশুবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন—"পাঞ্জাবের জল হাওয়ায় তেমন দেখায়না বটে, বয়সটা কিন্তু কম হয়নি! এখনো এই ছেলে-মানুষীগুলো ভালো লাগে—লাহোরে এসে তো পৌঁছে গেছেন,—এখন উঠবেন কি?"

হরেন বাবু বললেন,—"অভ্যাস বড় পাজি জিনিস্‌ আশুবাবু,—চোর সাধু হয়েও স্বপ্নে পরের পুঁটলি সরায়! আর—জ্ঞানই যখন হ'ল না,—ছেলেমানুষ বইকি! হ্যাঁ—লাহোরে আবির্ভাবের প্রথমাঙ্কটা একটু চিদ্‌ঘন হলেও, স্বতীর্থদের না শুনলেও চলে বটে! তা আপনি তো গেরুয়া পরতেন ধোপার কষ্টে—আর জটিল ব্রহ্ম-চারীর জেদে—ও বেশে আপনাকে তোফা মানাতো বলে!—"

আমার দিকে চেয়ে বললেন—"ব্রহ্মচারীর চেহারাখানা দেখেছেন তো? কিরাতী কায়া, হঠযোগীর দেহ—খাঁটি ইস্পাতি গড়ন। শুনেছি আটারো বছর বয়সেই পায় পায় হিমালয় পেরিয়ে তুরিয়ানন্দের ...লাসে তিব্বতে যাচ্ছিলেন। মাইনার্ (minor) বলে কৈলাসের ...গ মা মানা করেন। না শোনার শেষ বাঘ লেলিয়ে দেন! তুমুল ...াম,—থড্ডে পড়ে' অজ্ঞান!—এসব তাঁর মুখেই শোনা।

"সেই অবস্থায় প্রত্যাদেশ পান—লাহোরে কালীবাড়ী বসবে, সেইখানেই আমার পূজা করিস্, অভীষ্ট লাভ হবে।"

"জ্ঞান হলে' দেখেন—মাথা ফেটে রক্তারক্তি, দাগটাও দাঁড়িয়েছে বেজায় 'বামালি', আবার বাঁ কানটার খানিকটে নেই! যাক্—জটা-কামে এখন সে সব সেরে নেছেন—ঢাকা পড়ে গেছে।

"দিনে কোথায় কোন্ গর্ভ-গৃহে নাকি সমাধি নিতেন—অন্তরঙ্গরাই জানতেন।

এই বলে আশুবাবুর দিকে চাইলেন।

তিন দিন পরে আমাকে বললেন—"এটা সাধুদের আস্তানা—গৃহীদের দীর্ঘ সঙ্গটা অন্তরায়। তবে—

"মনে হ'ল গেরুয়া খানা ফেলে কি কুকাজই করেছি! বড়দের হিসেবে নগণ্য হলেও—আমিও তো চারশো টাকার মতো—। যাক্, বললুম—"একটা কাজ পেলে—"

"আর বলতে হ'ল না। সাধুরা অন্তর্যামী, বললেন—"ওঃ,—ছোটো এ, বি, (a, b,) আর ওয়ান, টু, (1, 2) লিখতে পারো? আধ-ইঞ্চি হরপ ফাঁদতে পারলেই হবে!"

"আজ্ঞে তা পারি।"

"তবে আবার ভাবনাটা কি! আচ্ছা, থাকো দু' চার দিন।"

পরে উদাস ভাবে বললেন—"নীচু পরদা, আচ্ছা—যাদৃশি ভাবনা যস্য।"

বুঝলুম—আর যাঁরা আছেন তাঁরা উঁচু পরদার সাধক,—"পর-লোকের" ওপরেই লক্ষ্য!"

আশুবাবু চোখ-মুখে বিরক্তি ভাবটা ছড়িয়ে বললেন—"দেখুন হরেন বাবু—ঠাট্টা বিদ্রূপ সব কথায় ভাল নয়। যে বিষয়ের কিছুই বোঝেন না— সে-সম্বন্ধে কথা কওয়া—অনধিকার চর্চ্চা! ওরূপ মত প্রকাশ করাটা—"

"মূর্খতা,—ঠিক বলেছেন। নাঃ আর বলচি না! তাতে আবার শাস্ত্রই উটিকে বলেছেন—গুপ্ত-বিদ্যা! এখন বুঝতে পেরেছি,—অত অল্পে হাত গুটোনো ভাল হয় নি, ওতে—বুদ্ধি স্থির-প্রতিষ্ঠিত হয় না,—অধিকারও আসে না। মাপ করবেন আশুবাবু, —অজ্ঞানে ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিয়ে বসেছি। তবে আপনিও একটু ভুল করছেন—আমার এটা যে কবলুতি (confession) সে-কথাটা ভুলে যাচ্ছেন। মনে যা যা হয়েছিল সেটা বাদ দিয়ে বাইরের ব্যাপারটা বললেই সব বলা হবে কি? আমার মনটাই যে মন্দ ছিল!"

আশুবাবু উপেক্ষাচ্ছলে বললেন—"বাত্ তো ঢের শোনা গেল—রাতও হয়েছে। আমি উঠছি।"

উঠলেন না কিন্তু!

* *
*

বেলা আটটা হবে—বেড়াতে বেরুচ্চি, এমন সময় এক তক্‌মাধারী তওয়ারী এসে উপস্থিত! চেহারাতেই চমকে দিলে! কেরে বা!

দেখি—চাক্তির ওপর চেপে আছেন—"কমিশনার্স আপিস্ (Commissioners Office) ! গ্রহ একদম্ গোচরে !

পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছিলুম। পীরের প্যায়দা বললে—"ঠ্যায়রিয়ে বাবু—আপ্ নয়া আয়েঁ ?"

আর "বাবু" কেনো বাবা ! গেলুম আর কি ! বুকে রক্ত নেই—মুখে বললুম—"হাঁ"।

"চলিয়ে, কম্সনার্ সাব বোলায়ে।"

তখন আমাতে আর আমি নেই। যমে ডেকেছে,—'না' বললে—হাতকড়ি দেবে।

ভাবলুম,—কালীবাড়ীতে আর কেলেঙ্কারি কেনো,—ওঁদের গেরুয়া তো আমার জেলের গেরুয়া ঘোচাতে পারবে না। দুর্গা বলে' সঙ্গে চললুম—যেন কাঠের পুতুল ! মাথা ঘুরছে, চোখ ঝাপসা দেখছে !

"মন—বালককাল থেকে প্রয়াগ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত—পাতা উল্‌টে চললো,—ভদ্র সন্তান,—অশিক্ষিতও নই,—সদরালার ছেলে,—জমিদারের জামাই,—শেষ এই ছিল !

"এ সেই জবরদস্ত যাদবের কাজ,—মুড়কির্ মান রক্ষা ! উঁ হুঁ,—হৃদেন্দ্র বাবু কখনই নন।

"অবস্থায় পড়ে কাজটা করেছি বটে, স্বভাব এড়াতে পারিনি—মজা মনে করেই করেছিলাম, কিন্তু একদিনও তাঁকে ভুলিনি। তাঁর টাকা আমি দিতুমই—

"পা বেতালে পড়ছিল,—দু' তিনবার টক্কর খেলুম। মাকে ম

পড়ে লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল, চোখে জল বেরিয়ে এল। যাবার বেলায় মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—"হরেন, মন কষ্টের বাড়া কষ্ট নেই,—বড়-ঘরে এসে সতীনের কষ্ট বড় পেয়েছি, বুকে আর কিছু নেই,—তুমি কারুকে মনোকষ্ট দিওনা বাবা। বাপের আদর পাবে না,—তার আশা করে মনোকষ্ট পেওনা। ভগবানের কাছে সব পাবে,—তাঁর পায়েই রেখে চললুম!" দু' চোখ তাঁর ভেসে গেল।"

হরেন বাবু নিশ্বাস ফেলে—চোখ মুছলেন। একটু নীরব থেকে বললেন—"সব কথা মনে পড়ে সর্ব্বাঙ্গে আগুন লেগে গেল!—

"কি করলুম! জোচ্চোরকে ভগবান কি দেবেন। যা তার পাওনা—তাই দিতেই ত' নিয়ে যাচ্ছেন।

"বেশ তাই দিন। মনোকষ্ট পাবার তো কেউ নেই—বেদনা বোধ কেউ করবে না,—হ্যাঁ, একটু যে করবেন--বেণীঘাটের সেই লোকটি! আর মা যদি করেন!"

উঃ—বুকে কে যেন ছুরী মারলে! কেঁদে ফেললুম,—কেনো মনে করে দাওনি মা! তখন যে আমার আট বছর বয়েস।

"পড়তে পড়তে একটা কি ধরে সামলালুম। দেখি—লোহার গরাদে! না, এ যে ফটোক,—তবে ত' এসেই গেছি। আচ্ছা,—সব সত্যকথা বলবো,—মা তুমি বল দাও ;—যা হয় হোক্—তোমার আশীর্ব্বাদ বলে নেব'।

"এতক্ষণে সোজা হ'তে পারলুম। শুধু সত্য বলবার ইচ্ছাই

আমাকে শক্তি দিলে! তখন আমি—চোর নই, জোচ্চোর নই—সত্যবাদী।

"জেলে যাবার আগেই যেন মুক্তি এসে গেল!

* *
*

সাহেব ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ সেরে বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে—অবাক হয়ে চাইলেন,—যাকে বলে নিরীক্ষণ।

একে আমি ঢ্যাঙা মানুষ, তায় মুক্তি-স্পর্শে মাথা আকাশে ঠেকেছে—চাউনিও নির্ভীক। সোজা এক সেলাম পৌঁছে দিলুম! সেটা তাঁর মাথা ডিঙিয়ে গেল' বোধ হয়।

মুখে হাসি মাখিয়ে, ঠোকোর-সেলাম (nod) দিয়ে হিন্দিতে বললেন,

"বাবু টুম ইংরেজি লিখনে জান্‌টা?"

ইংরিজিতেই উত্তরটা দিলুম—"সার্ আমি ইংরিজি পড়তে লিখতে এবং ইংরিজিতে কথা কইতেও জানি।"

শুনে একটু থমকে গেলেন। তারপর—নাম, ধাম, শেষ—বাপের নাম! শ্রাদ্ধের পুরোহিতের ওটা না জানলে সুবিধা হয় না।

বললুম,—লজ্জা, বাধা দিলেও সত্য বলতে আমি বাধ্য, অমুক সব-জজের অযোগ্য পুত্র!

সাহেব বললেন—"শুনে বড় খুসি হলুম। কিন্তু তোমাকে কষ্ট দিলুম বলে দুঃখিতও হচ্ছি। আমি যে কাজের জন্যে নে

খুঁজছি—তার মাইনে চল্লিশ টাকা মাত্র। ষাট্ টাকা পর্য্যন্ত দেবার ক্ষমতা আমার আছে। আপাতকের মত তাতে যদি সম্মত হও, তোমার সত্বর যাতে ভালো হয় তার আমি চেষ্টা পাব। রাজি আছ কি?"

"লোকটা খুব রসিক তো! কয় কি! তামাশা করছে, না—মাথা খারাপ! বেটা খেলিয়ে হাজতে তুলতে চায়!"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বল্লেন,—"তুমি বুঝি স্বাস্থ্যের জন্য এসেছ? এটা খুব স্বাস্থ্যকর স্থান,—বসে থাকলে শরীর শোধরায় না—কিছু করাই ভাল। না চলে আমাকে বোলো,--মাস তিনেক পরে আশী পাবে।"

প্রহসন যে বেড়েই চলে! আবার বিলিতি-যাদব জুটলো নাকি! সামঞ্জস্য বজায় রেখে কথা কওয়াই ভালো,—"আমার নির্ব্বাচন (choice) নেই, এখানে আপনি মালিক,—আমি নির্ভর করলুম।"

শুনে ভারী খুসি হলেন। ঘরে ঢুকে বাহাল-পত্র লিখে এনে—হাতে দিয়ে বললেন,—আজ থেকেই তুমি কাজে কায়েম হলে,—ঐ আপিস্ দেখা যাচ্ছে, কাল সাড়ে দশটায় এসো। দেখো—কারুর কথায় মত পরিবর্ত্তন করো না।"

সাহেব বাংলোয় ঢুকে পড়লেন। আমি হতভম্ব মেরে গেলুম। চাপরাসী বললে—"চলিয়ে পৌঁছা দে।"

"ওঃ, এইবার ঠিকানায় নিয়ে যাবে! তা তো পৌঁছা দেবেই। বাবা।"

রাস্তায় সাহেবের অনেক গুণগান করলে। শুনলুম—দরকার হলে সব আপিসের চাপরাসীই সন্ধায়ে আর কালীবাড়ীতে আগন্তুক বাঙ্গালী ধরতে যায়। "সাহেবেরা বাঙ্গালীই চায়। আপনাদের মত ওস্তাদ-কেরাণী কোথায় মিলবে—ছুনিয়ায় নেই!" ইত্যাদি।

কালীবাড়ীর রাস্তায় পড়ে তার কথায় বিশ্বাস এল;—দুর্গা বললুম। উঃ—পাপ কি পাজি জিনিস!

চাপরাসীকে দুটি টাকা দিয়ে বিদায় দিলুম।

এখন ভাবি—হায়রে সেকাল! তখন ধরে নে'গে চাকরি দিত! বড় এ, বি, লিখতে পারলেই তিরিশ,—আধ-ইঞ্চি ছোট হরপ বেরুলেই পঞ্চাশ,—সে পঞ্চাশ এখনকার দু'শোর ওপর!

* * * * *

যাক্—হৃদেন্দ্র বাবুর টাকা পরিশোধের উপায় হ'ল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

বাসা বাঁধলুম, ঠাকুর চাকর রাখলুম। কিন্তু মাসে আশী টাকা পেয়েও ছ'মাসে আশী টাকা জমে না!

বাসা ক্রমে বারিক্ (Barrack) দাঁড়িয়ে গেল!

জটিল-ব্রহ্মচারী জটলা চালান দিয়ে, বাসাটিকে কালীবাড়ীর (Guest house) অতিথ-শালা বানিয়ে দিলেন। 'না' বলতে পারি না,—বিদেশ, বাঙ্গালী এলে যায় কোথায়!

সাধু ঠেল্ মারলে,—পরিব্রাজকে পাশ ফিরতে দেয় না। পয়সা বাঁচে না—শান্তিও পাই না। অতিষ্ঠ করে ফেল্‌লে। বাসার নাম বেরিয়ে গেল—হরেন্দ্র-মঠ।

দিন যায়,—উপায় পাই না। একশো টাকা হ'ল,—হাল্ বদলালো না। মহাপুরুষেরাই কর্ত্তা। কর্ম্মের মধ্যে আজগুবি গল্প, ক্রিয়ার মধ্যে মালপো মারা! এই কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া মিলে বাসাটি ব্যাকরণ বানিয়ে দিলে,—একদম নীরস। যিনি আসেন—থেকেই যান, আবার বাড়েনও—যেন টেক্সো!

হৃদেন্দ্র বাবুর কাছে রোজই মনে-প্রাণে ক্ষমা চাই।

আবার একটি সাধু এলেন। ভাবলুম বলি—"এখানে আর স্থান হবে না।" কিন্তু তাঁকে দেখে আর বলতে পারলুম না,—অতি শান্ত সরল মূর্ত্তি, প্রসন্ন ভাব। তিন দিন মাত্র রইলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—"একি করছেন! সত্বর পরিবার এনে ফেলুন, না হয় চাকরি ছেড়ে চলে যান।"

এত দিন পরে সাধুর পায়ের ধুলো নিলুম।

ভাবলুম—"ঠিকই তো, করছি কি! কিন্তু মুড়কির মেজাজ মচ্কাবে না—সে আসবে না।

* *

*

নির্ব্বন্ধ (অবশ্য—প্রজাপতির ত' নয়ই, ভীমরুলের হয় কি না জানি না) ঘোচাবে কে! শেষ পাটনা থেকে এক পঞ্চদশী পাঞ্জাবে আনলুম। একদম—বেদান্ত-সার!

চারশো টাকা পণে একাজ করি, এবং টাকাটা সেখান থেকেই

হ্মদেন্দ্র বাবুকে পাঠিয়ে দি। ওই দুই কারণেই উদ্বাহ,—সুতরাং বরাবরই দুর্ব্বহ!

সাধু-রোধ আর ঋণশোধটা হ'ল বটে!

সাধুর স্রোতটা আবার কালীবাড়ী-মুখো হওয়ায় জটিল ব্রহ্মচারী বিরক্ত হয়ে বললেন—"ব্রহ্মচোর্য্যটা বজায় রাখতে পারলে না,—ভালো হ'ত। মিছে তবে উত্তরাখণ্ডে মরতে এলে কেন! দেখ—এরা কেমন কাজ গোচাচ্ছে।" ইত্যাদি

বললুম—"তেমন ভাগ্য নয়,—শৌর্য্যের অভাব।"

আশুবাবুর ওপর তখন থেকেই আমার শ্রদ্ধা,—উনি কাজ না গুছিয়ে সংসার পাতেন নি। এখন--নির্ভয়, মুক্ত পুরুষ,—সেরেফ্ লীলা আস্বাদ করছেন! ওঁর কাছে কিছু শুনলে পরকালের কাজ হ'ত বিজন বাবু।

আশুবাবু কঠিন কটাক্ষে চেয়ে বললেন—"মনের ময়লা—"

—"ঠিক্ বলেছেন, গেলো আর কই! সাধুসঙ্গ সইলো না যে।"

"আর তো সব জানাই আছে,—আমি উঠি"—এই বলে আশুবাবু উঠে দাঁড়ালেন,—তার বেশি নড়লেন না।

—"হ্যাঁ, আমারো হয়েছে। বিজন বাবু অনেক পরে এসেছেন—আমাদের বকেব-বেশেই, (I mean) মুফ্‌তিতে, অর্থাৎ সাদা পোষাকেই পেয়েছেন।"

আশুবাবু রাগ মেরে mild করে বললেন—"কি পাগলের ম[illegible] বকছেন! আপনার কথার ধরণই ওই—সেটা সবাই জানেন তা[illegible]

—"তা না তো বলব কেনো ব্রাদার্ !"

"চলুন পৌঁছে দিয়ে যাই। 'বউ ঠাকরুণকে বলব'খন—হঠাৎ মাথা ঘুরে প'ড়ে দু'ঘণ্টা অজ্ঞান হয়েছিলেন। ডাক্তার বলে দিলেন, —"খুব সাবধানে রাখা চাই। গোলমাল কি উত্তেজনা সইবে না,—বিপদের সম্ভাবনা আছে। যতটা সহ্য হয়—দুধ ঘি যেন দেওয়া হয়।"—তা' হলেই সব মেঘ কেটে যাবে,—কেমন ?"

শুনে হরেন বাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"ইস্,—এ-রস আশু-বাবুর মধ্যে এতদিন নিঃশব্দে মাটি হচ্ছিল! কিন্তু—সে বড় কঠিন ঠাঁই, ওতে ফল হবেনা আশুবাবু। শুধু "সম্ভাবনায়" তাঁর মন উঠবেনা!"

আমি চুপ করেই শুনছিলুম, বললুম—"সে-কি কথা!"

হরেন বাবু বললেন—"আশ্চর্য্য হবেননা বিজন বাবু! পাটনেয়ে পার্টনার্—নাম দুলালী,—একদম্ সের্-আলির সহোদরা! বড় কড়া-পাক! প্রণয়টাও বরাবরই প্রলয়ের কাছাকাছি কিনা, তাই শব-সাধনার সূত্র ধরেই গুজারা চলছিল। একবার বাড়াবাড়ির মুখে তাড়াতাড়ি জীবন-বীমা,—অর্থাৎ (Life insecure) করে টাল্ সামলাই। সোলেনামার সর্ত্ত অবশ্য—"মোলেনামা" অর্থাৎ—আমি মলেই—পাঁচ হাজার তাঁর। তাই বলছিলুম—শুধু সম্ভাবনায় মন উঠবে না!

—"আচ্ছা আমরাই উঠি!" এই বলে—

হরেন বাবু একমুখ হাসি নিয়ে উঠে পড়লেন।

তখন আমি কি যে বলেছিলুম—মনে নেই।

জুতো পায়ে দিতে দিতে হরেন বাবু বললেন—"আপনাদের তো জানাশোনা অনেক,—মানুষের 'মা' বলে' আরম্ভ,—শেষও 'মা' বলে',—না? কেনো বলুন তো? না—আর কিছু?

চলে গেলেন,—মুখে সেই হাসি!

দিল্লীর লাড্ডু

১

দিল্লীর নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে ধোঁকায় পড়ে গেলুম। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে নিমন্ত্রণরক্ষার্থে এতো সবিনয় অনুরোধ কেনো,—পরিহাস নয় তো! নিমন্ত্রণ তো জোটেই না, আহা—এখনো এমন ভক্ত আছেন! এ ধর্ম্ম কি যাবার! জয়-জয়কার হোক্।

বন্ধু বললেন—পত্রখানা পড়েছেন কি,—গবেষণা চাই।

হ্যাঁ—তাও তো বটে, পত্রখানা দলিলের মত দীর্ঘ কেনো বল তা,—সবটা পড়িনি। গবেষণা বস্তুটা কি!

আওয়াজটা তো বেলেডোনা, গোরোচনার মত; ওষুধ-ই হবে!

কারুর অসুখ-বিসুখ নাকি ! হুঁঃ, আর কি সে ব্রাহ্মণ আছিরে বাবা। আধ-পেটা আহারে মুষ্টিযোগও ভুলিয়ে দেছে। যাক্— কঠিন কিছু নাকি ?

কঠিন বই কি। বিদেশ বিভুঁই, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে—চিন্তায় পড়ে গেছেন বোধ হয়।

আহা, বিশ্বনাথ মঙ্গল করুন,—সব বালাই দূর হয়ে যাবে। ভালো লোক,—ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে,—কোনো চিন্তা নেই,—তা দেখে নেবেন।

এই সময় প্রফেসার ভট্টাচার্য্য, সঙ্গে হরিশদা, এসে উপস্থিত হলেন।

এসেই বললেন,—দিল্লী যাচ্ছেন তো,—নিমন্ত্রণ পেয়েই থাকবেন ? ঘটার আয়োজন,— যেতেই হবে। না গেলে তাঁরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হবেন।

তা তো বুঝতেই পারচি, যেরূপ ভক্তি—বেছে বেছে সদ্‌ব্রাহ্মণদেরই বলেছেন দেখচি।. যদি গোণা-গুণতি বলে থাকেন—তা হলে তো যেতেই হয়,—ব্রতের ব্রাহ্মণ। কিন্তু ওই গবেষণাটা—ওটা কি ; ও ফ্যাঁসাদ ঢুকলো কেনো ? আপনি ভট্টাচার্য্য, তায় প্রফেসার— খুলে বলুন তো।

ওটা সেই সেমেটিক্ যুগের কথা, বহু প্রাচীন,—হার্জগভেনিয়ায় গিয়ে গবেষণা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। ওর অর্থ,—একটা কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো—কিছু বার করবার তরে। সোজা কথায়— গরু-খোঁজা।

ওঃ,—তা তো আট বচর বয়স থেকেই করে আসছি। বাপ্‌;

প্রকাণ্ড এক-কাঁদি কাবলে-কলা হয়েছিল। রং ধরতেই কাঁদিটে কেটে এনে বাবা একটা ঘরে চাবি বন্ধ করলেন। বললেন—"ভালো করে পাকুক, নারায়ণকে দিয়ে, তারপর খাওয়া।"

তাকি মানুষে পারে মশাই! কিন্তু সব বন্ধ, চাবি বাবার কাছে। অজান্তেই গবেষণা সুরু হয়ে গেলো। অনেক চিন্তার পর—ছুরির পাতলা ফলাটা দিয়ে জানলার খিলটা খুললুম। মাল কিন্তু নাগালের বাইরে! ফের্—গবেষণা! মাথা খুলে গেল,—বাঁকারির শাঁড়াসী বানিয়ে ফেললুম। এক একটি পাকড়াই, এক পাক্ ঘোরাই—তার পর বুঝতেই পারছেন। তিনটি দিনের গবেষণায়—দুদিনে ২৭ ছড়া কলা সাফ্!

অবশ্য মাথা ঘামিয়ে বার্ করতে হয়েছিল। কিন্তু গবেষণার শেষটা তো তেমন মধুর নয়, মশাই,—নারায়ণের হাতে বেঁচে গেলেও বাবার হাতে বাঁচোয়া ছিল না। মা-ই রক্ষা করলেন,—বললেন—"ও যা গিলেছে তাইতেই বাঁচলে হয়।"

বাবা বললেন—"খুব বাঁচবে—বেটার-ছেলে অমর হবে, সেইটেই তো আমার ভাবনা,—হনুমান মরতে দেখেছো কি!"

তারপর তো মশাই গবেষণাতেই জীবনটা কেটেছে। মাথা ঘামানো কি বলছেন, সংসারের আর আপিসের এক একটা চিন্তায় কাল্-ঘাম ছুটেছে। বড়-বাবুদের বাঁচিয়ে চলা আচার্য্য বসুরও কর্ম্ম নয় মশাই।—আমি বলি আর কিছু [illegible]ব।"

ভট্টচার্য্য মশাই বললেন—"গবেষণাটা ঠিক্ ও লাইনের চিন্তা

নয়,—একটু তফাৎ আছে। চিন্তাটা এমন হওয়া চাই যার ফল—জগৎকে নূতন কিছু দেয়।”

বললুম—“অর্থাৎ—ফলে কিছু দিক্ না দিক্—আপাতক কিঞ্চিৎ কষ্ট দেয়। তাতে আমি নেই মশাই। কষ্ট দিতে যাওয়া কেনো?—

“দিল্লীর ওপর আমার শ্রদ্ধা অসীম। বোধ হয়—“রাধাকেষ্ট” শোনবার আগেই “দিল্লী লাড্ডু” কানে পৌঁছেছিল। দিল্লীই ভারতকে মহাভারত দিয়েছে। কুরুক্ষেত্রের সূত্র ওইখানেই পাকানো হয়েছিল। অমন জায়গা কি আছে! স্বয়ং ভগবান দাঁড়িয়ে থেকে মহানির্ব্বাণের ব্যবস্থা করে দেন,—আজো বেইমানী করেন না। যারা রয়ে গেলো তারা ভিখারী—ভিখিরী আবার রাজ্য করবে কি! তাদের তরে মহাপ্রস্থানের পথ খুলে দিলেন;—আজো খোলাই আছে,—কেউ বোঝে না। সোজা চলে যাও!

“সহজ-মুক্তির এমন স্থান আর ছিলনা। শ্রীকৃষ্ণের পর গুরুভক্তির জের্ চালাতে এক-এক মহাপুরুষ আসতেন, আর পরিষ্কার করে দিয়ে যেতেন। আবার নূতন দিল্লী গজিয়েছে,—এটি সহর হলেও —নূতন পঞ্জিকা। এখন সে-কালও নেই, তেমন জবর শিষ্যের শুভাগমনও আর শোনা যায়না।—

যাক্, ধর্ম্মক্ষেত্রটা এইখান থেকেই সুরু। যান্—আপনারাই যান্। ঘাম ছোটাবার মতো একটা কিছু বাগাতে পারি তো,—আর, বেলা থাকে তো,—better luck next.

প্রফেসার ভট্টাচার্য্য বললেন,—“আপনি অত ভাব্‌চেন কেনো? —দিল্লী সম্বন্ধে কিছু বললেই হবে।”

হরিশ-দা উত্তেজিত-কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—"তবে আর কি, সে অভিজ্ঞতা তো বিলক্ষণই আছে।"

পূর্ব্ব-স্মৃতি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বার করলে। বল্‌লুম—"আচ্ছা বেশ, সেই চেষ্টাই পাবো।"

ভট্‌চায্যি মশাই হিষ্ট্রিতে এম-এ, তিনি বল্‌লেন—"তবে কি জানেন, দিল্লীর সকল মিষ্ট্রীই হিষ্ট্রিতে যাচাই করে লিপিবদ্ধ হয়েছে, একটু তফাৎ হলেই ঝপাৎ করে প্রতিবাদ এসে পড়বে,—সত্যের ওপর ওর ভিত্তি কি না। এই বুঝুন না কেনো—হস্তিনাপুরের ছোঁয়াচ্ থাকায় স্বয়ং এল্‌ফিন্‌ষ্টোনকে হাত লাগাতে হ'ল। আমার কাছে সব নেই,—খান্ সাতাশেক আছে, পাঠিয়ে দেবো'খন, একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন। অমন সাচ্চা শাস্ত্র আর নেই।" ইত্যাদি—

বল্‌লুম—"আপনি দেখে দিলেই হবে,—ও-সব সাচ্চা জিনিস রাস্তায় বার করবেন না।"

তিনি চলে গেলেন, কিন্তু খুব খুসী হয়ে নয়। হরিশ-দা বল্‌লেন—"ওঁর ধারণা হিষ্টোরিকেল্ বিষয়ে হাত দেওয়াটা অসম-সাহসিকতা।"

তিনিও উঠ্‌লেন, আমি শ্রীদুর্গা ফাঁদলুম।

২

কথাটা অনেক দিনের, বোধ করি ১৮৭৪।৭৫ ঘেঁশে। আমাদের বর্ত্তমান রাজার বাবা তখন প্রিন্স-অব্-ওয়েল্‌স্, তিনি ভারত-ভ্রমণে এলেন। রাজা হবার আগে খাস-তালুকের আভাস আর সুবাস নেওয়াই রীতি। তখন রাজধানীটা কলকেতায় হলেও দরবারটা দিল্লীতেই বসতো।

"সুলভ-সমাচার" খবর দেয়—'দিল্লী-দরবার—ভারী ধুম, রাজারা চারদিক থেকে সুড়-সুড় করে এসে পড়ছে ;—সোনার গাড়ী, রূপোর চাকা, মুক্তোর ঝালোর!—কারুর কাশ্মীরি-শালের তাঁবু, কারুর মখমলের উপর সাঁচ্চা জরির কাজ। রাজারা যেন মণি-মাণিক্যে মোড়া—শচীর বে'র সিঁদূর-চুপ্‌ড়ি। পৃথিবীর কুত্রাপি এ বৈভব সম্ভব নয় ; এক-একজনের তাজ দেখে যুবরাজ খুস্ হয়ে যাবেন।' ইত্যাদি—

ভাবলুম—"উঃ, ভারতে এত রাজাও ছিল!—তবে কে বলে ইংরেজের দেশ!"

মতি-মাষ্টার বল্‌লে—"ভুল্ ভুল্, সাধে হিষ্ট্রী ছুঁই না,—সব ডাহা মিথ্যে কথা। প্রমোশন্ না দিলে তো বয়েই গেলো,—দিন কাট্‌ছে না!"

মতি-মাষ্টার ছিল আমার,—শুধু আমারি বা কেনো বলি,—

দেশের অর্দ্ধেক লোকের সহপাঠী,—আমার খুড়ো মশায়েরো। ক্রমের দ্বারাতে করে থিতিয়ে জিরিয়ে এসে থার্ড ক্লাসে আজ সাত বচর জমি নিয়েছে। এখন বয়স বাইশ হবে। তার পাল্লায় পড়ে আমারো চার বচর চল্‌ছে। সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়—আমাদেরও হয়েছিল।

কিন্তু দেশটা কারুর ভালো দেখ্‌তে পারে না,—তাদের সইলো না। তাড়াতাড়ি সব বিশ বচরে বিয়ে পাস করে মাষ্টার হতে এলো,—বলে বুড়ো বুড়ো ছেলেদের পড়াতে লজ্জা করে। আবার দেশের লোকেরা এমন সব অভিমন্যু ছাড়লেন, যারা আট-কড়ায়ের কুলো পিটতে যাবে, না তড়াক তড়াক করে বারো বচরেই থার্ড ক্লাসে এসে চেপে বস্‌লো—বড়দের দেখে ভয়-ডর নেই, শ্রদ্ধা-সম্মান করা নেই। ভালো—না হয় চুপচাপ থাক্, তাও নয়। মাষ্টার কিছু জিজ্ঞাসা করলে—আমরা চুপ করে থাকি,—তারা চট্ উত্তর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যায়, একবার ভেবেও দেখে না—চুপ করে থাকি কেনো! তাড়াবার এই সব ফন্দি দেখে—তামাক খেতে খেতে বন্ধুকে বল্লুম—দেশটা এইবার ডুব্‌লো, আর ভালাই নেই, চুলোয় যাক্, বসে বসে এসব আর চখে দেখি কেনো!

মতি শোষ-টান মেরে বল্‌লে—আমিও তাই ভাবছিলুম,—বাপ-পিতামোর নামের জন্যই ভাবনা,—দেশ যখন বুঝলে না, মারো গোলি,—গা-ঢাকা দেওয়া যাক্,—মজাটা দেখুক, গেলে তখন বুঝবেন। আমাদের কি,—বিদেশে চণ্ডীর কৃপা তো আছেই রে।

মতির দোষ ছিল না। সে ছিল কোকিলকণ্ঠ, আবার সব

যন্ত্রেই সমান লায়েক। আমাকে বাঁয়া-তবলা শেখাচ্ছিলো। পড়বার তার সময় কোথায়! এখন হ'লে দেশ আর্টিষ্ট বলে আদর ক'রে নিত!

দুজনে যাই-যাই কর্‌ছি, এমন সময় মতির ডাক পড়লো মিরেটে। তার দাদা সেখানে কাজ করতেন, তাঁকে দিল্লী-দরবারে যেতে হবে, মতি সংসার আগলাবে।

আমি ভুগছিলুম ম্যালেরিয়ায়। মিরেট স্বাস্থ্যকর স্থান, চট্ পারমিসন্ পেয়ে গেলুম। বন্ধু-বিচ্ছেদের বিপদ কেটে গেল। আমার ম্যালেরিয়া, মতির পিলে, প্লাস্ আড়াই সের ফজহুরী বালাখানার তামাক, হুঁকো-কল্কে আর ক্লারিওনেট্ নিয়ে শ্রীদুর্গা বলা গেল। অভিশপ্ত-গ্রাম এক দিনেই দু'-দুটি রত্ন হারালে। "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে,"—দেখুক মজা!

*　　*　　*　　*

ট্রেণ ছাড়লো—ক্লারিওনেট্‌ও আওয়াজ ছাড়লে। গার্ড পর্য্যন্ত থার্ড ক্লাসে এসে ঢুকলো। ষ্টেসনে গাড়ী থামলেই লোকারণ্য—খাতির কি! বর্দ্ধমানে গান ছাড়তেই—মিহিদানা আর সীতাভোগ! বন্ধু বল্লে—দেখচিস্ বিদেশে চণ্ডীর কৃপা,—শাস্ত্রের কথা রে।

মিরেটে—পৌঁছনো গেলো। মতির দাদা মুরলী-বাবু আমাদের ওপর সংসারের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে, দুধ মালাই আর মাংসের বরাদ্দ করে দিয়ে দিল্লী গেলেন।

মিরেটের জল ছিল কি!—যেন তিলভাণ্ডেশ্বরের চরণামৃত—খেলেই খিদে। ভোজনের ওজন দিন দিন বাড়তেই লাগলো।

আহার করে উঠ্‌তুম—যেন কীচকবধ করে উঠ্‌লুম—হাড়ের পাহাড় জমে যেত। পিলে দেবে গেল, ম্যালেরিয়া মনেই পড়ে না।

মুরলী-বাবু ফিরে এসে দেখ্‌লেন—আমরা দেড়া দাঁড়িয়ে গেছি, —ভারী খুসী হলেন, দিল্লীর পেস্তার বরফি খাওয়ালেন। তারপর শুনলেন—মিরেট মানুষ হয়ে পড়েছে, মতির কণ্ঠ-কুজনে সর্ব্বজন শতমুখ। থিয়েটার জমে গেছে—রাম-বনবাসের ড্রেশ-রিহার্সেল্ হয়ে গেছে। দশরথ দু'ঘণ্টা এমন মড়াকান্না কাঁদে—দশজনে হাতে-পায়ে ধরে থামাতে পারে না। কনসার্ট কম্‌প্লিট্।

বউদির কাছে মতি-মাষ্টারের গলার খবর পেয়ে, তিনি বলেছেন —লেখা-পড়া কি চিরকাল করবে, যখন অমন গলা, ও তবে দিল্লী গিয়ে গান শিখুক। সেখানকার সেন-মশাই মহৎ লোক—তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন,—ওখানকার প্রধান ওস্তাদ কামাল মিঁয়া তাঁর ভারী অনুগত। তাঁর কাছে তালিম পেলে মতির একটা গতি হবে।

আমরা মিরেট মজিয়ে দিল্লী যাত্রার জন্যে তয়ের হতে লাগলুম। দেখি মতি-মাষ্টার বিছানার বাণ্ডিলের মধ্যে দাদার পরিত্যক্ত দু'জোড়া মহিষ-শাবক সদৃশ অ্যামিনিউসন্-বুট ঢোকাচ্চে।

বল্‌লুম—"ও গাধার বোঝা কি হবে?"

বন্ধু বল্‌লেন—"বাবা, থার্ড ক্লাসে সাত বচর কি ঘাস কাটছিলুম, রইলিনি তো—থাকলে ফায়দা বুঝতিস্। হিষ্ট্রিটে পাকা হয়ে যেতো। ঐ দিল্লী থেকেই তো চামড়ার টাকা চালিয়েছিলো রে। আহা—কি সব জবর লোকই বাদশা হয়েছিলেন! যাকে লোক

বাইরে ফেলে রাখে—তাকে দৌলতখানায় লোহার সিন্দুকে তুলিয়েছিলেন। একে বলে বাদশা,—হুকুমটি কেমন! একবার চললে তার কি ছিট্ মরে; ত্যাখনা—ঢেবুয়া-পয়সা চার-কোণা হলেও আজো গড়গড় করে চল্‌ছে। চামড়ার টাকার মেটিরিয়েল্ তো এই-ই,—দিল্লীর মত যায়গায় রেস্ত সঙ্গে থাকা দরকার রে।"

ভাবলুম, হবে—সাত সাত বচর থার্ড ক্লাসে পড়েছে—জানে ভালো। আহা ছেঁড়া এক-ডাঁই চটি দেশেই পড়ে রইলো, আগে কি ছাই জানতুম! অদেষ্ট!

৩

একদা শুভ রবিবারে দিল্লী রওনা হওয়া গেল! গুড়্‌কে আর গজলে গাজিয়াবাদ পেরিয়ে—দিল্লী পৌঁছে গেলুম। সেন মহাশয়ের লোক ষ্টেসনে অপেক্ষা করছিলেন,—চট্ বাড়ী এনে ফেললেন।

সে কি আদর যত্ন! এ তো আর লেখাপড়া শিখতে যাই নি যে —"পড়তে এসেছে"। যাওয়া হয়েছে—গীত-বাদ্য-চর্চ্চার্থে। তখন বাংলা দেশের ক'জনের এত বড় বুকের পাটা ছিল! একটু গুণ্‌গুণ্ করলে বাপেই খুন করে ফেলতো। কেবল একটি রাত সাতখুন মাপ ছিলো—সবাই সাধাসাধি করতো,—ঐটি ছিল আমাদের নবান্নোর দিন, ঐ বের রাতটি। তা ভাগ্যে বে লিখলে তো! যাক্—

সেন মশা'র কি বন্দোবস্ত—মায় আরসি-চিরুণী-ব্রস!

বৈকালে আমাদের নিয়ে গাড়ী করে দিল্লী দেখাতে বেরুলেন।

দিল্লী বটে, পানের দোকানই পাঁচ হাজার,—মেওয়ার ক্ষেত, মিষ্টান্নের রূপুলি মোড়া মৈনাক,—আতর গোলাপের গন্ধে মগজ ভরে গেল। যমুনার নমুনা দেখে মনে হল,—হাঁ, কেষ্টর কোনো দোষ নেই—না শ্রীমতীর! এর টান কি! এতে লোক প্রাণ দেবে বই কি। সে এখনকার জামড়োপড়া যমুনা ছিল না।

সেদিন ঐ পর্য্যন্ত সেরে কামাল-মিয়াঁ আর বন্ধু-বান্ধবদের সন্ধ্যের পর আসতে অনুরোধ করে—সেন মশাই ফিরলেন।

এসে পর্য্যন্ত ফল-যোগ, জল-যোগ, অন্ন-যোগ চলছিল; এইবার হালুয়া-যোগ সিঙ্গাড়া-যোগ সারা হ'ল।

মতি মাষ্টার চুল ফেরাতে ফেরাতে বল্লে—"দেখছিস্ তো—একে বলে বিদেশে চণ্ডীর কৃপা! ঋষিদের কথা মিছে হবার যো নেই রে! নে চুল ফিরিয়ে নে, মজলিস্ আছে।

আরসি চিরুণী সাম্নে থাকায়, এসে পর্য্যন্ত বার-তিরিশেক চুল আঁচড়ান গেছে। ম্যালেরিয়ার মাথা—অত রগড় সইবে কি করে—টাটিয়ে উঠেছে। এতো আর আমাদের দাড়াভাঙ্গা ফোক্লা চিরুণী নয় যে মাথায় ঘশেপিটে চুলগুলো চৌরোশ করে নেওয়া,—এ যে রজর-মেকার চিরুণী রে বাবা!

বড় বৈঠকখানায় মজলিস্। জুড়ি করে বড় বড় রহিস লোক এসেছেন, সবি হিন্দুস্থানী। কারুর গলায় সোনার-হার, কারুর কানে হীরে-বসানো মাকড়ি, ঘড়ি-ঘড়ির চেন, চামেলি-চোয়ানো বাবরি চুল। তাদের কাছে বিদ্যেসুন্দরের 'সুন্দর' ম্যাড়-ম্যাড় করে! জন পাঁচেক মুসলমান—এক একটি যেন আতর-দান,

গোলাপ-দান এলেন। সকলেই ডাক্তার সেন মহাশয়কে বিশেষ খাতির করেন। আদবকায়দা কি! কথাবার্ত্তায় বিনয় যেন ঝরে পড়ছে। শেষে প্রধান ওস্তাদ কামাল-মিয়াঁ—সহ সারেঙ্গিদার আর তবল্‌চি এলেন। বয়স ষাটের কানায় কানায়, গুটি পাঁচ-সাত দাঁত আছে, শ্যামবর্ণ, কৃশ। চুল-দাড়ি-গোঁপ—জাফ্‌রাণী রং করা। মুখখানাই দেখবার জিনিস,—রেখাগণিত বললে হয়। সুর্‌মা-পেড়ে কোটর-চোখ।

আইয়ে, আইয়ে শব্দ পড়ে গেল।

সেন মশাই আমাদের আদব-কায়দা শিখিয়ে রেখেছিলেন। ডাক পড়লে আমরা গিয়ে সকলকে সেলাম করে, ওস্তাদজীর হাঁটু দু'হাতে স্পর্শ করে মাথায় ঠেকালুম। তিনি বসতে বললে বসলুম।

সেন মশাই আমাদের পরিচয়টা দিয়ে দিল্লী আসার উদ্দেশ্যটা বল্‌লেন।

কামাল-মিয়াঁ আমাদের দিকে খট্টাসের কটাক্ষে চেয়ে, অবাক্ হয়ে বল্‌লেন—"আঁ—বাঙ্গালী গাওয়াইয়ে হোনে মাংতে,—গজব কিয়া! যমনাকে উস্‌পার তো আউরতাবাদ্ হয়,—উও ক্যায়সে সুর উঠায়েঙ্গে!"

বার-কয়েক মাথা নেড়ে বল্‌লেন—"ভালা কুছ শুনাও তো বেটি!"

অনেকে হেসে উঠলেন, দু'তিনজনের মুখে বিরক্তি আর লজ্জার ভাব ফুটলো।

ভাবলুম—কে এ দাম্ভিক! এত বড় রস-বিদ্যাটা এ লৌহ কারাগারে কি করে দিন কাটাচ্ছে!

মতি আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বললে– "মস্ত ওস্তাদ রে, ওরা কি সহজে ধরা দেয়,—সবুরের মেওয়া।"

মনে মনে ভাবলুম,—মেওয়া যদি হন তো—আক্‌রোট।

মতি তানপুরোটা তাঁকে এগিয়ে দিলে। তিনি বল্‌লেন— "তুম্‌-হি সুর মিলাও,—তোমারা খেল্‌ দেখে।"

মতি তানপুরা বেঁধে ছাড়তেই বল্‌লেন—"বেসুরা!" আবার বাঁধলে—ফের "বেসুরা!" তৃতীয় বারেও ঐ এক কথা।"

তখন সেন মশাই বল্‌লেন—"ও আপনার সাকরেদ হতে এসেছে, আপনিই মেহেরবাণী করুন না।"

তখন বল্‌লেন—"আচ্ছা আচ্ছা—ওহি চালাও,—খেল্‌-তো হ্যয়!"

সকলেই বিরক্ত হচ্ছিলেন। মতির মুখ লাল হয়ে গেছে। সে বল্‌লে—"আপনি সুরটা ঠিক করে দিলে আমি গাইবো—বেসুরে গাইবো কি?"

"তুম কেয়া গাওগি বিটিয়া,—গলাঠো শুনা দেও।"

মতিকে বললুম—"ঠিক আছে, তুই গানা!"

মতি বল্‌লে—"আমি বাংলা গান গাইব।"

"ক্যা হরজ হ্যয়,—সুরসে মতলব!"

মতি একটা ইমন ধরলে।

মতির গলা ছিল যেমন চড়া, তেমনি মধুর। শঙ্কা-সঙ্কোচ তার ...নদিনই ছিল না, তার উপর আজ চটেছে। প্রাণ খুলে ...লে।

আকাশ বাতাস স্থির, রাস্তায় লোক জড় হয়ে গেল। সেন মহাশয়কে সকলেই চেনেন, যাঁরা সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—গাড়ি থামিয়ে ঘরে এসে ঢুকতে লাগলেন। কেবল কামাল-মিয়াঁর মুখ নানা বিকৃতি আঁক্তে লাগলো। তিনি বার তিনেক "বাস্ করো" বলেছিলেন, কিন্তু নবাগতদের অনুরোধে গানটা আধ-ঘণ্টা চললো।

শেষ হলে—বাহবা বাহবা পড়ে গেল, তারিফের তরঙ্গ উঠলো।

কামাল-মিয়াঁ বহু কষ্টে চোখের কোণে হাসি টেনে বললেন—"আব্ দেহেলিমে কুছ রহা নেহি, বাদ্সাহৎকে সাথ সব ডুব গেয়া, না গাওয়াইয়া, না সমঝদার,—তোবা !"

তবলচি ঘাড় নেড়ে তাঁকে সমর্থন করলে।

সেদিন তিনি আর হাঁ করলেন না। কি জানি কেন কেউ শুনতেও চাইলেন না। সকলে সেলাম দিয়ে উঠে গেলেন।

তখন মতিকে তিনি বল্লেন—"আগর শিখনে চাহো তো উও সব ভুল্ যাও, পহলে 'মু' বানানে শিখো, অর্থাৎ মুখ-ভঙ্গি অভ্যাস করো। 'সা' কে মু এক হায়, 'রে' কে মু আওব হায়, তব্ না স্বর জিন্দা হোগা। এই বলে—সাত রকমের মুখ ভঙ্গি দেখালেন।

ভাবলুম—বাংলা দেশ এ রসে চিরবঞ্চিতই থাকবে—থাকাই বাঞ্ছনীয়। গান আমাদের ভাগ্যে নেই।

৪

রাত্রে মাংস লুচি চল্‌লেও, মনটা দুজনেরি দমে গেল। সেন মশাই আমাদের উৎসাহই দিলেন। বললেন—"কাল তিনি সুরেলা-গলা বানাবার নুক্‌সা বাৎলে দেবেন, সেটা নিয়মিত খেতে হবে। আর দিনকতক ফার্সি পড়াও চাই,—বলেছেন—"তলফফুজ্ দুরস্ত হোনা চাহিয়ে।"—মৌলবি সাহেব ছেলেদের পড়াতে আসেন, সহজেই হয়ে যাবে।

মতি-মাষ্টারকে বল্‌লুম—"দিল্লী দেখে সরে পড়ি চল্।"

সে বললে—"কামাল-মিয়াঁর গানটাই আগে শোনা যাক—অত বড় ওস্তাদ—কিছু মেরে নিতে হবে।"

দিল্লীতে তখন ৪।৫টি মাত্র বাঙ্গালী থাকতেন। সকালে তারিণীবাবু এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রলেন—বললেন—অমন গলাটি মাটি করবেন না, কামাল-মিয়াঁর পাল্লায় পড়লে পয়মাল ক'রে দেবে। ও বড়-ওস্তাদ বটে, কিন্তু গাইলে গরু-বাছুর দড়ি ছিঁড়ে পাড়া ছেড়ে পালায়। কচি ছেলেরা ওর মুখভঙ্গী দেখে ককিয়ে ওঠে।

মতি হেসে বললে—গলা তো আমার নিজের, ওঁর কাছে কিছু আদায় ক'রে নিতে চাই।

কিছু খেয়ে আমরা বেড়াতে বেরুলুম। খানিকটে ঘোরার পর পয়সা দিয়ে এক বাক্সো দেশালাই নিলুম। একজন এসে

অভিবাদন ক'রে—গোলাম কো দিজিয়ে ব'লে—বাক্সটি হাতে ক'রে নিলে। বল্লে—"ও কাজ আপনাদের নয়। তক্লীফ ক'বে দিল্লী দেখ্তে এসেছেন, এ মেহেরবাণী যদি গোলামেরা না বোঝে তো তাদের জঙ্গলে থাকাই উচিত ছিল—দিল্লীতে তারা রয়েছে কেন! আর ক'দিনই-বা আছি, দিল্লীর ইজ্জৎ যেন রেখে যেতে পারি। এতে টাকা-পয়সার কোনো কথা নেই, কবরে গিয়ে বাহাদুর শার কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে! বাংলা দেশ থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, আর তাঁদের মজুরের কাজ করতে দেখ্বে এই গোলাম! চলুন হুজুর—পৌঁছে দিয়ে আসি। ভগবান আমাদের মেরেছেন, —আজ বাদশা থাকলে—আপনাদের জাইগির দিলে তবে তাঁর দিল্ ঠাণ্ডা হ'ত। আমরা এটুকুও কোরব না। আর আছে কি—কি দেখতে এলেন"! এই বলে লম্বা এক নিশ্বাস ছাড়লে।

আমরা কথাটি কইতে পারলুম না, সত্যই একটা বেদনা বোধ করলুম।

চারটি গণ্ডা খুস করে খসে গেল, কোথাও আটকালো না!

হপ্তাখানেক কাটলো, ইতিমধ্যে সেন মশাই কোথা থেকে ফার্সি বিদ্যেসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' এনে হাজির করে দিলেন। মৌলবী সাহেবের কাছে অক্ষর পরিচয় করতে গিয়ে ফ্যাসাদ হল। সোয়াদ্ জোয়াদ্—এসব কি রে বাবা! শেষে ঠেকলো গিয়ে "দো চশ মি-হে" তে। মতি তার চেহারা দেখেই হেসে উঠলো, বলে—ঘোড়া-ফড়িং আবার কেতাবে ঢুকলো কবে! মৌলবি চটে গেলেন, বললেন,—"তোমসে হোগা নেহি।" হোয়ে কাজই বা কি—বাঁচলুম।

কবলুতি

কুতব-মিনার দেখা হল। মতি বললে—রাজা-রাজড়ার-কাণ্ড, টাকার টানাটানি কাকে বলে তা তো জানতেন না। আকাশ-পিদ্দিম দেবার এক আশ্‌মানী দেরকো বানিয়েছিলেন। রোজ এক-হাজার আটটি প্রদীপ জ্বলতো—ফুলেল তেলে, রেশমের সল্‌তে।

মতি হিষ্ট্রীতে পাকা,—মেনে নিতে হল।

রবিবার আবার মজলিস। যাঁরা এলেন সকলেই মতির গান শুনতে চান। কিন্তু কামাল-মিয়াঁর নিষেধ ছিল। তিনি আজ ইমন কাকে বলে তা শোনাবেন—অর্থাৎ বাত্‌লাবেন। খবরটা পেয়ে ভিড় কিছু পাতলা হ'ল। আধঘণ্টা সেতারের তার টানাটানি করে সুতার করে নেওয়া হল। সারেঙ্গী চোল্‌লো। মিয়াঁ মতির দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন—আব্‌ গওর্‌ করকে শুনো।

তারিণী বাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন—"আজ আর রক্ষে নেই—কাছ থেকে হটে বসুন।"

মিয়াঁসাহেব মুখব্যাদান-পুনঃসর "আ" শব্দ করেন আর গলা সাফ করেন। ক্রমে ওগালদান্‌ কানে-কান! যাক্‌—ইমন আরম্ভ হল। আমরা হাঁ করে তাঁর মুখ তাকিয়ে রইলুম। গানের সঙ্গে সঙ্গে মতিকে নানা ইঙ্গিত করে যেতে লাগলেন—ইয়ে ঘর্‌ হুয়া, ইয়ে জাত্‌ হুয়া, ইয়ে কওম্‌ হুয়া, ইয়ে লয়্‌ হুয়া, ইত্যাদি।

হাঁ—ওস্তাদি গান বটে, বাস্তবিকই কলা-বিদ্যে! সকলে স্তব্ধ ...য় শুনতে লাগলুম,—যেন কখন কি হয় এমনি একটা অবস্থা ...স গেল!

তারিণীবাবু লোকটি বোধ হয় তেমন রসজ্ঞ নন—খুব কোমল পরদায় আর ঠায়ে এক একটি কথা ছাড়তে লাগলেন,—"লোককে ভূতে পায়, ইমনকে আজ শমনে পেয়েছে—এইখানে দফন্ (গোরস্থ) করে উঠবে।" একটু পরে—"সেন মশাই ডাক্তার মানুষ কিনা—রোগ এড়িয়ে বেশ ফাঁকে ফাঁকে বেড়াচ্চেন, পেট ফোলে ত পেশেণ্টদেরই ফুলুক, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখবেন কাল!" খানিকপরে "উঃ, সেই বিশাখদত্তর সময় থেকে এই মুদ্রারাক্ষসটি জন্ম নিয়ে আজো জ্বালাচ্ছেন!" ইত্যাদি—

আর পারা গেল না, বাইরে গিয়ে সাম্‌লে আস্‌তে হ'ল। তারিণী বাবু দিল্লীর লোক, আমরা নূতন এসেছি, তাঁকে কিছু বল্‌তে পারি না।

এসে বল্‌লুম—"মাপ করুন, একটু শুন্‌তে দিন্।"

তিনি বল্‌লেন—"শুধু শুন্‌লে ত হবে না মশাই, একটু দেখবেন-ও। আমাদের বাংলা দেশে জমি-জরাৎ ঘর-বাড়ী আছে। দোহাই আপনাদের—আবার যেন যেতে পারি, শিখে গিয়ে ফের্‌বার পথ মার্‌বেন না। একখানা আয়না সাম্‌নে রেখে অভ্যাস—

এক সঙ্গে কতকগুলো শব্দে শিউরে দিলে। কতকগুলি লোক উঠে পড়েছেন—ব্যাপার কি!

কামাল-মিয়াঁর বাঁ দিকে—ছেলেদের একটা গ্লোব্ রাখা ছিল। সেন মশা'র কুকুরটি তার নীচে চুপ চাপ চোখ বুজে শুয়েছিল। জীবটি অতি নিরীহ, তেমনই ভদ্র, তার কাছে চেনা-অচেনা সবাই সমান—ভেদজ্ঞান একদম নেই। বৈঠকখানাতেই পড়ে থাকে—

জিনিসপত্র প্রায়ই সরে যায়, টুঁ-শব্দ করে না। তাই সেন মশাই তার নাম রেখেছিলেন—তাকিয়া। দেখি—তাকিয়া কেঁউ কেঁউ ডাকিয়া এক লম্ফে তিনজনকে টপ্‌কিয়া তীর বেগে বেরিয়ে গেল!

মজলিস্ মাটি হয় দেখে সেন মশাই দ্রুত এগিয়ে এসে বলছেন—ক্যা হুয়া, উও কুছ নেই, কোই তকল্লুফ্‌কে বাত নেই, আপ্ চলনে দিজিয়ে।

চল্‌বে আর কি দিয়ে, উদিকে মতির তিন-পুরুষে তানপুরোর দিন পুরো হয়ে গেছে—নল্‌চেটি বা মেরুদণ্ডটি মাটি নিয়েছে, খোল চুরমার, ব্রহ্মাণ্ডও (globe) রসাতল, কামালকে নিয়ে সামাল-সামাল!

কামাল-মিয়াঁ সুর পেয়ারা লোক, ইমন বেজায় জমে ওঠায় মেতে উঠেছিলেন। সমের ঘরের তালটায় সময় তানপুরা উঁচুতে তুলে সজোরে নীচু করতে গিয়ে গ্লোবের উপর, এবং গ্লোব্ তাকিয়ার উপর পড়ে—দুই-ই চুরমার!—

তারিণী বাবু আমাকে বললেন—"এখন বলুন—ওস্তাদি-গান শোন্‌বার জিনিস, কি দেখবার জিনিস। ওর আগাগোড়াই দেখবার। মতি বাবু ঠিক ওই জায়গা ঘেঁশে বস্‌তে গিছলেন, ওঁকে ভগবান রক্ষে করেছেন! তবে তানপুরোর রক্ষে ছিলনা—সে খাস্ শমনের হাতে পড়েছিল। বলছিলেন—পিতৃপুরুষের জিনিস,—আহা—গয়ার কানাইলাল ঢেঁড়ির হাতে গেলে, তাঁরা তৃপ্ত হতেন। তা—এও মহাশ্মশান—দেড়কোটী কবর আছে। ভূতও বিস্তর। ওই সব গান আছে বলেই রক্ষে!"

অবাক্ মেরে গিছলুম,—আমি আর কি বলবো, নূতন এসেছি।

মতি বললে—"নাঃ, ওস্তাদ বটে, গলা মিষ্ট নয়, চীৎকারও অনাবশ্যক, কিন্তু সুর ঠিক থাকে, গ্রামের দিকে খুব হুঁস্। ওইটেই দরকার। পাকা লোক।"

তারিণী বাবু বললেন, "তা ঠিক্,—ওই সাত-গাঁর ওপরই ত' ওদের লক্ষ্য। তবে, পেরে উঠতে শুনিনি।"

একটা কিছু বলা চাই,—বললুম—এঁরাই সত্যের সাধক।

বল্লেন—আপনারা বোঝেন ভালো, আমরা ইতরে জনা—একটু মিষ্টি মিললেই তুষ্টি। বাংলা দেশের লোক কিনা—কঠোর সত্যের চেয়ে মধুর মিথ্যেটাই লাগে ভালো। দোহাই, অমন পেয়ারা আওয়াজটা মাটি করবেন না মতি বাবু।

মতি একটু মুখ মুচকে হাসলে। আমি ভাবতে লাগলুম—কত রকমেরি মানুষ আছে, খাঁটি-মালে এঁদের রুচি নেই!

মতি 'সু-বানানে' লেগে গেল। আমি প্রমাদ গণলাম। তারিণী বাবু ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে—চিতিয়ে চৌকাটের বাইরে গিয়ে পড়লেন।

দেখি—ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডিং রুমের "No admission" (প্রবেশ নিষেধ)-লেখা তক্তাখানা আমাদের ঘরের মাথায় লট্‌কে দিয়ে গেছেন। আজব্ মানুষ!

পাঁচ সাতদিন কবরের কাঁড়ি দেখে বেড়ালুম। বাসায় মতি 'সু বানায়'। আমি চোখ বুজে কাটাই, না হয় বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু তাতেও বিঘ্ন। রাস্তায় বেরুলেই গাড়োয়ানেরা তেড়ে আসে। ব

—আসুন আসুন, ইয়ে তো আপিকে ওয়াস্তে হ্যয়। গাড়ির জন্ম সার্থক হক্। ঘোড়াকে নসিব বুলেন্দ্ হ্যয় যে আপনার খিদ্‌মতে আসতে পাবে। এ আর কার তরে! গোলাম আপি লোগকো ঢুঁড়্ ঢুঁড়্ ফির রহা হ্যয়। রুপয়া-পয়সা কোই বাত নেহি, উও তো মিট্টি হ্যয়। আপ্ পায়দল চলেঙ্গে হাম্ দেখেঙ্গে! আল্লা কেঁও না মুঝে অন্ধা বনায়ে! বাদশাওঁকে কবরমে ইয়ে খবর পৌছ যায়গা। অ্যায় আসরাফোঁ—মেহেরবানী কিজিয়ে, হামে সরম্‌সে বাঁচাইয়ে। ইত্যাদি—

উঠতে হ'ল। ভাড়ার কথা মুখে আনবার জো নেই! বলে, তোবা-তোবা—মাফ্ কিজিয়ে, দেহেলিকে ইজ্জৎ তবা না কিজিয়ে।

দুটি টাকা দিয়ে ছুটি। সেলামের ওপর সেলাম।

বললুম—'সরে পড়ি চ'।

মতি নড়বে না। বলে—কিছু মেরে নিয়ে যাবো। বললুম—তোমার রেস্তো আছে—ভাবনা নেই। কিন্তু কামালকে সামাল্ ভাই।

বিদায় নিলুম।

৫

সাত বচর পরে—মাল মেরে নিয়ে মতি ফিরলো। সে চেহারা নেই, এখন সে মতি-মাষ্টার নয়—মতি-মিয়াঁ। দাড়ি রেখেছে, বাবরি চুল, রুইদার (তুলো-ভরা) মেরজাই গায়। পায়ে "সলেম্‌সাই" নাগ্‌রা। কথা কয়—ফার্সি মাখানো। গড়গড়ায় তামাক খায়।

জমিদারদের বাড়ী মজলিস্‌ হ'ল। অনেক খোসামোদের পর মতি একটা কানাড়া ছাড়্‌লে, তাও হাতে রেখে, পাছে কেউ মেরে নেয়। বলে—"বুঝবে কে, ইয়ে তো আওরতাবাদ হ্যয়!"

বুঝলুম—"হাঁ, খাঁটি ব'নে বেরিয়েছে! সেন মশাই তানপুরা প্রেজেণ্ট্‌ করেছিলেন, সেটি ঘণ্টা দেড়েক বাঁধতে লাগলো। তারপর,—বাজিয়ে পছন্দ হয় না,—সবারই নাজুক্‌ চাল্‌। অনেক সাধ্য-সাধনায় হাঁ করলে। পাঁচ মিনিটেই মাইফেল্‌ খালি!

বললে—সমঝ্‌দার নেই।

আর কেউ শোনবার বেয়াদবি করলে না। কারণ তার গলার মধুটুকু কামাল্‌ নিঃশেষে উড়িয়ে দেছেন। তাঁর 'নুক্‌সা' কাজ দেখিয়েছে।

সমঝ্‌দার না পেয়ে মতি দেশত্যাগ করলে। কোথায় আছে জানিনা। যেখানেই থাক্‌ ভাল থাকুক।

দেশের দুর্ভাগ্য,—বিদ্যেটা কেউ বুঝলে না। শাস্ত্রের সম্মান করবার লোকও ক্রমে কমে এলো, আমরা ক'জন গেলেই ফুরিয়ে যায়।

পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ

মানুষকে নিয়তে না হয় গ্রহে টানে। এবার হঠাৎ আমার 'ইষ্টারের' বন্ধে, নূতন কোন স্থানে বেড়াইতে যাইবার বেজায় টান্ ধরিল। ভাবিলাম—সিংভূম যাই। ইষ্টেসনে যাইবার পথেই মতটা বদ্‌লে গেল ; মনে পড়িল—"শৃঙ্গীনাং দশ হস্তেন" ; ঘেঁশিতে সাহস হইল না ; মানভূমেই রওনা হইলাম।

উপস্থিত হইয়া দেখি,—বাঙ্গলার নানা স্থানের (Calcutta-finish) রাজধানীর র‍্যাঁদা-মারা—বহু ভদ্রলোক হাজির। ভাবচি ব্যাপারখানা কি,—আর যাই কোথা! এমন সময়, একাধারেই টিকি-টেরি-চশমা-শোভী একজন হঠাৎ আমার হাত ধরিয়াই সহাস্যে "একি,—তুমি! রিপোর্টার হ'য়ে বুঝি ?—এস এস।"

দেখি সংস্কৃত কলেজের সহপাঠী গ্রহেন্দ্র! অসীম উৎসাহে সে অনর্গল বকিতে বকিতে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার প্রত্যেক উচ্ছ্বাসের পূর্ণচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ছিল—"কেমন, ঠিক্ করি নি? কেমন, উচিত নয় কি? সাম্‌নে স্বরাজ, কারুর একার মত্ এখন নিজের বাড়ীতেই চল্‌বে না; ভারতের জ্যোতিষকে জগতের সাম্‌নে জ্যান্ত রাখতে হ'লে, জমায়েতবদ্ধ বিচার ও গবেষণার প্রয়োজন হয় নাই কি?" ইত্যাদি।

বুঝিলাম আমাকে বাস্তবিকই গ্রহে টানিয়া আনিয়াছে! কিন্তু চা হইতে আরম্ভ করিয়া, স্নানাহার জলযোগ সবই সুন্দর জুটিল,—বে-খরচায়।

তিনটা বাজিতেই বন্ধু বলিলেন—"চল, সাড়ে তিনটায় কার্য্যারম্ভ হইবে।" আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম—"সেকি, তোমরা পঞ্জিকা বিচার করতে যাচ্চ এই বেস্পতিবার বারবেলায়! পাঁজিই না সেটা বারণ ক'রে থাকে?"

গ্রহেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"সাপুড়েদের কাছে সাপ কেঁচো হ'য়ে থাকে।"

অধিবেশনের আটচালায় হাজির হইয়া দেখি, আটচালার বাহির ও ভিতর,—প্রমেহ, মধুমেহ, পারার ঘা, দক্রনাশন, রতিবিজয়, স্বপ্নাদ্য মাদুলী, কবচ, মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ, মায় রবাব ষ্ট্যাম্প, ম্যাজিক ল্যাম্প, চশমা, চটি, পম্‌সু, বাধক-বজ্র, বন্ধ্যানন্দ প্রভৃতি বিজ্ঞাপনে বে-ফাঁক্ মোড়া!

গ্রহেন্দ্রকে বলিলাম—"এগুলি কি গ্রহ-মন্দিরের উপগ্রহ!"

বন্ধু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ঠিক্ তা নয়, তবে পঞ্জিকা-ক্রেতাদের গলগ্রহ, আর স্বত্বাধিকারীদের শুভগ্রহ বটে !"

ভিতরে দেখি—স্বত্বাধিকারী সমেত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও নিজেকে লইয়া মোট উনপঞ্চাশজন উপস্থিত। তন্মধ্যে অধিকাংশই দোরোখা, অর্থাৎ (Anglo-Vernacular);—আভাঙ্গা বা আচোট্ কাহাকেও দেখিলাম না।

আমাকে উদ্দেশ করিয়া কয়েকজন প্রশ্ন করিলেন,—"ইনি ?"

গ্রহেন্দ্র পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"সংবাদপত্রের শর্টহ্যাণ্ড্ রিপোর্টার।"

প্রশ্ন,—"বঙ্গভাষার ?"

উত্তর,—"হাঁ—উনিই একমাত্র, আর নিজেই আবিষ্কর্ত্তা।"

গ্রহণের চাঁদ দেখার মত সকলেই আমার দিকে তাকাইলেন; স্বত্বাধিকারীরা আমাকে সাদরে বেদীর সম্মুখে আসন দিলেন। আমি নীরবেই পদটা গ্রহণ করিলাম। কাণে গেল—কেহ বলিতেছেন—"লগ্নে চন্দ্র যে,—চোখ্ দেখ চ' না !"

হায় রে, বিধাতা আমাদের নিজের চোখ্ দেখ্বার চক্ষু দেন নাই, শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

কার্য্যারম্ভ হইল।

* * * *

পঞ্জিকার একজন হৃষ্টপুষ্ট স্বত্বাধিকারীই সভাপতির চেয়ারখানি —চিড় খাইবার মত পরিধি লইয়া পরিপূর্ণ করিলেন। তদনন্তর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভরাট্-আওয়াজে বলিলেন—

"আপনাদের কাছে আমার তিনটি মাত্র বক্তব্য আছে; ১ম—পঞ্জিকা-পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য; ২য়, প্রথম অধিবেশনের জন্য মানভূম মনোনয়নের কারণ; ৩য়, আপনাদের অদ্যকার করণীয় কার্য্য।

আপনারা সকলেই জানেন, স্বরাজ সম্মুখীন। অতএব নব প্রতিষ্ঠিত শাসন ও আইন পরিষদ্‌-গুলির আদর্শ অনুসরণে গ্রহ গণনাদি সম্বন্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিচার বিতর্কান্তে যাহা সাবালক-সংখ্যা (majority) দ্বারা সমীচীন বোধে সমর্থিত হইবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাই স্বরাজের শিক্ষানবিসী, এবং এই পদ্ধতিই এখন মানব-সমাজের সকল শাখায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অবশ্য সংসার ক্ষেত্রে সম্মানিত ব্যত্যয় (honorable exception) বাহাল থাকিবে। নচেৎ ব্যক্তিগত মতের উপর কোন বিষয়কে বাঁধিয়া রাখিলে এ যুগে তাহা গ্রাহ্য ও লোকমান্য হইবে না। অতএব এই সম্মিলিত পণ্ডিতমণ্ডলীর পঞ্চায়েতে যে মতটি মঞ্জুর হইবে, পঞ্জিকায় তাহাই প্রকাশ করা এই পঞ্জিকা-পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় কথা,—মানভূম নামটি নিশ্চয়ই নিরর্থক নহে; ইহার পশ্চাতে বা এই মৃত্তিকার নিম্নে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের অনুসন্ধানের ও গবেষণার যথেষ্ট মাল মশলা মজুদ। কোনদিন শুনিবেন, কোন ভাগ্যবান্ প্রত্নান্বেষী এই ভূমি হইতে এমন সব যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা সিদ্ধ-মন্ত্রের সাকার বিগ্রহ, এবং যাহার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহনক্ষত্রাদি হস্তামলকবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'মান' ধরিয়াই আমাদের গণনাদি, সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের ই

পীঠস্থান হওয়া উচিত, এবং ছিলও নিশ্চয়ই। এই ভূমিকে সম্মান দিয়া নিশ্চয়ই আমরা ভবিষ্যৎ যশের অধিকারী হইয়া রহিলাম। লক্ষ্য রাখিলে, আশা করি—অদ্যকার অধিবেশনেই স্থান-মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন।

তৃতীয় কথা,—অদ্যকার প্রধান বিষয়—এই নববর্ষে দেশের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উন্নতি অবনতি পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও দ্বাদশ রাশির ফলাফল, গভীর বিচার ও আলোচনান্তে, সাবালক সম্মতিক্রমে, নব পঞ্জিকায় প্রকাশ জন্য স্থির করা। স্মরণ রাখিবেন—বিচার বিতর্ক ও মীমাংসাদি যেন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিক পরিষদ্‌গুলির পদ্ধতি অনুসারে হয়।

(উপবেশন ও করতালি পতন)

গ্রহেন্দ্র এতক্ষণ সভাপতির চেয়ারের পশ্চাতে গুঁড়ি মারিয়া প্রমট্ করিতেছিল। ধীরে ধীরে সরিয়া গেল ও অন্যদিকে ফুঁড়িয়া উঠিল।

১ম প্রস্তাব—মন্ত্রী মনোনয়ন।

প্রস্তাব-কর্ত্তা—জনৈক শাঁশালো স্বত্বাধিকারী বলিলেন :—জ্যামিতি বলিতেছে, "Let A. B. C. be a given Circle."

জ্যোতিষার্ণব,—আমি শাস্ত্রালোচনা-ক্ষেত্রে বিধর্ম্মী ভাষা ব্যবহারে সুমহৎ আপত্তি করিতেছি। এ সভায় বহু পণ্ডিত উপস্থিত আছেন, যাঁহারা অশাস্ত্রীয় ভাষা কথন কানেও করেন নাই।

প্রস্তাবক,—বেশ, আমিও বঙ্গভাষানভিজ্ঞ নহি, তরজমা করিয়াই

গুলি—

জ্যামিতি বলিতেছে,—"ছেড়ে দাও (let) ক খ গ, এক দত্ত (given) গোলাকার"—

গ্রহাচার্য্য,—ইহা ততোধিক দুর্ব্বোধ্য। আমরা বর্ণমালা বিচার করিতে আসি নাই; ক খ গ বর্জ্জন বা অর্জ্জন বা রক্ষণ সাহিত্যিকেরা বা বৈয়াকরণ করিবেন। তদ্ব্যতীত কোন 'দত্তের' সহিত আমাদের গোলমাল নাই; বরং অনেকেই কোন কোন দত্তের বাড়ী বার্ষিক পাইয়া থাকেন তাহা ছাড়িয়া দিব কেন? সুতরাং এরূপ শ্লেষোক্তি হানিকর ও আপত্তিজনক।

সভাপতি—বক্তা তাঁহার প্রস্তাব সরল ও বোধ্য ভাষায় করিতে পারেন ত' করুন।

প্রস্তাবকর্ত্তা,—উচ্চ গণিত মতে মীমাংসা যখন চলিবে না, তখন আমার প্রস্তাবটি সাধারণ ভাবেই উপস্থিত করিতেছি—

এবার পুর্ব্বাহ্নেই মন্ত্রী প্রভৃতি নির্ণয় ও নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। তাহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দ্বারা না হইলেও, জ্যোতিষ্মানের সাহায্যেই হইয়াছে, সুতরাং নির্ভুল হওয়াই সম্ভব। যাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহার সম্মান রক্ষা করা ও তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া সকলের উচিত।

গ্রহেন্দ্র—আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করি, কারণ অনেক পণ্ডিতেও আশ্চর্য্য হইয়াছেন ও শেষ বলিয়াছেন—ঠিক্ হইয়াছে। যেহেতু বে-ঠিক হইলেও তাহা বে-টিক্ হইবে না—টিকিয়াই যাইবে। তদ্ভিন্ন এতদ্দ্বারা এ-দেশে মন্ত্রী সম্বন্ধে যে প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বহু বিতর্কের পর প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। কিন্তু এরূপ নির্ব্বাচনে সভার আপত্তি রহিল।

রাজা।

জ্যোতিষাম্বর,—গণনায় আমরা গ্রহমণ্ডল মধ্য হইতে যে সকল রাজা প্রভৃতি পাইয়া থাকি, তাঁহারা প্রায়ই এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সে বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া, পঞ্জিকায় আমরা পূর্ব্ব প্রথাই অনুসরণ করিব। আমরা অদৃষ্ট-নির্ভরশীল ও রক্ষণশীল জাতি, গড্ডলিকা-প্রবাহই পঞ্জিকার জন্য প্রশস্ত মনে করি। শনি রাহু কেতু লইয়া আমাদের কারবার, তাঁহাদের বিশেষত্ব আর কাহার নাই?

জ্যোতিষ-রত্নাকর,—যখন কোনো এক বিষয়ে পাণ্ডিত্যই রাজঃ কার্য্য নির্ব্বাহের যোগ্যতা নির্দ্দেশ করে তখন গ্রহগণ্ডীর মধ্য হইতে কি একজন রসায়ন-রসিক বা রঞ্জন-বিদ্যাবিশারদ পাওয়া যাইতে পারেনা! পাইলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হইত।

গ্রহেন্দ্র,—খোলসা হউন।

জ্যোতিবরত্নাকর,—এটা আমাদের বদ্‌-রংয়ের দেশ। তেমন লোক সহজেই জাতি-নির্ব্বিশেষে এক-রং ফলাইয়া দিতে পারিতেন,—সব গোল মিটিয়া যাইত।

গ্রহেন্দ্র,—সেরূপ রাসায়নিক রোস্‌নায়ের সংবাদ ত্রেতাযুগেই পাই,—সে বিদ্যাটি জনকনন্দিনী জানিতেন। অধুনা সে বিদ্যা লোপ পাইয়াছে এবং সে জন্য দুঃখ করাও নিষ্ফল। অতএব আমি আশা

করি, আপাততঃ আপনারা জ্যোতিষাম্বর মহাশয়ের সুযোগ্য প্রস্তাবটি একবাক্যে সমর্থন ও গ্রহণ করিবেন।

(বিপুল আনন্দধ্বনি)

প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি,—গুরুতর বিষয় দুইটি সম্বন্ধে অভিমত যখন স্থির হইয়া গেল, এইবার আপনারা নববর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে মত স্থির করুন।

৩য় প্রস্তাব,—জল বৃষ্টি. শিলাবৃষ্টি।

জ্যোতিষজলধি,—অতিবৃষ্টি হইলেও এবার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

জনৈক,—ইহা যুক্তি ও বুদ্ধি-বিরুদ্ধ কথা।

প্রস্তাবকর্ত্তা,—কিন্তু গণনা-বিরুদ্ধ নহে। গণনায় পাওয়া যাইতেছে, অতিরিক্ত জলটা—দুধে ও দাওয়ায়ে টানিয়া লইবে।

(হাস্য)

প্রশ্ন—ভারতের কোন্ কোন্ অংশে জলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইবে ?

উত্তর,—স্থান বিশেষে না হইয়া, অঙ্গেই তাহার প্রাবল্য ঘটিবে ! সকলেরই অঙ্গ জল হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন,—শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা আছে কি না ; থাকিলে—তাহা ফশলের অনিষ্ট করিবে কি না ?

উত্তর,—স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ জনতা ও কল-কারখানা-বহুল স্থানে, শিলাবৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব। পরে, অগ্নি-বৃষ্টিও অস

নহে। কিন্তু তাহাতে ফশলের অনিষ্ট হইবে না, ফশল-ভক্ষকদেরই হইতে পারে।

সকলে সমর্থন করায় অভিমতগুলি নিজ-মূর্ত্তিতেই (as they were) গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—অগ্নিভয়।

গ্রহগালব,—এ বৎসর অগ্নিভয় বিলক্ষণই আছে; বীমাকরা বস্তুর উপর ত' বটেই; কিন্তু অগ্নিভয়ের বিশেষ স্থান জঠর, আর বঙ্গবধূদের অঙ্গ।

(সকলে মাথা হেঁট করিলেন)

সভাপতি,—অত্রদেশে মৌনাবলম্বনেরও প্রচলিত অর্থ আছে; অতএব প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব—বায়ু।

জ্যোতিষাঙ্কুর,—বায়ু এবার এলোমেলো বহিবে; মধ্যে মধ্যে টর্ণেডোর আকার ধারণ করিবে; কিন্তু মানুষের মস্তকেই তাহার প্রকোপ অধিকতর প্রকাশ পাইবে।

প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—রোগ।

জ্যোতিষজঙ্গম,—গবেষণা, গণনা ও বিচার দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে—

এ বৎসর রোগের প্রাচুর্য্য থাকিলেও, ভোগের ভয় থাকিবে না।

জনৈক,—প্রস্তাবকর্ত্তা এরূপ মতের কারণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য।

প্রস্তাবক,—আপনি নিশ্চয়ই ম্যাডাগাস্কর্ হইতে আসেন নাই,

অনশনে ও অভাবে, অনেকে আধমরা হইয়াই আছে, রোগের সহিত যুঝিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই; সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে নয়ন মুদিতে পারিবে।

(ওঃ—অহো)

বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

৭ম প্রস্তাব—ধর্ম্ম।

জ্যোতিষ-কেতকী,—ধর্ম্ম এ বৎসর ঘটেই বিবাজ করিবেন।

(হাস্য)

প্রশ্ন,—ধর্ম্ম কি আর কোথাও থাকিবেন না?

উত্তর,—থাকিবেন, কিন্তু পশ্চাতে; যেমন অ-ধর্ম্ম, যুগ-ধর্ম্ম ইত্যাদি। সম্মুখে থাকিতে সাহস করিবেন না।

সকলে মানিয়া লইলেন।

৮ম প্রস্তাব—অন্ন।

জ্যোতিষকস্তুরী,—আমি অন্ন সম্বন্ধে গণনাতে যাহা পাইয়াছি, তাহাতে কোনরূপ প্রস্তাব পেস্ করিতে সাহস পাই না। গণনায় পাইতেছি অন্নপ্রাচুর্য্য,—পরিণাম ফল পাইতেছি দুর্ভিক্ষ!

গ্রহেন্দ্র,—গত কয়েক বৎসর, অপরিসীম ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব অন্নকষ্ট থাকা সত্ত্বেও, আমরা দুর্ভিক্ষ শব্দটির সাড়া বা সাক্ষাৎ পাই নাই। সম্ভবতঃ উহা প্রাচীন হইয়া obsolete বা অচল হইয়া গিয়াছে, অথবা গতযুদ্ধে মারা পড়িয়াছে। যাহা হউক ও-শব্দটি ব্যবহার করিয়া আমরা যেন মূর্খতার পরিচয় না দি। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ চিরদিনই ত্যাগের সাধনা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই তাহার গৌরব।

ঋষি তপস্বীরা বায়ু ভক্ষণ করিয়াই চিরজীবী হইয়া রহিয়াছেন; আমরা তাঁহাদেরই বংশধর, এখনও তাঁহাদের গুণগান করি। আজিও তাই ভারতের কোটী কোটী প্রাণী অনশন অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া যাইতেছে; অসমর্থ-পক্ষ অর্দ্ধাশন অভ্যাসে অনশনে পৌঁছিবার লোভে, উদরের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় সকলেই এই কঠোর পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। আবার শাক্, থোড়্, মোচা প্রভৃতি শ্রীশ্রীমা ভগবতীর আর শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পেয়ারের খাদ্য বলিয়া, লক্ষ লক্ষ নর-নারী, সগৌরবে তাহারই মহলা দিতেছে এবং নিঃসাঁড়ে বাঁচিয়াও আছে। এটা সাধনার দেশ, এখানে দুর্ভিক্ষ কথাটা অগৌরবের ও হাসির কথা নহে কি?

(বেজায়—বেজায়)

জ্যোতিষাত্মন,—হায়, এতদিনে আমরা বুঝি ভারতের সেই এক মাত্র গৌরবের বস্তুটী হারাই!

সকলে,—(উৎকণ্ঠার সহিত) ভগবান রক্ষা করুন, কেন—কেন?

জ্যোতিষাত্মন,—শুনিতেছি পশ্চিম ভূখণ্ডের কেহ কেহ সেই যশের লোভে পড়িয়া, অনশন অভ্যাস করিতেছেন। এই সেদিন আয়র্লণ্ডের জনৈক ভদ্রলোক ৭৫ দিন অনশনে ছিলেন; (তুলনা করিতে চাহি না) কিন্তু তাহাতেই চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। ভাই সকল—সাবধান; তোমাদের এই স্বর্গপ্রাপ্তি-মূলক লোভনীয় অধিকারটি যেন হাত-ছাড়া না হইয়া যায়।

গ্রহ-গজেন্দ্র,—আমি সোজা কথা বুঝি ; বুদ্ধদেব রাজপুত্র ছিলেন ; তাঁহার অন্নের অভাব ছিল না। খাইতে পারিলে ও খাইবার ইচ্ছা থাকিলে, তিনি নিত্য সাত-মণ চালের অন্ন আহার করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি সাত কাঁচ্চা চালের অন্নও গ্রহণ করিতেন না। কেন ? কারণ—অনশন অভ্যাস করাই ভারতের ধর্ম্ম। আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'অমৃতময়' কোষেই আমাদের লক্ষ্য, 'অন্নময়ে' নহে, কেবল খাই-খাই করাটা রাক্ষসের ধর্ম্ম।

(খুব ঠিক্—খুব ঠিক)

তদ্ভিন্ন তা'-বড় তা'-বড় অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বৈদ্য ও ডাক্তারে খোলসা প্রমাণ করিয়া দিতেছেন যে, দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যলাভের একমাত্র সহজ উপায় স্বল্পাহার। অতএব আমরা তত-বড় জিনিসটার গৌরব হইতে যেন দেশকে বঞ্চিত করিয়া না বসি।

(কখনই না—কখনই না)

গ্রহেন্দ্র,—এটা একটা মস্ত বড় Economic problem, এ সম্বন্ধে যত অধিক আলোচনা হয়, ততই ভাল। দেখিলাম আমাদের দেশীয় সুযোগ্য গণপতিরা বজেট্ বিচার-ক্ষেত্রে, এ সম্বন্ধে মরদের মত লড়িয়াছেন ও বড়-গলা করিয়া বলিয়াছেন—"আমরা দেশের চাল ছাড়িব না।" এই কথাটির মধ্যে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ভরা রহিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের সনাতন চাল্ ছাড়িব না ; কিনা,—অধিকারী ভেদে যিনি যতটা পারেন, পেট খালি রাখার অভ্যাস ছাড়িবেন না। অন্যথা উদরে কুম্ভকাদি হঠযোগের কস্তের স্থানাভাব ঘটিবে। বোধ হয়—সেই পবিত্র

উদ্দেশ্যেই দেশের সহৃদয় ও হিতৈষী হিন্দু মহাজনেরা, (শুনিতে পাই) কারণ না থাকিলেও অন্নের মূল্য বৃদ্ধি কল্পে তিল মাত্র উদাসীন নহেন। হিন্দু বিনা হিন্দুকে আর কে রক্ষা করিবে!

(চিরঞ্জীবেষু—চিরঞ্জীবেষু)

সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে স্থির হইল—

নববর্ষে অন্নাভাবের বা অন্নকষ্টের নাম গন্ধও থাকিবে না।

৯ম প্রস্তাব—বস্ত্র।

সভাপতি,—অন্ন-বস্ত্র কথাটা দ্বন্দ্ব সমাসানুকূল এবং এক জাতীয়। লোক-সমাজে ইহাদের কোন একটি বাদ দিয়া চলে না; অতএব বস্ত্র সম্বন্ধে মত প্রকাশ করাও প্রয়োজন বোধ করি।

জ্যোতিষ-চক্রপাণি,—অন্ন সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য কথা বলা হইয়াছে বস্ত্র সম্বন্ধে তাহা অপ্রযুজ্য নহে। শুকদেব পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য সৌভরী প্রভৃতি জগৎমান্য ঋষি মুনি ও যোগীদের নিকট রাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত যুক্ত করে দণ্ডায়মান থাকিতেন; অথচ মহাপুরুষরা কেহ উলঙ্গ, কেহ নাম মাত্র কৌপীনধারী ছিলেন, কাহারও বা কাঠের কৌপীনে কাজ চলিত। তাঁহারা বস্ত্রটাকে অত্যাবশ্যকীয় বস্তু ভাবিলে তাঁহাদের বস্ত্রের অভাব হইত না। রাজা-রাজড়ারা কিংখাপের কৌপীন বা কাশ্মিরী কিমোনো (আলখাল্লা) লইয়া সাধাসাধি করিতেন। শাস্ত্র, মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিতে বলিতেছেন, অতএব বস্ত্রকে প্রয়োজনীয় বস্তু বলিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না কি?

(একশো বার—একশো বার)

গ্রহেন্দ্র,—অল্পদিনের কথা, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাদের অনেকেই উলঙ্গ থাকিতে দেখিয়াছেন। তাঁহারা বস্ত্রাভাব বোধ করেন নাই,—হাড় ভাঙ্গা শীতেও না। কেহ জড়াইয়া দিলে, তাহা তখনি পরিত্যক্ত হইত। ডারউইন সাহেব একজন ডাক্‌সাইটে বৈজ্ঞানিক ছিলেন; তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন—"বাঁদর"ই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। পূর্ব্বপুরুষ চিরদিনই পূজ্য। তাঁহারা নিজেরা ত' বস্ত্রাভাব বোধ করেনই না, অপিচ, আমাদের উপর স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ আমাদের শুভার্থে বঁস্ত্র ব্যবহাররূপ কু-অভ্যাস ত্যাগ করাইবার জন্য সুবিধা পাইলেই তাহা সরাইয়া ফেলেন বা ছিন্ন করেন। অতএব আমি প্রস্তাব করি—

বস্ত্রাভাব হইবে না, বা হইতে পারে না। যাঁহারা তাহা বোধ করিবেন তাঁহারা নিজেরাই সে অভাবের সৃষ্টি-কর্ত্তা, এবং শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য ধর্ম্মদ্রোহী।

(উচ্চানন্দ প্রকাশ)

প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হইল।

এই সময় সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এখন সন্ধ্যাহ্নিকের (অর্থাৎ চা-পানের) সময় উপস্থিত। কিছুক্ষণের জন্য পঞ্চায়েতের কার্য্য স্থগিত রহিল!"

সকলে উঠিয়া পড়িলেন।

* * * *

আমি গ্রহগণ্ডির বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পঞ্জিকার খোলসের মধ্যে ক্ষেপিয়া উঠিবার মত অবস্থা দাঁড়াইতে-ছিল। কিন্তু, রেহাই নাই; পলিটিকাল্ আসামীদের মত,' আদালতে অব্যাহতি পাইয়া বাহিরে পা দিতেই—আবার পাক্‌ড়াও!

গ্রহেন্দ্র যেন রন্ধ্রগত হইয়া উঠিল। হাত ধরিয়া টানিয়া, আর এক আটচালায় উপস্থিত করিল। দেখি, লম্বা লাইনবন্দি কুশাসন পাতা, প্রত্যেকের সামনে জলশূন্য কোশাকুশী, বাম পার্শ্বে এক এক খণ্ড কলাপাতের উপর এক জোড়া করিয়া জবর মর্ত্তমান রম্ভা, আর এক এক জোড়া সন্দেশ।

কুশাসনের উপর এক এক টুকরা কাগজে দুলাইন ছাপার অক্ষর। লিখিত আছে—"গঙ্গাজল অথবা চা (যাঁর যেবা রুচি) পরিবেশককে ইঙ্গিত করিলেই পাইবেন।"

গ্রহেন্দ্রকে বলিলাম—কলাটা বুঝি ডারউইন সাহেবোক্ত পূর্ব্বপুরুষের সম্মানার্থ ব্যবস্থা করা হইয়াছে?"

পরে, জোড়্-কলমের মত এক হস্তে চায়ের ডিক্যাণ্টার্, আর এক হস্তে গঙ্গাজল-পূরিত কমণ্ডলু লইয়া, পরিবেশক মহাশয় প্রত্যেকের ইঙ্গিত মত, কোশার মধ্যে ঢালিয়া গেলেন।

জন-পাঁচেক গঙ্গাজল গ্রহণ করিলেন,—বাকি চুয়াল্লিশ—চা।

কুশীর কল্যাণে যেন অপর-পক্ষের তর্পণ আরম্ভ হইয়া গেল!

ঘণ্টা পড়িল, আবার যে যার স্থানে উপস্থিত হইলাম। সভাপতি মহাশয় আসন ছুঁইয়াই বলিলেন—

বাকি প্রস্তাবগুলি অধিক বাক্য বাহুল্য না করিয়া যাহাতে স্বরূপে ও সত্বর গৃহীত হইয়া যায় সকলকে সে-পক্ষে যত্ন পাইতে অনুরোধ করি; কারণ গত তিন ঘণ্টা মধ্যে, স্থানীয় লোকদিগকে পাঁচ-দফা "হরিবোল্" দিয়া যাইতে শুনিয়াছি। তাহা কিন্তু Horrible বলিয়াই ঠেকিয়াছে!

শুনিয়াই পঞ্চায়েৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাঁহাদের ছিল—তাঁহারা ইকুইলিপটাস্-সিক্ত রুমাল নাকে দিয়া বসিলেন; আমি শুষে একটিপ্ নস্য নিলাম।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

১০ম প্রস্তাব—যুদ্ধ-বিগ্রহ।

জঙ্গীজ্যোতিষ,—এ বৎসর ভারতের নানা স্থানে ও পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘোরতর যুদ্ধ চলিবে।

জ্যোতিষবিনায়ক,—আমি হুকুমের বিন্দুতে উঠিলাম (rise to point of order,)।

প্রস্তাবক,—আমাকে শেষ করিতে দিন।

জ্যোতিষবিনায়ক,—আপনার যুদ্ধের idea টা (ধারণাটা) কি?

প্রস্তাবকর্ত্তা,—আমার গণনা অঠিক হইতে পারে না। এ বৎসর ভারতের লাটধানী ও লাটপাহাড়ী গুলিতে ঘোরতর বাক্-যুদ্ধ চলিবে। তাহাতে রক্তপাত হইবে না বটে, কিন্তু দেশের 'রুধিরে' টান ধরিবে।

প্রশ্ন—লাভালাভ?

উত্তর—লাভবান হইবেন দৈনিক সংবাদপত্রগুলি।

জনৈক—কিরূপে ?

উত্তর—ঐ সময়ে সম্পাদক মহাশয়েরা অন্ততঃ পূর্ণ দুই পৃষ্ঠার জন্য নির্ভাবনায় নিদ্রা দিতে পারিবেন।

(হাস্য)

প্রস্তাবটিও নির্ভাবনায় গৃহীত হইল।

১১শ প্রস্তাব—পাহাড়ে-টান।

জ্যোতিষজাবালি;—আমার প্রস্তাব অতি সামান্য। পাহাড়ের কথা উঠিয়া পড়ায়, পর্ব্বতের আড়ালে থাকিয়া তাহা এইখানেই উপস্থাপিত করিতেছি—

স্নেহ নীচগামী হয়, কিন্তু সরকার উর্দ্ধগামী (পাহাড়-গামী) হওয়ায়, দেশের লোক অভিমান ও সন্দেহ পোষণ করিবে। লোকের বোঝা উচিত,—পৃথিবী যখন ঘুরিতেছে তখন উপর-নীচে বলিয়া কিছু নাই।

(সুন্দর—সুন্দর)

প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১২শ প্রস্তাব—সাহিত্য।

জ্যোতিষরথী,—সাহিত্য এখন প্রত্যেক সভ্য ও উন্নতিশীল দেশের প্রধান সহায় ও অবলম্বন। নববর্ষে সাহিত্যের গতি ও বাড়-বৃদ্ধি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণীর সময় আসিয়াছে ; যে হেতু আমাদের সাহিত্য এক্ষণে বিশ্বের আলোচনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রহেন্দ্র,—উত্তম কথা ; কিন্তু আপনার ঐ 'বাড়-বৃদ্ধি' কথাটিই যে সাহিত্যের সম্যক্ অসম্মানের কথা। ওটা যে আজকাল

সাহিত্যের পক্ষে আদৌ গৌরবাত্মক নহে, সেটা কি রথী মহাশয়ের জানা নাই ?

জ্যোতিষরথী,—আপনি তবে উহার পরিবর্ত্তে কি বলিতে চান ?

গ্রহেন্দ্র—'লঘুকরণ'। আজ কাল এক পৃষ্ঠার বক্তব্যকে এক কথায় প্রকাশ করাই সাহিত্যের বাহাদুরী।

জ্যোতিষরথী,—একটু খোলসা হউন।

গ্রহেন্দ্র,—পূর্ব্বে এক বসন্ত বর্ণনায় বাইশ পৃষ্ঠা লিখিয়াও লেখকের মন উঠিত না, ভদ্রলোকের অন্দর মহল পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতেন।—কোকিলের পশ্চাতে ক্রোশ ভাঙিতে হইত,—মলয়ের কথা প্রলয়ে পৌছিয়া থামিত। সে বেয়াদবী এখন আর চলে না, তাহা রাবিস্ ও অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

জ্যোতিষরথী,—এখনকার বর্ণনার নমুনাটা কি ?

গ্রহেন্দ্র,—এখন এই বল্লেই যথেষ্ট হয়,—

"আম্র-মুকুলের সৌরভে পল্লী ভরপুর",—শরৎ বর্ণনায় শেফালি ও কাশ ফুলের ইঙ্গিতই যথেষ্ট। বাস্,—বরং প্রস্তাব করুন—

সাহিত্যের পাঠক অপেক্ষা লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, এবং মাল অপেক্ষা মলাটের গৌরব বাড়িবে।

জ্যোতিষরথী মহাশয় স্বয়ংই সহাস্যে প্রস্তাবটি সমর্থন করায়, সহজেই উহা গৃহীত হইল।

জনৈক স্বত্বাধিকারী উস্‌খুস্ করিতেছিলেন, তিনি সহসা উঠিয়া বলিলেন—স্বরাজ ও চরকার জন্য দেশ-শুদ্ধ লোক উদ্‌গ্রীব্ অথচ কেহই ঐ দুইটির প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য আজ,

পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন নাই। শুনিতে পাই কাহারো নাকি খোলসা ভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। স্বদেশী যুগের স্বনামধন্য অমন যে অতবড় পেল্লায় পাল মহাশয়, তিনিও স্বরাজের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, ঢাল তরোয়াল ফেরৎ দিতে প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন! অদ্য তাই জ্যোতিষীদের উজ্জল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমক্ষে আমার নিবেদন এই যে, সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ আপনারা স্বরাজ ও চরকা-প্রচলনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন। এবং তাহা নব পঞ্জিকার সাহায্যে প্রচার করিয়া আমরাও ধন্য হই। এ কাজটি একমাত্র আপনারাই করিতে সমর্থ।

(অবশ্য, অবশ্য)

১৩শ প্রস্তাব—স্বরাজ।

জ্যোতিষজৈমিনি,—খুবই সাধু প্রস্তাব করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—

আমরা ঋষিভূমির লোক; শাস্ত্র ও আত্মাই আমাদের অর্থ-বোধের উপায়,—অভিধান নহে। ত্যাগই এখানে অর্জ্জনের উপায়,—পরমার্থ পর্য্যন্ত। যাঁহাকে মহাত্মা গান্ধি মহারাজ বলা হয়, তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত ত্যাগী হইবেন। ত্যাগী—রাজ্যলোলুপ হইতে পারেন না। তাঁহার স্বরাজ লাভের অর্থ বোধ হয়—নিজের নিজের হৃদয়রাজ্য জয় করা, অর্থাৎ আত্মাকে লাভ করা। তাহা অমনি হয় না, রিপুগণের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত বা স্বাধীন হওয়া চাই। কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে তাহা লাভ করিলে, সে লাভ স্থায়ী হইবে না, তাই Non-violent (নিরীহ) ও হইতে হইবে, অর্থাৎ

ক্রোধশূন্য সহিষ্ণু, তিতিক্ষা ও ক্ষমাপরায়ণ হইতে হইবে। এটি সাধনার কথা। ভারতের গুরুরা শিষ্যদের কাছে ভাবটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করেন। পরে সাধনা যত অগ্রসর হয়, গুরুও অধিকারী বুঝিয়া কিছু কিছু আভাস দিতে ও ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। ভারতের ইহাই প্রকৃত স্বরাজ লাভের ক্রম। তখন আর দুঃখ কষ্ট থাকে না, শান্তি ও আনন্দ আসে। মানুষ আর কি চায়? সংক্ষেপতঃ ইহাই স্বরাজ লাভ। (সাধু সাধু)

জ্যোতিষকেশরী,—তাহা হইলে Practical politicsএর (ব্যবহারিক দাঁও প্যাঁচের) সহিত, ইহাকে এত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে রাখা হইয়াছে কেন?

বক্তা—দেশের মাথা আর মন এখন সেই দিকেই ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, তাই ও-গন্ধটুকু না রাখিলে, সেরেফ্ ধর্ম্ম-কথায় কেহ কাণ দিত না। দেশ Non-violence (মেরে যাও বাবা)-রূপ নীতি-কথায় যে কাণ দিয়াছে, ইহাই পরমাশ্চর্য্যের কথা, ত্যাগীর মহা-প্রভাবের পরিচয়। যাক্,—আসল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সভাপতি,—এ বিষয়ে পূর্ব্ব অভিমতটিই গ্রহণীয় বলিয়া আমি মনে করি, এবং কথা বাড়াইতে নিষেধ করি।

বিনা তর্কে ও সর্ব্ব সম্মতিতে প্রথমাংশ মাত্র গৃহীত হইল।

১৪শ প্রস্তাব—চরকা।

গ্রহেন্দ্র—এই ত্রিশকোটী লোকের দেশে, আবালবৃদ্ধ-বনিতার জন্য একই আদেশ—"চরকা কাটো," খুবই বিস্ময়ের ব্যবস্থা বটে। তবে আমার বোধ হয়, যাহা আমরা গ্রাম্যভাষায় চিরদিন শুনিয়া

আসিতেছি, কিনা—"নিজের চরকায় তেল দাও" অর্থাৎ নিজেরা সর্ব্ব প্রকারে মানুষ হও, ইহাই ইহার প্রকৃত অর্থ। প্রত্যেকে মানুষ হইলে, দেশ আপনা আপনি অভীষ্ট লাভ করিবে; অর্থাৎ জৈমিনি মহাশয়ের ব্যাখ্যা সার্থক হইবে।

(আনন্দ-ধ্বনি)

বহুদিন আমরা নিজের চরকায় তেল দিই নাই। তেল দেওয়া যে বন্ধ ছিল তাহা নহে,—কিন্তু নিজের চরকায় নয়,—আবার অনেকে চরকার পায়ায় দিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মহাত্মা বোধ হয় সেই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকিবেন। মূল কথাটিকে একটা অবান্তরের অন্তরালে রাখা আমাদের দেশের মহাজনগণের সনাতন রীতি, তাই চরকার দরকার হইয়াছে মাত্র। আর হাতে কলমে এর অভ্যাসেও লোকের উপকার আছে, তাহাদের অগাধ আলস্য ঘুচিতে পারে; ক্রমে কর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইলে, আত্ম-নির্ভরশীলতাও আসিতে পারে।

সভাপতি,—ছোট কাটুন্ ছোট কাটুন্— (cut short)

গ্রহেন্দ্র,—একটি কথা মাত্র;—দেখুন, কোথায় কোথায় যে আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা আছেন, তাহা তাঁহারা নিজ গুণে কৃপা করিয়া ধরা না দিলে, আমরা জানিতেই পারি না। এই সেদিন একজন বিলাত হইতে ঠিক্ ঐ একই উপদেশ—জোলো-তার (cable) যোগে জানাইয়াছেন, অর্থাৎ Mind your own business—নিজের চরকায় তেল দাও। কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! —Great minds think together—

সভাপতি,—বাস্ করুন, বাহিরে কাণ রাখিয়া কাজ করিলে ভাল হয় ; ডামাডোলের দম্‌কা আওয়াজ পাইতেছি।

সকলে বিচলিত হইয়া, তাড়াতাড়ি চরকা সম্বন্ধে অভিমতের প্রথম অংশটুকু সমর্থন ও গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন।

জ্যোতিরাহু,—(ঝিমাইতেছিলেন, সহসা চট্‌কা ভাঙায়) বলিলেন,—চরকা সম্পর্কে আমার ধারণা অন্যরূপ। উহাকে যখন আপৎ-কালে স্মরণ করা হইয়াছে এবং তাহার সাড়া প্রভাস অঞ্চল হইতে পৌঁছিয়াছে, তখন বোঝা উচিত—বস্তুটি সোজা নয়। লীলা সম্বরণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই বেহুঁস্ অবস্থায় প্রভাসের মাঠে তাঁর সুদর্শনটি ফেলিয়া যান। আকারে প্রকারে চরকা তাহারই বংশধর বলিয়া সন্দেহ হয়না কি ? নচেৎ চরকার সহিত 'কাটা' কথাটির নৈকট্য সম্ভব ছিল না। আবার তেত্রিশকোটী লোকে চরকা কাটিতে সুরু করিলে যে শব্দ উত্থিত হইবে, সে আওয়াজে ভারতে কেনো—ত্রিভুবনে দেব দানব তিষ্ঠিতে পারিবে কি ? অথচ তাহা non-violent—নিরীহ ! এখন চরকার দৌড় বুঝুন। তাই আমি—

সভাপতি,—আপনি আর কষ্ট পাইবেন না, এখন ওসম্বন্ধে অন্যকথা অচল।

১৫শ প্রস্তাব—স্পৃশ্য অস্পৃশ্য।

জ্যোতিষশাল্মলী,—স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সম্বন্ধে গণনায় পাইতেছি, অস্ত্র ছাড়া আর সবই আমাদের স্পৃশ্য হইবে।

প্রস্তাবটি নীরবে গৃহীত হইল।

১৬শ প্রস্তাব,—কোরবানী, মদ্যপান ও চুরী ডাকাতী লুট।

গ্রহ-গাণ্ডিবী,—আমি তিনটি বিষয় এক ব্র্যাকেটে প্রকাশ করিতে—এক খোঁটায় বাঁধিতে তৎপর।

সভাপতি,—বেথট্‌কায় করিতে পারেন।

প্রস্তাব-কর্ত্তা,—(১) অনেক মুসলমান ভ্রাতায় অনায়াসে গরু কাটা ছাড়িলেও ভদ্র হিন্দুদের মধ্যে কন্যার বাপের গলা কাটা (পকেট কাটা) বন্ধ হইবে না। (সরম্—সরম্)

(২) মুটে মজুর হাড়ী মুচী মদ ছাড়িবে, ভদ্রেরা পারিবেন না। (নচেৎ—ইতর ভদ্রে যে তফাৎ থাকে না।)

(তা বটে)

(৩) চুরী ডাকাতী লুট বাড়িবে। কারণ ভারতবাসীরা নাকি এক nation (নেসন্) দাঁড়াইয়াছে। এখন সকলের দ্রব্যে সকলের দাবী দাঁড়ানই—পাকা এক হইবার পরীক্ষা এবং ইহাই একতার চরম ও পরম ফল।

(সকলের চিন্তা)

সভাপতি,—কি বলেন!

সকলে,—বলিবার কিছুই নাই!

গৃহীত হইল।

১৭শ প্রস্তাব,—হ্রাস বৃদ্ধি।

জ্যোতিষাচার্য্য—নববর্ষে হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে গণনায় পাইতেছি—

হ্রাস……আয়ু ও আয়

বৃদ্ধি ……ব্যয়, বিধবা, রোগ, মূল্য, ভেজাল, টেক্স, চুরী, ডাকাতী, ধর্ম্মঘট মর্ম্মপীড়া, ইত্যাদি—

প্রস্তাবটি বিনা বিতর্কে গৃহীত হইল।

১৮শ প্রস্তাব—কালাশুদ্ধি।

জ্যোতিষরত্নাকর,—নববর্ষে পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট অকালে কোন শুভ কার্য্যই চলিবে না, কেবল বিবাহ কার্য্য প্রবল বেগে চলিবে। কারণ, দর বাড়াইবার জন্য ছেলেরা বাক্যতঃ রক্ষণীয় হইলেও, বস্তুতঃ অনেক ছেলেই অরক্ষণীয়। তদ্ভিন্ন, বর-কর্ত্তার দেনা পরিশোধ, গৃহ-নির্ম্মাণ, বাড়ী মেরামত,—প্রভৃতি কার্য্যগুলিও অরক্ষণীয়।

(সরম্—সরম্)

গণনা মিথ্যা হইতে পারে না এবং এই অবস্থা সকল মাতব্বরের ঘরেই বর্ত্তমান—সুতরাং গৃহীত হইল।

সভাপতি,—এইবার আমরা উনিশ দফা প্রস্তাবে উপস্থিত হইতেছি। আপনাদের বোধ করি স্মরণ আছে,—মধ্যে কংগ্রেস্ একবার মোক্ষম্ মোচড় খাইবার পর, ১৯শ দফার এক মুসুবিদা করিয়া, টাল্ সামলান্। অতএব সংখ্যায় তদতিরিক্ত প্রস্তাব আমাদের উচিত হয় না; মহতের মর্য্যাদাহানি আমাদের উদ্দেশ্য নহে, বরং কিঞ্চিৎ কমে থাকাই সমীচীন।

গ্রহেন্দ্র—ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, তদ্ভিন্ন সকল সভ্য দেশের মহিলাই বিশের নামে শিহরিয়া উঠেন—উনিশেই থাকিতে চান। আমরা যে পুরুষ নহি তাহা মীরাবাঈ বলিয়া গিয়াছেন। * কেহ কেহ দয়া করিয়া কাপুরুষ বলেন মাত্র।

(হাস্য)

* অধুনা অভিজ্ঞা কুমারী মিস্ মেওও বলিতেছেন।

১৯শ প্রস্তাব—দ্বাদশ রাশির ফলাফল।

জ্যোতিষ কর্ণপূর,—আমি প্রাণের ভয় না রাখিয়া অনবরত বৃষ বিছা সিংহাদির সহিত যুঝিয়া, গণনার দ্বারা নববর্ষের দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ রাশির যে ফলাফলে উপনীত হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিব।

সভাপতি,—ইহা সেরা প্রস্তাব ও অত্যাবশ্যকীয়। সকলে অবহিত হউন।

প্রস্তাবকর্ত্তা,—নববর্ষের দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ রাশির জমাটি-ফলাফল এইরূপ—

সিংহের (মূলা নক্ষত্রযুক্ত) লাভ, ঐশ্বর্য্য ও কিঞ্চিৎ অশান্তি।

ঐ মঘা „ গাত্রদাহ, তর্জ্জন গর্জ্জন, স্পষ্ট ভাষণ ও লাভ।

তুলার … … … বিশেষ মান।

মেষের … … … কিঞ্চিৎ লাভ ও অপমৃত্যু।

বৃষের … … … কিঞ্চিৎ লাভ ও অপমৃত্যু।

মীনের … … … সম্মান, বন্ধন ও অপমৃত্যু।

কন্যার … … … অসম্মান ও অপমৃত্যু।

কুম্ভের … … … বিশেষ সম্মান।

কর্কটের——

সভাপতি মহাশয় এই সময় সহসা দণ্ডায়মান হইয়া, দক্ষিণকর্ণ উত্তোলনপূর্ব্বক, বিশেষ চাঞ্চল্যের সহিত হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, “থামুন্—থামুন্।”

সকলে স্তম্ভিত।

হঠাৎ আটচালার সম্মুখস্থ পথ হইতে বহু কণ্ঠোত্থিত সজোর "হরিবোল" ধ্বনি, অন্ধকার ভেদ করিয়া, সকলের সশঙ্ক হৃদয়ে যমের ডাকের মত আসিয়া পৌঁছিল! ক্যাম্পের মধ্যে যেন বোমা ফাটিল।

সভা চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সকলে সবেগে চেয়ার ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি চাদর সামলাইতে গিয়া বাতিগুলি নিবাইয়া ফেলিলেন।

তখনও কর্ণপূর মহাশয় সচীৎকারে বলিতেছেন—"কর্ক টের—"

কে একজন মহা চটিয়া বলিলেন,—"আর ছক্ক টের মাত্রা বাড়াতে হবে না, মানভূমে কি জান্ দিতে হবে? কোথায় গেল সেই নাটের গুরু গ্রহেন্দ্র ছোঁড়া?—বোঝালে কি না,—এই মাটীর নীচে প্রাচীন যুগের—Observatory (মান-যন্ত্র গৃহ) গজ্‌গজ্‌ ক'রচে! যাক্ না,—গোরে গিয়ে গুছিয়ে আনুক্! ছোঁড়া আবার এক বেয়াড়া মূর্ত্তির রিপোর্টার এনে হাজির,—সেকন্দরী-গজের হাত, আর বলে কি না শটহ্যাণ্ড রিপোর্টার্!"

তখন সকলেই দ্বোর্-মুখো! কেহ বলিলেন,—"আর এক মিনিট এখানে নয়, শেষরাত্রের গাড়ী ধরতেই হবে। একেবারে ইনফ্লুয়েঞ্জার আড়ংয়ে এনে ঢুকিয়েছে!"

একজন বলিলেন,—"বাপ্—একি হরিবোল্—না বাঘের তাড়া! স্থান-মাহাত্ম্য বটে!"

কে কোথায় যে গেল, বুঝিলাম না। অন্ধকার আটচালার মধ্যে আমি তখন হাতড়াইয়া, সভাপতি মহাশয়ের পরিত্যক্ত টেবিল্‌টি

অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আর যাহা হউক, গ্রহের খর্পর হইতে যে খালাস্ পাইয়াছি, ইহাই তখন শান্তি বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু শীতান্তের নব-মশক-কুল সর্ব্বাঙ্গে কামড়ের মক্স আরম্ভ করিয়া আমাকে আকুল ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

এমন সময় টেবিলের নীচে হইতে, চাপা গলায় আওয়াজ আসিল —"আছ নাকি ?"

ছিলাম ত' বটেই, কিন্তু আওয়াজ শুনিয়া, না থাকার সামিলই হইয়া গেলাম, বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

পুনরায় আওয়াজ,—"আমি গ্রহেন্দ্র"।

তখন সামলাইয়া বলিলাম,—"কি বাবা এখনো ছাড়নি, আমি বলি ছেড়েছ !"

গ্রহেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—"শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব !"

কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। সে বলিল— "অন্ধকার থাকতেই সর্তে হবে কিন্তু।"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন বল দিকি !"

গ্রহেন্দ্র বলিল,—যে যার ত' কাজ সেরে নিয়ে ভেগে পোড়ল,' তার পর ?"

আমি বলিলাম,—"তার পর আবার কি ?"

গ্রহেন্দ্র,—"বাজার দেনা—ময়রা, মজুর্ সামলাবে কে ?"

"ও—ওরে ব্বাপ্, বল কি ! এ যে হরিবোলের বাবা ! চল' চল'" বলিয়া, ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

রাত তিনটা না বাজিতেই ধূল্‌পায়ে রওনা !

দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি

চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, স্থূলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সট্‌কার মাথায় অনির্ব্বাণ বাড়বানল,—সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন, আর সান্ধ্য-মজ্‌লিস,—এই চতুর্ব্বেদ চর্চ্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন,—সাতসের দুধে দু'ভরি আফিং সুপক্ক হলে, তার সরখানি তিনি ভোগ লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্ষদদের মধ্যে অধিকারী-মত বণ্টন হ'ত।

ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল,—গো-সেবা, দুগ্ধ প্রস্তুত আর কল্‌কে বদ্‌লে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল সেটি সে দুধ জ্বাল

দিতে দিতেই সেরে রাখতো। কথাবার্ত্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত।

চৌধুরী মশায় কখনো কখনো আন্দাজে বল্‌তেন—"নন্দা, ঝিমুচ্চিস বুঝি! খবরদার বেটা, দোর-গোড়ায় বসে ঝিমুলে গেরস্তোর অকল্যাণ হয় জাননা পাজি, দূর করে দেব।"

নন্দা চোখ বুজেই বলতো—"আপনি দেখলেন কখন হুজুর!"

কথাটা ঠিক! শুনে চৌধুরী মশাই খুসীই হতেন। বড়লোকের, বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়, —লোকসেনে লক্ষণ। প্রজা বেটারা চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে—বাঁধি-ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়,—মতলব হাসিল করে নেয়,—দুঃখ-কষ্ট মাখানো মুখ দেখিয়ে অকস্মাৎ দয়া টেনে বারকরে বসে। এটা ছিল তাঁর পিতৃ-বাক্য। চোখ চাওয়ার তরে রয়েছে ভস্মলোচনরা— নায়েব, গোমস্তা, পাইক্‌, পেয়াদা।

চৌধুরী মশায়ের পেয়ারের নাতী ইন্দুভূষণ আজ বেজায় ব্যস্ত। সে লেখাপড়া ছেড়ে এখন লায়েক হয়েছে। একখানি নাটক লিখে ফেলেছে—"লক্ষ্মণের শক্তিশেল"। তার রিহার্সেলও চলেছে,— পূজার নবমীতে অভিনয়। ইন্দু নিজেই ম্যানেজার আর লক্ষ্মণ—দুই। হনুমানের পাট সে খুব জমাটি করে লিখে ফেলেছে। সে বলে— কি করে যে এমন ফ্লো (তোড়) বেরিয়ে গেছে, সে তা নিজেই জানে না। লেখকদের নাকি ঝোঁকের মাথায় feeling (ভাব) এসে ওরূপ অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়ে দেয়।

বীর রসের কথা এলে তার ধমনীগুলো একসঙ্গে ধড়্‌ফড়্‌ করতে

থাকে, মনের ভাবগুলোকে ঠেলে বারকরে দেয়। লেখাটা ভারি লাগ্‌মাফিক বেরিয়ে যাওয়ায় ইন্দুর মনে বড় একটা আপশোষও রয়ে গেছে,—অমন পার্টটা সে নিজে নিতে পারলে না—কেবল হনুমান নামটার জন্যে। বাল্মীকি এত বড় কবি হয়ে একটা ভাল নামও খুঁজে পাননি!

নেপা হনুমানের পার্ট খুব উৎসাহে সখ করেই নিয়েছে,—করেও ভাল। তার ওপর সে ইস্কুলের খেলায় সে-বচর Long jump আর High jumpএ (লাফালাফিতে) পদক পুরস্কার পাওয়ায়—হনুমানই সাজবার দাবীও তার এসে গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে ইন্দুকে বড় বিচলিত করে দিয়েছে। নেপার বিধবা পিসি খড়দায় থাকেন; তাঁর সঙ্কট পীড়া শুনে নেপাকে সেথায় চলে যেতে হয়েছে। আবার—তাঁর শেষ না দেখে তার ফেরবারও জো নেই,—হাবাতে-মাগীর টাকা আছে! অভিনয়ের সবে আর সাতটি দিন বাকি,—এর মধ্যে কি মাগী মরবে! পাকা হাড়—শ্বাসই টানতে পারে সাতদিন! আপদ দেখ না!

ইন্দু দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। পড়বারই কথা। উত্তরপাড়া একটি উন্নত সমাজ-জায়গা,—সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত অভিজাতের বাড়ীতে অভিনয়। এখনো প্রহসনের প্লট্‌ই সে ঠিক্ করতে পারে নি,—সেই চিন্তায় মাথা ভরে রয়েছে, তার ওপর নেপার পিসির এই ব্যবহার! তাই সে দলের মাতব্বরদের ডেকে পিসি-সঙ্কট হতে উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করবার জন্যে মিটিং কল্ (meeting call) করেছে।

২

চৌধুরী মশাই সপ্তাহকাল কস্ত করে, আজ মরিয়া হয়ে গা-তুলে নিকটস্থ জমিদারিতে দর্শন দিতে বেরিয়ে পড়েছেন,—প্রজাদের কাছ থেকে পূজার পার্ব্বণী আদায়ের জন্যে। ফিরতে—সন্ধ্যার পূর্ব্বে নয়।

এই সুযোগ পেয়ে—মিটিংটা আজ তাঁর বৈঠকেই বসেছে ;—প্রধান উদ্দেশ্য,—নেপার একজন ডুপ্লিকেট (মুস্কিল আসান) ঠিক করে ফেলা, যে, নেপার অনুপস্থিতিতে তার পার্ট যোগ্যতার সহিত করতে পারে।

ভুবন পারে,—অন্তরায় কেবল ওই হনুমান নামটি।

নেপা সম্বন্ধে সন্দেহের কথা আলোচনার পর, সকলে একবাক্যে বললে—"ডুপ্লিকেট নিশ্চয়ই চাই।"

ইন্দু বললে—"চাই তো বটেই, কিন্তু ও-পার্ট করবার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে! বইখানির মধ্যে ওই পার্টটিই আমার প্রাণ ঢেলে লেখা, কারণ হনুমানের মত অমন ভক্ত, অতবড় বীর, আর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রেতায় কেউ জন্মাননি। সেই মহা-পুরুষের কৃপায় লেখাটাও বেরিয়ে গেছে তেমনি। নেপা সাগ্রহে লুফে নিলে, তাই তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারিনি। অবশ্য সে করেও মন্দ নয়। কিন্তু ও-পার্ট যখন অর্দ্ধেক লেখা হয়েছে, তখন থেকে আমার নজর ছিল ভুবনের ওপর। আমাদের মধ্যে ও-ই ছাত্রবৃত্তি পাস, আবৃত্তি

করেও তেমনি, কারণ তার সঙ্গে অর্থবোধ থাকে কিনা—পাখীর মত মুখস্থ বলা তো নয়! কিন্তু নেপাকে তখন ক্ষুণ্ণ করতে পারলুম না। এ কথা সতীশকে privately (গোপনে) বলেও ছিলুম,—মনে নেই সতীশ?

সতীশ বললে—"মনে খুবই আছে, আমি তখুনি তোমাকে বলেছিলুম—এটা তোমার দুর্ব্বলতা।"

"কি কোবব ভাই, আমাকে তোমরা ম্যানেজার করেছ,—সব দিক দেখতে হয়। ভুবন কিছু মনে করে তো—সামান্য ইঙ্গিতেই কারণটা সে বুঝতে পারবে। দেখলে না—তাই তাকে অন্য কোনো ছোটো পার্ট দিতেই পারলুম না, promptingএ (ধর্ত্তায়) রাখতে হ'ল, কারণ প্রম্‌টিংয়ের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আর ওর মত motion দিয়ে accent ঠিক করে (ঝোঁক দিয়ে সরু মোটা খেলিয়ে) প্রম্‌ট্ করতে পারতই বা কে!"

নরেশ বললে—"কথা যখন ফাঁশ হয়েই গেল—আজ তবে বলি,—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কম মতভেদ হয়নি;—সকলেরি ইচ্ছা ভুবন ও-পার্টটি করে, তা হলে একাই মাৎ করে দেবে, আমাদের একটিংয়ের দোষটোস্ সব ঢাকা পড়ে যাবে। ইন্দুর লেখাটা ভুবন একাই সার্থক করে দেবে। ইন্দু হাতজোড় করে বলেওছিলো—"চক্ষুলজ্জায় ভুলটা যখন হয়ে গেছে ভাই—এবারটি মাপ করো—দ্বিতীয় opening থেকে ও পার্ট ভুবনেরই রইলো, এখন change করতে (বদলাতে) গেলেই একটা মনোমালিন্য ঘটাই সম্ভব।" কথাটাও ঠিক্। নেপা যেরকম মেতে রয়েছিল ও আর এ-দিক

মাড়াতো না। তাই আমরা চেপে গেলুম। যাক্—এখন দেখছ তো বাবা—দশের ইচ্ছা কি বিফল হয়,—

শরৎ বললে—"আর ও-সব দুশ্চিন্তা কেন বাবা,—পিসি তো পথ করে দিয়েছে, এখন তিনি গুটি গুটি দশমীতে চোখ বুজুন, আর নেপা টাকার তোড়া নিয়ে এসে জোড়া পাঁটা ঝেড়ে আমাদের গার্ডেন্‌পার্টি দি'ক্—এই প্রার্থনা করি। ভুবন—লেগে যাও ভাই,—তোমার তো সব পার্টই খাড়া মুখস্থ। আমাদের তো মেমারি (memory) নয়—সব শাক্তিগড়! বাংলায় বাপের নামটাও মনে রাখতে পারি না—পেছনে prompter (তন্ত্রধারক) চাই! যাক্—একেই বলে যোগ্য পাত্রে কন্যা দান। কি বল সব!"

সকলে সহাস্যে শরতের প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করলে। একটা আনন্দ-কলরোল পড়ে গেল! তিন পাক্ হুর্‌রে ঘুরে গেল! সকলের চক্ষু ভুবনের মুখের ওপর চম্‌কাতে লাগলো।

ভুবন হাতজোড় করে সবিনয়ে বললে—"আর যা বল সব করতে রাজি আছি ভাই, কেবল ওই কাজটি ছাড়া। কারে পড়ে—নাপার্য্যমানে একজনের বদ্‌লি-খাটার বিড়ম্বনা আমার দস্তুর-মত ভোগা হয়ে গেছে! মাপ্ করো দাদা,—ওতে আমি আর নেই।"

শুনে সকলে সহসা যেন চোট্ খেয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলো। ইন্দু বসে পড়লো। শেষ—ক্ষুব্ধ রোষে বললে—"আমি এখনি 'হনুমান' নামটা কেটে 'মহাবীর' নাম বসিয়ে দিচ্ছি ভাই। যা হয়েছে হয়েছে, এই নাকে কাণে খৎ—রামায়ণ যদি আর ছুঁই! এবারটি মান রক্ষা করে দাও দাদা। ও-পার্ট আর কারুর দ্বারাই ঠিক্ ঠিক্ হবে না।"

"না ইন্দু, ও-কারণে নয় ভাই। আর নয়ই বা কেন,—গ্রামের যে সব ছেলে,—তাদের কাছে তো চিরদিনই ওই নাম বাহাল থেকে যাবে! পরিবার থাকলে সেও মুখ পুড়িয়ে সত্যিকার হনুমান বানিয়ে দিতো। ছেলে থাকলে তার সঙ্গীরা তাকে মর্কট্ সাজাবার দাবী রাখতো,—একপুরুষে মিট্‌তো না। যাক্—তার জন্যে বলছিনা। তোমরা তো জানো—পাশের গ্রামেই আমার মামার বাড়ী, সেইখানেই থাকতুম। সেখানেও সখের যাত্রার ভারি ধুম। দু'বছর আগেকার কথা,—তখন আমাদের রিহার্সেল্ খুব জোর চলেছে,—পালাটা "সীতা হরণ"। সীতা কি রাম লক্ষ্মণ সাজবার মত' চেহারা নয়,—গাইতেও পারি না, সুতরাং সেখানেও আমি ছিলুম "প্রম্‌টার্"। হরিদত্ত সাজবে হরিণ। অভিনয়ের দুদিন আগে—তার হ'ল জ্বর,—কথাটি তো সামান্য নয়—সে যেন রাজপুত্তুরের কলেরা! অবস্থা বুঝতেই পারছো,—সকলেই মহা চিন্তিত।—

"ম্যানেজার এসে আমাকে ধরে বসলেন—"তোমাকে "স্বর্ণমৃগ" সাজতে হবে ভুবন।" কেউ আর তখন "হরিণ" বলে না,—সবাই শোনায় "স্বর্ণমৃগ"! অর্থাৎ—খুব সম্মানের পার্ট্।

বললুম—"ও-পার্ট তো যে-সে একবার ওই সোণালী-বসানো খোল্‌টায় ঢুকে করে আস্‌তে পারে, ওতে তো আর কথাবার্ত্তা নেই।"—

সবাই চক্ষু কপালে তুলে গাঢ়স্বরে বলে উঠলো, কি বলচো ভুবন! কথাবার্ত্তা নেই অথচ সে অভাবকে ভাবে ভরে দিতে হবে, —সে কি যার তার কাজ—না হরিদত্তর কাজ! তোমার ওপর

তাই বরাবরই আমাদের নজর,—intelligent (বুদ্ধিমান) লোক না হলে ও-পার্ট্ ঠিক্ ঠিক্ করা কি তামাশার কথা! পারেন এক মুস্তফি সায়েব,—আর পার' তুমি,—এ তোমার সামনে বলা নয়।"

ম্যানেজার বল্‌লেন—"হরি দত্ত দশ টাকা ঝাড়্‌লে, বললে তার পরিবার দেখতে আসবে, তাকে একটা কিছু সাজা চাই-ই। কি করি, চক্ষুলজ্জায়ও বটে, আর হারমোনিয়ামটা সারাবারও দরকার, তাই দিতে হয়েছিল।" ইত্যাদি।—

"শেষ হরিদত্তর খোলোস্ আমার স্কন্ধেই চাপলো। বড়লোকের" বাড়ী অভিনয়,—বনেদী ব্যবস্থা,—বিপুল আয়োজন। আঁলোয়, ছবিতে, ফুলের মালায় আসর হাসছে। সে পঞ্চবটী দেখলে রাজার ছেলেরও বনে যেতে সখ্ চাপে। আসরে—আতরদান, গোলাপপাস্ রূপোর থাল্ ভরা পান; ট্রে ভরা—বেদানা, মিছরির টুকরো, আদার কুচি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বচ্ প্রভৃতি, আর সুগন্ধ ছড়িয়ে সধূম চায়ের যাতায়াত, চামচের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ! এতদ্দ্বারা অভিনেতা আর গাইয়েরা গলা বজায় রাখবেন,—আর বাড়ীওলার সম্মান বজায় থাকবে।—

"ব্যবস্থা সবই সুন্দর; সকলে গালে দিচ্ছেনও সুন্দর—অর্থাৎ মুটো মুটো,—এস্তোক বনবাসী রাম লক্ষ্মণ সীতা,—মায় কন্‌সার্ট পার্টি! অসুন্দর কেবল হরিণের সে-দিকে নজর দেওয়াটা! এক টুকরো মিছরি, দুটি বেদানা, এক কুচি আদা, একটা পান কি এক চুমুক চা, তার ছোঁবার জো নেই, কারণ—সে যে হরিণ! আর ইণ্টেলিজেণ্ট্ হবার মানেই—স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা, সেটা কেবল

হরিণকেই রাখতে হবে! কিছুতে হাত বাড়ালেই—সবাই—হাঁ হাঁ করে ওঠে! তার কাজ কেবল—ছোটা, লাফানো, হাঁপানো, শেষ তেউড়ে পঞ্চত্ব পাওয়া! হোলোও তাই। হরিদত্ত জ্বর হয়ে বাঁচলো,—আর নীরোগ জলজ্যান্তো আমি তার খোলে ঢুকে—সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে মলুম! Intelligent পশু সাজায় সেলাম্ বাবা!"

হাসির হাউই ছুটে গেল। সবাই বললে—"Bravo ভুবন, এমন বর্ণনা আর কে শোনাতে পারতো! ও পার্ট ভাই তোমাকেই করতে হবে—তা না তো প্লে একদম মাটি,—তা লিখে রেখো।"

শেষটা দলের সকলের একান্ত অনুরোধে, আর ইন্দুর কাতর অনুনয়ে ভুবনকে রাজি হতে হল। ইন্দুর দুশ্চিন্তা দূর হল। হুররের হল্লায় সভাও ভঙ্গ হল।

৩

চৌধুরী মশাই আজ বেলাবেলি জমিদারি থেকে ফিরেছেন,—মেজাজ্ খুব খুস্। পার্ব্বণী আদায় হয়েছে পূজার খরচের দেড়া। তাই কাপড় না ছেড়েই সর্ব্বাগ্রে—প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম সেরে, বৈঠকে ঢুকেছেন। নন্দা সট্‌কা ধরিয়ে চট্‌কা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল।

ইন্দুভূষণ পাশের কামরায় বসে—প্রহসনের প্লট্ ভাবছে। মাথায় বোমা মেরেও কিছু পাচ্ছেনা। মাঝে আর পাঁচটি দিন মাত্র।

পিসির পাল্লা পেরিয়ে শেষ প্রহসন যে মাথায় হুতাশন জ্বেলে দিলে! অন্যমনস্কে পেন্‌সিলটে কামড়ে কামড়ে দাঁতনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্লটের কিন্তু পাত্তা লাগছেনা।

চৌধুরী মশার আজ মেজাজ্‌ "সরিফ্‌"। ইন্দু তাঁর পেয়ারের নাতী। চৌধুরী মশার মেজাজ্‌ মশগুল থাকলে ইন্দুকে ডেকে কিছুক্ষণ রহস্যানন্দ উপভোগ করতেন। আজো তার ডাক্‌ পড়লো!

ইন্দুকে উঠে আসতে হল,—কিন্তু বিরক্ত ভাবে।

চৌধুরী মশাই একবার মুখ তুলে চেয়েই—চোখ বুজে সুহাস্তে বললেন—"বিকেল বেলা হাতে দাঁতন যে বড়,—রোজা রাখছিস্‌ নাকি!"

ইন্দু তাঁর কথাটা আগে বুঝতে পারেনি, পেনসিলটায় নজর পড়্তেই বুঝলে। বললে—"আপনি যখন মুক্ত-কচ্ছ হয়েছেন, তখন আমাকে তো ধর্ম্মরক্ষা করতে হবে!"

বলাই বাহুল্য চৌধুরী মশাই বসলেই মুক্ত-কচ্ছ হয়ে পড়তেন।

চৌধুরী মশাই উপভোগের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভুলটা সেরে নিয়ে,—"জিত্‌" বলেই বালিশের তলা থেকে একখানা দশটাকার নোট বার করে ইন্দুর হাতে দিলেন।

* *

*

তখনকার ন্যাসানাল থিয়েটারে "দুর্গেশনন্দিনীর" প্রথম অভিনয় রজনী। আয়োজনের অন্ত নেই। জগৎসিংহ নাকি ঘোড়ায় চড়ে appear (হাজির) হবে। গ্রামের দ্বালে দ্বালে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে,

বাগানের ফটকে ফটকে—বড় বড় অক্ষরে সোনার জলে ছাপা "পোষ্টার্",—তাতে লেখা—

কেনা জানে বঙ্গে রঙ্গে বঙ্কিম লেখনী,
কেনা জানে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী

ইত্যাদি।

যাতায়াতের সময়, উঁচু নীচু গ্রাম্য পথে গাড়ি যতবার টক্কর খেয়েছে—ততবারই চৌধুরী মশাই—'খেলে কচু পোড়া" বলেছেন আর চেয়েছেন। সেই সময় ঝক্‌ঝকে হরপের "পোষ্টার"গুলোও এক একবার নজরে পড়েছে,—এক একটা কথা পড়েও ফেলেছেন, সবটা সাপটাতে পারেননি। তবে—আন্দাজে আর বুদ্ধির জোরে ব্যাপারটা সমঝে নিয়েছেন।

ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দুর্গেশনন্দী" লোকটা কে হে? দোকানটা কোথায়—বরানগরে বুঝি? বেজায় বেড়ে উঠেছে দেখছি। মেয়ের বিয়েতে সোনার জলে হেঁয়ালি ঝেড়েছে দেখলুম। তেল বেচে,—না? তা না তো এতো তেল!"

ইন্দু হেসে বললে—"নন্দী" কোথায় দেখলেন,—"দুর্গেশনন্দিনী।"

"ঐ হোলো,—বাংলা বুঝিনারে শা—। না হয় দুর্গোনন্দির মেয়ে, —এই তো?"

"না—না, ও একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা। অমন বই পড়েন নি। তার একটু যদি দেখেন, নাওয়া খাওয়া ঘুরে যাবে,—সবটা না দেখে ছাড়তে পারবেন না, অবাক্ হয়ে যাবেন!"

"থাম্ থাম্—নন্দির মেয়ে দেখে ওঁর দাদামশার নাওয়া খাওয়া ঘুরে যাবে,—হ্যাংলার মত অবাক্ হয়ে দেখবে। ইষ্টুপিড্! সে বটে "গোলেবকালী", আলবৎ—কেতাব বটে।"

"কি বলচেন দাদা মশাই,—বইখানা যুগান্তর এনে ফেলেছে।"

"অ্যাঁঃ—কলি-প্রবেশ হয়ে গেছে তাহলে!"

"না দাদামশাই, অমন সুন্দর বই বাংলা ভাষায় আর বেরয়নি। পড়বার তরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।"

"বলিস কি! "মজনুর" চেয়েও ভাল?"

"কিসে আর কিসে! সে না দেখলে আপনি আইডিয়াই করতে পারবেন না। অমন একটি আয়েসা দুনিয়া ঢুঁড়ে বার করতে পারবেন না।"

"এটা কি মাস র‍্যা?"

"কেন?—আশ্বিন?"

"এ দুটো মাস আর বাতিক বৃদ্ধি করে মাথা খারাপ করিস নি। কটা দিন কোনো রকমে কাটিয়ে দে ভাই। অঘ্রাণের তেরোটা দিন বাদ দিয়ে তোর মুখ বন্ধ করছি রোশ্।"

"আপনি তো শুনবেন না! কি ঘটনা-বিন্যাস,—সে না শুনলে—"

"বটে! লেখকের বাড়ী কোথায়,—যাত্রার দল আছে বুঝি?"

"না—না,—মস্ত বিদ্বান্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বাড়ী কাঁটাল-পাড়ায়।"

"বলিস কি—ডিপুটি! ওঃ—বুঝেছি, আইন-আকবরির তর্জ্জমা

করেছে ! যাঃ আর জ্যাঠামী কর্‌তে হবে না। আগে দেখ, শোন, শেখ।—ওই জামতাড়া, নারকোলডাঙ্গা, ডুমুর-দ, বেলঘরে, বেলগেছে, কলাগেছে, কাঁটালপাড়া—ও সব জায়গার লোক ফলহরি ঠাকুরের ফলোয়ার (follower)—তারা আবার বই লিখবে! লিখলে,—আমলকী কি বয়ড়া বানিয়ে বসবে। আর কি ভারতচন্দ্র আছে,—এক কেতাবে খেতাব বেরিয়ে গেল,—"মেদিনী হইল মাটি," খবর রাখিস ?

ঘোষ বলিলেন,—"আচ্ছা—আজ সন্ধ্যের পর শোনাস্ দিকি,—সে সময় পাঁচজন পাকা সমঝদারও থাকবে, বোঝা যাবে কেমন কেতাব।"

"আপনি তো তখন ঢোলেন।"

"অজ্ঞান তো হই না রে,—একটু চেঁচিয়ে পড়িস্;—আমি হুঁ দিলেই তো হ'ল।"

* *

*

সন্ধ্যার পর চৌধুরী মশার সমঝদার-পারিষদেরা একে একে সব উপস্থিত হলেন। তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক চলতে লাগলো। ভৃত্য নন্দা—দোরের বাইরে আসন নিলে। তার কাজও ঢোলা, আর মাঝে মাঝে কল্‌কে বদলে দেওয়া।

ইন্দু বই হাতে করে উপস্থিত হতেই, চৌধুরী মশাই বললেন—"বুঝ্‌লে বিশ্বম্ভর—ইন্দু আজ আমাদের একখানা বই শোনাবে বলে

বায়না ধরেছে। কাঁটালপাড়ার কে ডিপুটি টঙ্কনাথ বাবু নাকি লিখেছেন—”

“আজ্ঞে—বঙ্কিম বাবু।”

“ঐ হল,—আসল অক্ষর তো বাদ দিইনি, ‘ঙ’য়ায় ক’য়ে তো বজায় রেখেছি রে। আচ্ছা—স্বরু কর্”—

হরদেব খুড়ো তাস পেড়েছিলেন, অনিচ্ছায় তুলে রাখলেন। শম্ভু বাঁড়ুয্যে বেজার-মুখে—একটা আকর্ণ বিস্তৃত হাই তুলে, দেল ঠেশ দিলেন।

ইন্দু আরম্ভ করলে, চৌধুরী মশারও ঢুলুনি এল’।

ইন্দু যেই বলেছে—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ—

চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল মেরে আসছিলেন,—চোখ বুজেই বলে উঠলেন—“বাস্ করো—গল্‌তি হায়। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কখনো হতেই পারেনা,—এই সব বই লেখা! মানসিং লোকটাই বা কে—কার পুত্র, কাদের দরোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে? তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন—যে, সবচিন লোক, আবি কেটে দাও। লেখো—ওল্‌সিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্য পুত্র কচু সিংহ, তেকার পুত্র ঘেঁচু সিংহ, তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও-পাড়ার মেনকা ঠান্‌দি মেয়েমানুষ হলে কি হবে—সেটা তাঁর অদৃষ্টের দোষ, তাঁরও এ সব জ্ঞান আছে। নিজে মেনকা, মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নাম লক্ষ্মী! খুঁট ধরলেই পটাপট্ তিনপুরুষ আপসে বেরিয়ে আসে। বই কি লিখলেই হল! কি বল’ হরদেব?”

"বলবো আর কি,—আর কি দেবীবর আছেন। তিনি থাকলে এসব যথেচ্ছাচার ঘটতে পেত না।" এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

কালীবর রায় বললেন—"ছেড়ে দাওনা, ও-কথা আর বাড়িওনা আমাদের মহাদেব খুড়োর ছেলের নামকরণ হয়েছে "মেঘনাদ"! সতী সাধ্বী বিন্দু খুড়ির কলঙ্কটা একবার বোঝো! কার্ত্তিক নয়, গণেশ নয়! "মেঘনাদ" হয় কি করে! সমাজ কি আর আছে? তিনি লজ্জায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিয়েছেন। যাক্—ও পাপ কথা ছেড়ে দাও।"

চৌধুরী মশার তে-ভাঁজ থুতনিটা তখন বুকে ঠেকে থেবড়ে ছিল। সেটা ঈষৎ চাগিয়ে বললেন—"ছেড়ে দাও কি রকম,—আমরা জিতা থাকতে জাতটা চোখের সামনে বর্ণসঙ্কর মেরে যাবে নাকি! কাল মহাদেবকে ড্যাক্ দাও। বুঝলে?"

যাক্, ইন্দুকে অনেক করে সে ধাক্কা সামলে সুরু করতে হল। চৌধুরী মশার থুতনি আবার তাঁর বুকের ওপর থেবড়ে বসলো। সট্‌কার নলটা হাত থেকে খসে পড়লো। এক একবার চমক্ আসে আর বলেন—"হুঁ—তার পর।"

ইন্দু তখন এগিয়েছে,—"বিমলা আর তিলোত্তমা তখন শৈলেশ্বরের মন্দির মধ্যে; বাইরে—ভয়ঙ্কর ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাৎ"—

চৌধুরী মশাই চম্‌কে দুবার 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করে ভৃত্যকে বলে উঠলেন—"নন্দা ঢুলছিস বুঝি,—দেখছিস না, হারামজাদা, মাথার ওপর কী প্রলয়কাণ্ড! গরুগুলো বাইরে নেই তো,—শীগগির তুলে ফেল। উঠলি?"

ইন্দু থামেনি,—"রমণীদ্বয় ভয়ে জড়সড়।"

শুনেই চৌধুরী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—"কোনো ভয় নেই মা—এ ভদ্রলোকের বাড়ী। নন্দা—গিন্নিকে বল্—চট ওঁদের বাড়ীর মধ্যে নে' যান। গেলি?"

ইন্দু ছাড়েনি,—"এমন সময় জগৎসিংহ মন্দির দ্বারে করাঘাত ক'রে বললেন—"মন্দির মধ্যে কে আছ—দ্বার খোলো"—

চৌধুরী বেজায় চটে বলে উঠলেন—"খেলে কলা পোড়া,—মেয়েদের বলে দ্বার খুলতে! বেটার বাবার মন্দির! নন্দা—আবি গলাধাক্কা দেকে নিকালো। গিয়েছিস?"

ইন্দু শোনাবেই,—"দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় দমকা হাওয়া ঢুকে প্রদীপ নিবে গেল।"

"অ্যাঁ—ও বেটাও ঢুকলো নাকি? কি দেখচো হে হরদেব!"

ইন্দু—"শুনুন না,—জগৎসিংহের মন্দির মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকালো, অমনি তিলোত্তমার সঙ্গে তাঁর চারি চক্ষে মিলন।"

"এই মাথা খেলে" বলেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুক্তকচ্ছ চৌধুরী ওঠবার উপক্রম করলেন। চীৎকার করে উঠলেন—"শিবের মন্দিরে বেল্কোমো,—পাহারাওলা—পাহারাওলা—! আচ্ছা হরদেব, মেয়েগুলোই বা কি রকম!—এই দুর্য্যোগের রাতে,—আমারি শিবমন্দিরে—অ্যাঁঃ! নন্দা—ছাতাটা দেতো। উঃ কি বিদ্যুৎ,—চোখ সামলাও হরদেব,—চোখে পড়তে পারে,—পোড়—লো!"

এই বলে—বোজা-চোখ সজোরে বুজলেন।

উঠে পড়েন আর কি—"ওঃ কি দমকা!"

ইন্দু অনেক করে বুঝিয়ে বসালে। বললে—"আমি দেখছি দাদামশাই।"

"তুই কি দেখবি,—তোর যাওয়া হবে না,—ওরা কাটের পুতুল নয়। দেখলিনি পাজি—বিদ্যুতে শুভদৃষ্টি! কি হে হরদেব,—কিছু বলচো না যে"—

"কি বলবো বলুন। তাস খেললে আর এসব বিভ্রাট ঘটেনা। অমন নিরীহ জিনিসটি আর নেই। বিবিগুলো পর্য্যন্ত বাড়ীর চেয়ে ভালো—মুখে কথাটি নেই।"

"সে তো বুঝলুম,—এখন উপায়? মন্দিরের তো দফা—বুঝলে, শিবেরও মাথা খেলে! এখন শুদ্ধির উপায় করো।"

"আজ্ঞে—তারিণী পুরুতকে ডাকতে পাঠান্। কাল প্রাতেই পঞ্চগব্য চড়াতে হবে, আর দ্বাদশটি,—সে তো জানেনই।"

"এই নন্দা, শুনলি! সারা রাতের বেবাক্ গোবর আর শ্রী চোনা—একরত্তি যেন নষ্ট না হয়। শোন্—সাতটা গরুরই—সবটা। ব্যাপারটি সোজা নয়,—বুঝলি।—

—"দিন যায় তো ক্ষণ যায়না হে! হারামজাদাকে বলি—শীতল-আরতি হয়ে গেলেই তালা বন্ধ করতে; শুয়ার হর্গিজ্ শুনবে না! দূর করে দোবো।"

চৌধুরী বলেই চললেন—"হ্যাঁ—কি নাম বললে—তিলের ধামা আর কি? কি বিদকুটে নাম রে বাবা! না ক্যান্তো, না লক্ষ্মী, না বিধু! ওরা কখ্খনো ভাল মেয়েমানুষ নয়। খবরদার ইন্দু—

ওদিকে যেতে পাবিনি, ফের বিদ্যুৎ চম্‌কাতে পারে। তোর এতো ছটফটানি কেন রে রাস্‌কেল? বোস্‌ এখানে।"

এই বলে, ইন্দুর হাত মনে করে, সটকার নলটা ধরে জোরে টান্‌ মারতেই—গড়গড়িটা উল্‌টে পড়ে—লঙ্কাকাণ্ড!

এতক্ষণে চৌধুরী মশার ঘুমের ঘোরটা একেবারে কেটে গেল, চোখও খুলে গেল।

ইন্দু হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বললে—"তারিণী পুরুত বললেন, আপনাকে নেড়া হয়ে প্রাচিত্তির করতে হবে।"

চৌধুরী মশাই একদম্‌ অবাক্‌—"কেন? মুঙ্‌লী মরেছে বুঝি, —গলায় দড়ি ছিল?"

এতক্ষণের ঘটনাটা তাঁর মাথায় ধোঁয়াটে মেরে ঘোলাচ্ছিল, কিছু ঠিক্‌ করতে পারছিলেন না। ইন্দুর কথায় যেন কোয়াশা কেটে গেল;—তবে তো সত্যি!

সহসা চটে উঠে "হারামজাদ্‌ মোশা মাছিতে মেঘ দেখতে পায় আর তুমি বেটা চোখ বুজে বসে আছ"—বলেই নন্দার পিটে পটাপট চটি প্রহার। সে হাসতে হাসতে ছুটে পালালো।

ইন্দু তাঁকে ধরে বসিয়ে বললে—"আজ্ঞে—শুধু তাই নয়,—শিবের মন্দিরে ঐ যে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কাণ্ডটা"—

"ওঃ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তারা কি এখনো"—

"না,—তাঁরা বোধ হয় বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন। আমি দেখে আসছি দাদামশাই,—এক মিনিটও লাগবে না,—এলুম বলে।"

"দাঁড়া বল্‌ছি ছুঁচো! তোর এতো দেখতে যাবার মাথাব্যথা

কেন রে ইষ্টুপিড্! শুনলে হরদেব,—আমার নীতিবোধপড়া নাতী কি বললেন—"তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন!" তাঁরা!! ওরে গাধা—তোর দাদামশাই জানে—তারা ঘরে থাকবার নয়! নন্দা দেখ্ দিকি, অমনি গোবরজল ছড়া দিয়ে আস্‌বি;—আর আমার জন্যেও একটু গঙ্গাজল আনিস—কান দুটো ধুয়ে ফেলি!"

*　　*　　*　　*　　*

ইন্দু তখন সদরবাড়ীর বাগানে আনন্দাতিশয্যে ছুটোছুটি করছে, আর আপনা-আপনি হো হো করে হাসছে, আর হাঁপাচ্ছে।

রিহার্সেল্-ঘরে না পেয়ে শরৎ তাকে খুঁজতে এসে তার অবস্থা দেখে অবাক্!

"কি হে—ব্যাপার কি? একা একাই সিদ্ধি চড়িয়েছ নাকি?"

ইন্দু—"সখি রে কি কহিব আনন্দ ওব।

চড়াইনি—লাভ করেছি।"

"কি রকম?"

"ভাই সারা বিকেলটা প্রহসনের প্লটের জন্যে মাথায় পেরেক ঠুকেও একটা প বার করতে পারিনি,—পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম। পিসি-পর্ব্ব পার হয়ে শেষ প্লট ঠেকে গেলুম! এই অবস্থায়—

"স্বপ্নে কহি দিলা দেবী"।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?"

"না হে,—ভূতাবিষ্ট দাদামহাশয় প্রমুখাৎ,—একদম খাঁটি স্বপ্নাদ্য!"

আমাদের সন্‌ডে সভা (২)

আমাদের Sunday (সন্‌ডে) সভার কয়েকজন প্রবল সাহিত্যিক সভ্য আছেন, তাঁরা সাহিত্য নিয়ে বহু অনর্থও ঘটান। যে-সব বিষয় চাগানো যায় না—সে-সব তাঁরা অনায়াসেই বাগিয়ে থাকেন।

এই সাহিত্য-সভা প্রতি রবিবারে বিডন স্কোয়ারের সতীনাথদের বৈঠকখানায় বসে। কালাচাঁদ খুড়ো হচ্ছেন এই সভার স্থায়ী সভাপতি। তিনি অশেষ গুণসম্পন্ন বেদাগ কুলীন, উৎকট বর্ণাশ্রমী এবং স্কলার (scholar)—বিদ্যা-ধুরন্ধর।

কালাচাঁদ খুড়ো হচ্ছেন কর্ম্মকাণ্ডী লোক—অগ্নি-হোত্রী, তাঁর পেটে সর্ব্বক্ষণই আগুন জ্বলছে। পত্নী বিনা এঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম অচল,

তাই বয়সটা তৃতীয়াশ্রমের দিন-ঘেঁসে এলেও, তৃতীয় পক্ষে ফেঁসে গেছেন। তবে বুদ্ধিমানদের সুবিধে এই—তাঁরা সব দিক্ বজায় রাখবার রাস্তা বানাতে পারেন। খুড়োও বিবাহ আর বানপ্রস্থ কোনটাই বেহাত হ'তে দেননি,—বিবাহটা বনগাঁয়ে ক'রে শ্বশুরালয়ে বনং ব্রজেৎ হিসেবে বাস করছেন। সম্প্রতি পরিবারের অরুচিরোগ ধরায়, কলকেতায় বাসা নিতে হয়েছে,—কারণ এখানে অসময়ের জিনিষটিও মিলবে,—ধানিলঙ্কার আচার, চন্দনের মোরব্বা, চরণা-মৃতের কুল্‌পী, মায় মহাপ্রসাদের চপ। এ ক্ষেত্রেও তিনি বানপ্রস্থ বজায় রেখেছেন—হাতীবাগানেই থাকেন। শক্ত সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারেন বলেই—তিনি Sunday সভার স্থায়ী সভাপতি।

সতীনাথ আর ঘরজামাই বিলাসবন্ধু এই দুই সাহিত্যিক গল্প লিখতে লিখতে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছেন, অধুনা নূতন plot (প্লট্) পাচ্ছেননা—ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছেন,—স্বস্তি নেই। গত সভায় তাঁরা সভার সাহায্য প্রার্থনা ক'রে বলেন—plot (প্লট) পেলে তাঁরা চট্ পূজার পূর্ব্বেই সচিত্র, সুদৃশ্য বুকফাটা বই বাজারে হাজির ক'রে সাহিত্য-ভাণ্ডার ভরে দিতে পারেন। কিন্তু সাহি-ত্যিক সফরীদের দৌরাত্ম্যে plot (প্লট) তলাতে পায় না।

খুড়ো সেবার দয়া ক'রে পতিতাদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন; তাতে উপন্যাস বেশ ঘোরালো হয়েও আসছিল। এমন সময় দেখি, বছর না ঘুরতে হঠাৎ পতিতারা promotion (প্রোমোসন্) পেয়ে কেউ পুলোমা কেউ লুক্রেশিয়া দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘরজামাই বললেন—"সাহিত্যিকদের খরচের খাঁকৃতিতেই খেয়েছে! Brotherদের (ব্রাদারদের) দোষ দিতে পারি না —গবেষণার ল্যাবরেটারী (Laboratory) রাখা ত সোজা নয়। যাক্—এখন আমাদের একটা উপায় নিবেদন করুন,—যত ব্যানার্জ্জি মুখার্জ্জি, ভট্টাচার্জ্জিদের উৎপাতে এনার্জ্জি (Energy) আর থাকছেনা।"

অন্যতম সভ্য মাষ্টার বললেন—"আমি বলি কি, তোমরা "স্বরাজ" সবজেক্ট্ সুরু কর না, তা হ'লে নতুন"—

ঘরজামাই বিলাসবন্ধু বিরক্তভাবে বললেন—"মাষ্টার, থামো—মিছে vex কোরো না, এ তোমার Algebra নয় যে X লাগালেই ফতে। এ সব কঠিন মনস্তত্ত্বের কথা।"

যাক্, প্রশ্নটা শেষ সভাপতি খুড়োর কাছেই পৌঁছে গেল। তিনি বললেন—"পতিতা-সমস্যা এখনও যথোচিত ঘাঁটা হয়নি। তাঁদের সতীতা দেখাবার সকল দিক্ এখনও ফুরিয়ে ফেলাও হয়নি। তবে ঐ যে স্বরাজের কথা বললে, ওতে আমি নারাজ; তার কারণ, আমাদের রাজের অভাব নেই, বরং "অরাজ" হ'লে গড়বার পথ পাওয়া যায়। সিরাজ ছিলেন, ইংরাজ রয়েছেন, কবিরাজ বহুৎ, বাতরাজ গায়ে গায়ে, ধিরাজ, অধিরাজ, দেবরাজ, গন্ধরাজ, সরফরাজ, হংসরাজ, পশুরাজ,—এ সব আছেনই। পক্ষীরাজ যথেষ্ট, ভোজরাজ আছে বিস্তর। রাজের ফর্দ্দ আমাদের দরাজ রয়েছে। এর ওপর আবার স্বরাজ সামলায় কে বল!

"তবে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সাহিত্যক্ষেত্রটি ছোট্ট নয়,

এর দায়িত্ব বছর বছর বেড়ে চলেছে। মাসিকগুলির পাতা ওলটালেই পাত্তা পাবে, 'পতিতাত্মা' না ফুরুতে ফুরুতে 'অন্ধেরা' দেখা দিয়েছে। এরা এত দিন পোলের মুখে আর গির্জ্জের ফটকেই থাকতো। মাসিকে ঢুকে মনুষ্যত্ব আর মনস্তত্ত্ব দুই বেশ ফলাও করবার field পেয়েছে। এখন অন্ধের যায়গায় 'খঞ্জ' খাড়া ক'রে দেখ দিকি বাবাজীরা, ফলটা কেমন দাঁড়ায়! আমার বিশ্বাস—খঞ্জরা না দাঁড়াতে পারলেও ফলটা ভালই দাঁড়াবে। অন্ধদের হাত ধ'রে নে-যেতে হয়, খঞ্জদের কাঁধে ক'রতেই হবে, সুতরাং অন্ধর চেয়ে খঞ্জ উঁচু চলবেই। আমার দৃঢ় ধারণা—উতরে যাবে, আর উপহারেই উঠে যাবে। 'সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত' লিখতে ভুলনা বাবাজি!

মাষ্টার বললেন—"খঞ্জরা যদি দেড়-মণের বেশী ভারি হয়,—চাগাবে কে?"

বিলাসবন্ধু মুখভঙ্গী ক'রে বললে—"বোঝনা-সোজনা, বেমক্কা বাধা দিও না! চাগাবার জন্যে তোমাকে ত' কেউ ডাকতে যাবে না। যে চাগাবে, আর যারে চাগাবে, তাদের গড়ন ত আমাদের কলমের মুখে।"

কালাচাঁদ খুড়ো বললেন,—"থাক ও সব। তবে, সত্যিই দুর্ভাবনার দিন এসেছে দেখছি। তোমাদের মান রাখতে আর মডেল্ বন্‌তে "বৌদি"দের—ছেলেপুলে মানুষ করা, রাঁধা-বাড়া, সংসার ধর্ম্ম, ছাড়তে হচ্ছে। খাঁটি দিশী-মশলার মধ্যে ওই মাত্র ভরসা। আর যা' চলছে তা' চ'লে কেবল পাঠক পাঠিকাদের গল্প না হ'লে চলেনা বলে'। তবে'—মুড়ো মারবার জায়গাও

জুটেছে মন্দ নয়—মুক্তিক্ষেত্র কাশী! যা নিয়ে গিয়ে ফেলবে—একটা গতি হবেই। এখন ঘোমটা ঘুচিয়ে, পর্দ্দা ফেঁড়ে ফর্দ্দা ফিল্ড না বানাতে পারলে—আওতা কাটবেনা বাবাজি! যাক্—ক্রমে হবে। আপাতক উপোসটাকে উদ্দেশ্য করতে পারলে, লেখার কাজটা চলবে ভালো,—এটা আমার পরীক্ষা করা আছে। পেটই নব নব ভাবে পোঁছে দেবে; ভরা পেটের কাজ নয় বাবাজি! দেখে নিও—এখন হাজার কাপি কাটাতে পাবলিশারদের ব্যাঙ্গার ধরবেনা।"

মাষ্টার ব'লে উঠলেন—"বিক্রীটাই কি তবে বই লেখার উদ্দেশ্য?"

ঘরজামাই বিলাসবন্ধু বেজায় চ'টে বললেন—"নাঃ—তা কেন! ভিটেয় যে দেড়খানা ঘর এখনও ঝুঁকে আছে, তাদের কেতাব দিয়ে ঠেশে আ-কড়ি ভরাট ক'রে রাখাই বই লেখার উদ্দেশ্য, কড়িতে আর বাঁশের চাড়া দিতে হবে না। আর নিজেরা উঠোনে open airএ (খোলা হাওয়ায়) লাউমাচার নীচে দিব্যি আরামসে শোয়া!"

মাষ্টার চুপ ক'রে থাকতে পারেন না, সকল বিষয়েই তাঁর কিছু বলা অভ্যাস। তিনি দু'বার কেসে হাঁ-টা বাগাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চৌকাঠে এক অদ্ভুত চেহারার আবির্ভাব হ'ল।

বয়সটা হবে ২২।২৩, বড় বড় চুলগুলি রুক্ষ উসকো-খুসকো হ'লেও টেরি ট্যেড়া মারেনি। চোখে সোনার চশমা, পরনে হাঁটু-বহরের খদ্দর, আদুড় পা, গলায় অর্থাৎ বুকে পিঠে ট্যাড়্চা ধরণে

—সাত রংএর সিল্কের চৌখুপি উত্তরীয়! কোন খোপে সোনার জলে লেখা—"পতিতার পরিণয়" কোন খোপে "সতীসৌধ," কোনটায় "ফুটপাথে পাওয়া", কোনটায় "ঘরে না পথে", "নির্জ্জলা প্রেম" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোকরা সবিনয়ে হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "আমি 'ভাগ্যহীন' পিতৃদায়গ্রস্ত, তাঁর উর্দ্ধদৈহিক উপায়ার্থে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি।"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌ছি, সভ্য গররাজি ভায়া বল্‌লেন, "যাঁরা মরতে হবে ব'লে একদিনও ভাবেননি—আমাদের এখানে এমন সব বড় বড় রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর—সকালে, বিকালে, অকালে, রাত্রিকালে মরেছেন; তাঁদের যোগ্য, অযোগ্য সুযোগ্য কোন ছেলেকেই ত কিংখাপের কাছা চড়াতে দেখিনি। তুমি দেখছি তা'দের উচিয়ে উঠেছ,—আবার সাহায্যভিক্ষা কি রকম?"

আগন্তুক ছোকরা বল্‌লে, "সনাতন নিয়মমত আমি দ্বারস্থ হয়েছি, এই কথাই জানিয়েছি"—

গররাজি ভায়া ছিলেন তিরিক্ষি মেজাজের সভ্য—একটি জীবন্ত negative plate (কাণা-গরু,) তিনি বল্‌লেন, "ভাগ্যহীন অবস্থায় লোক আত্মীয়-স্বজন আর জ্ঞাতি-কুটুম্বেরই দ্বারস্থ হয়।"

আগন্তুক বল্‌লে, "আজ্ঞে, বাঙ্গলা দেশের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে আমার আপনার জন—"

কালাচাঁদ খুড়ো চুপটি ক'রে শুনছিলেন; বল্‌লেন, "উনি ভাগ্যহীন হলেও বাক্যহীন ত নন; আমাদের সাড়ে-তিন নম্বরের

নিয়মটা ভুলে যাচ্ছ কেন বাবাজি! আগে পরিচয় নিয়ে তবে কথা কইবে,—সময়টা সোজা নয়! শুনিয়ে দাও ত ছোকরা।"

আগন্তুক বললে. "আমাদের বাস্তুভিটে এই কলকেতাতেই। আমার নাম 'টল্প।' পিতার নাম "গল্প"!"

মাষ্টার চমকে উঠে বললেন,—"অ্যাঁ—তিনি গত হ'লন কবে? আ হাঃ—হাঃ! কি হয়েছিল?"

টল্প। আজ্ঞে, বয়স হয়েছিল, তার ওপর ও-সব কড়া মশলা সইবে কেন! আগাগোড়া জোড়া জোড়া দীর্ঘশ্বাস, চোখ পড়লেই প্রণয়, আবার সতীসাধ্বী-পতিতারা জুটলো। সইবে কেন? 'ছিল আমানি-থাওয়া ধাত, কিন্তু যখন-তখন সব চা থাওয়াতে সুরু করালে। শেষ যেটুকু ছিল, মোটরে ঘুরিয়েই ফুবিয়ে দিলে! এত উপদ্রব এক জনের ওপর—গরীব দেশে গাড়ী-বাবান্দা বানাতে বানাতে আব এলবম্ গোছাতে গোছাতে একদম সাবাড়—"

মাষ্টার। আহা, তাঁর এক-প্রকার অপঘাতই হ'ল!

আগন্তুক। আজ্ঞে, তা' না ত আর কি! প্রমাণও ত পাচ্ছি। নইলে আজকাল মাসিকে গল্প দেখলে মেয়ে-পুরুষে ভয় পাবেন কেন? অনেকেই বলছেন, নামধাম বদলানো সেই একই মূর্ত্তি, একই সুর। কারুর দেখা প্ল্যাটফর্‌মে, কেউ দেখেছেন বোটানিকেলে, কেউ দ্বিতলের দক্ষিণ বাতায়নে, কেউ চলন্ত মোটরে, কেহ বা থিয়েটারের কি বায়স্কোপের বাক্সে। বিভিন্ন পোষাকে সেই একই মূর্ত্তি! ভূত না হ'লে একা এত যায়গায় কি কেউ একই সময়ে দেখা দিতে পারে, না কেউ দেখতে পায়!

মাষ্টার। তা ত বটেই, তা হ'লে গল্পের গয়া—

আগন্তুক। আজ্ঞে, তাই ত শেষ দাঁড়ালো—

অন্ত সভ্য বেকার বেণী সরকার বল্‌লেন, "এটা কি আগে কিছু বুঝতে পারনি, বাবাজি!"

টঙ্ক। ও বয়সে তাঁ'র পোষাক-পরিচ্ছদে খুব ঝোঁকটা পড়েছিল বটে। ভেতরটা যত খেলো মারছিল, ওপরটায় ততই কিংখাপ চড়াচ্ছিলেন। তাতে বাবা বেগড়াচ্ছেন ব'লে একটু সন্দেহ যে আসেনি, তা নয়। তবে বাহ্য সম্ভ্রমে টাকাটা বেশ টানতে লাগলেন দেখে, চোখ বুজেই ছিলুম।"

মাষ্টার একটা বড়-কিছু বলবার ফাঁক খুঁজছিলেন। চট গলা বাড়িয়ে সুরু করলেন, "এতে তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়, moral একটু বেগড়ায় বটে। ইংলণ্ডের এক জন নামজাদা author (লেখক) বলেছেন,—"A thief in fustian is a vulgar character, scarcely to be thought of by persons of refinement, but dress him in green velvet with a high-crowned hat * * * and you shall find in him the very soul of poetry and adventure."

টঙ্ক। উত্তম কয়েছেন, কিন্তু বেশী দিন চলে না। তাই ললাটলিপি হঠাৎ মলাট ফুঁড়ে দেখা দিলে। আমি কাঁদতে লাগলুম। বাবা বললেন—"আজ কাঁদছিস্ কি, মরেছি কি আমি আজ! কেবল ভূত হয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এই মহালয়ার শ্রাদ্ধটা সেরে—গয়ায় যা,—রেলে concession (কন্‌সেসন্) পাবি!"

বললুম—"তা হ'লে যে গল্পের দফা গয়া হয়ে যাবে!"।

বাবা বললেন—"তা কি হয় রে পাগল, কারবার যেমন চলছিল, তেমনই চলবে। লোকে চাইবে 'গল্প'—মালে মিলবে 'টল্প।' এই যা। বিষের ব্যবসাও চলে রে!"

সতীনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, 'এর' সঙ্গে উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই ত?"

ঘরজামাই মুসড়ে আসছিল, উত্তরটা শোনবার জন্যে গলা বাড়ালে।

টল্প বললে—"বাবাই ব'লে গেলেন—দাদারও আর বেশী দিন নয়, তাঁকেও রোগে ধরেছে,—বৈদ্যদের ব্যবস্থায় রয়েছেন। তাঁরা যা আভাস দিচ্ছেন, তাতে বুঝতে হয়—তিনি শ্বাস টানছেন; 'টুপন্যাস' বাবাজিই তাঁর কায চালাচ্ছে। দাদাকে বিলিতি রোগে ধরেছে—"

"যাক্ আমার যে কাযের জন্যে আসা,—বাঙ্গলা দেশের স্ত্রী-পুরুষ ছেলে বুড়ো, সকলেই বাবাকে চাইতেন, এই ভাগ্যহীনও যেন আপনাদের সেই ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত না হয়—এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমি অনেক রকম দেখাবো।

"আমার দ্বিতীয় আর অদ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, শ্রাদ্ধদিবসে আপনারা নিজের নিজের ম্যানস্ক্রিপ্ট (পাণ্ডুলিপি) নিয়ে মদীয় মঞ্চে উপস্থিত হয়ে—পিতার প্রেতত্বমোচনকালে সেই সব 'বিরাট' পাঠ করেন। এইটি আমার একান্ত অনুরোধ। তা হলেই তাঁর দ্রুত ঊর্দ্ধগতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ—বাঙ্গলার বিখ্যাত রোজা গঙ্গা-ময়রা ব'লে গেছেন—যে-কোন ভূত তাড়াবার অমন অমোঘ

উপায় আর নাই। খসড়ার তাড়া দেখলে আর তা শুনতে হবে শুনলে এমন জবর ভূত জন্মাননি যিনি ছুটে পালান না।"

ঘরজামাই একটু সুর নামিয়ে বললেন—"সেখানে তোমার টুপন্যাস ভায়ার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে ত'? তাঁর সঙ্গে অনেক কাজের কথা আছে।"

টল্ল বললে—"উত্তম কথা, আমি নিজেই introduce ক'রে (পরিচয় করে) দেব, ভারী আনন্দ হবে—তিনি আবার থাকবেন না! ওঃ, এমন এমন প্লট শোনাবেন, তাক্ হয়ে থাকবেন। আজ সকালে মুরারি বাবু এসেছিলেন, প্লট প্লট—ক'রে পাগোল। প্লট ত বলে দিলেনই, আবার উপন্যাসের নাম রাখতে বললেন—'হাওদা।' আহা, যেমন Sweet (মধুর), তেমনই শ্রুতিসুখকর। নামেই লেখক উদ্ধার হয়ে যায়।"

ঘরজামাই ব'লে উঠলেন—"উঃ, এমন নামটা হাত ছাড়া হয়ে গেল! ও রকম আরও অনেক আছে বোধ হয়?"

"ঢের"—

"তবে জেনেই রাখ, আমি আর সতীনাথ তো যাবই"—

"শুনে বড় খুসী হলুম। যাবেন বই কি"—

খুড়ো ধীরভাবে বললেন—"বৃষোৎসর্গ-টর্গ নেই ত?"

"স্থানাভাব ব'লে সে সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়েছি"—

খুড়ো তখন ঢালাও ভাবে বললেন—"তা হ'লে Sunday (সন্‌ডে) সভার সভ্যেরা নির্ভয়ে যেতে পারে, এবং যাবেও।"

টল্ল খুসী হয়ে গেল। সেদিনকার সভাও ভঙ্গ হ'ল।

পেন্‌সনের পর

আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞেরা—অর্থাৎ লেখক বক্তারা, একবাক্যে শেষ কথাটা বলে দিয়েছেন যে, এঁরা চাকুরে জাতি!

চাকরীই যদি পেশা হল, ভালো চাকরী খোঁজাই স্বাভাবিক। সরকারী চাকরীই সেরা—তাতে পেন্‌সন্‌ আছে, ভাগ্যে থাকলে খেতাবও মেলে।

আজকার এই সম্মিলনী-সভায় অনেক ভদ্রসন্তানই থাকতে পারেন,—যদি অপরাধ না হয়তো তাঁদের অনুমতি নিয়ে বলি,—যাঁরা সরকারী চাকরী করেন,—পেন্‌সনের আশা রাখেন; কিন্তু

পেন্‌সন্ কথাটা তাঁদের আজো শোনা জিনিষ; কাগজে-কলমে জানলেও, সেটার আস্বাদ তাঁরা পাননি। আমি কিছু কিছু পেয়েছি, তাই বোধ করি সে সম্বন্ধে বলবার একটু দাবীও আছে।

আমাদের দেশে চাকুরেরাই বোধ হয় বেশী লিখেছেন; ডেপুটিরাও, চাকুরে,—অবশ্য বড় চাকুরে! সম্ভবতঃ সেই আশাতেই সম্মিলনীর * প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়, আমাদের কাছ থেকে গবেষণাপূর্ণ মৌলিক কাজের কথা প্রভৃতি চেয়েছেন। তা তিনি নিশ্চয়ই পাবেন, তবে আমার কাছে নয়।

পেন্‌সন্ প্রাপ্তির পরের অভিজ্ঞতাটা গবেষণা-প্রসূত বা মৌলিক না হলেও, অনেকের কাছে নতুন আর কাজের কথা বলে গৃহীত হতে পারে। অবশ্য এটা আমার অনুমান। আমি সেই সম্বন্ধেই একটু বলছি। বিষয়বুদ্ধি কোনদিনই না থাকায় বিষয় খুঁজে পাইনি; অপরাধ ক্ষমা করবেন।

জীবমাত্রেই মুক্তি খোঁজে, বন্ধন কেউ চায় না, সেটা এড়াতেই চায়। আমিও জীবের মধ্যে একটি, তাই "জীবমাত্রেই" বলেছি, "মানুষমাত্রেই" বলিনি। পেন্‌সন্ নেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিলাম, দিন গুণছিলাম। আপিসের প্যাড্‌খানা পঞ্জিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যেদিন থার্ড্ বেল্ দিলে, তিনটে বাজতেই "আর কারোব চাকর নই" বলে, কাগজপত্র গুটিয়ে, বাসায় চলে এলুম। অনন্তশয্যা পাতাই ছিল, এসেই সটান্ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লুম! সর্ব্বাঙ্গে

---

* প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন—দিল্লী

আনন্দের তরঙ্গ ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগলো, গায়ে আর ধরছে না! পা'দুটো সামনে, আর হাত দুটো মাথা ডিঙ্গিয়ে সজোরে সোজা করে দিয়ে, উপর দিকে চেয়ে বললুম—"উঃ এতটা দিন কাটিয়ে দিয়েছি! পঁ-চি-শ বছর! আজ তুমি এলে! সত্যি এলে!!" বল্‌তে বল্‌তে এমন লম্বা হয়ে পড়লুম, খাটের বাইরে পা গিয়ে পড়লো, হাত দুটো মাথা পেরিয়ে যেন দু' হাত তফাতে! আজো বুঝতে পারিনে সত্য কি মিথ্যা। মনে আছে চোখে জল গড়িয়েছিল! আনন্দের বেগ যে এটুকু শরীরে ধরছিল না! নিজেই অবাক হয়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে—হবে না কেন, বন্ধনমুক্তি যে। বদ্ধ অবস্থায় কি করে বুঝব আমি কত বড়। নীলাচলে মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল রং দেখে, শ্রীকৃষ্ণ ভেবে আনন্দে "এই যে এই যে" বলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জেলেরা তোলবার পর অনেকেই দেখে-ছিলেন—তাঁর দেহ দেড়া হয়ে গেছে; আনন্দে অঙ্গ শিথিল হয়ে হাতপায়ের খিল খুলে গেছে!

যাক্, মুক্তির আশার আনন্দেরই এতটা প্রভাব। প্রকাশের বেদনা উপস্থিত, কার কাছে বলি, বাসায় কেউ নেই। চাকরটাকেই বললুম। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, বাবু ভাঙ খেয়েছেন।

বাসা তুলে বাড়ী গেলাম। দেহমনে কোথাও আর ভার নেই, স্বাধীন জীব। এইবার একমনে ভগবানের নাম করা, গ্রামের স্কুল আর লাইব্রেরিটে দেখা, আর গুড়ুক খাওয়া। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখবার জন্যে ছোট একটি বাগান করা,—বাস্।

দিন দশেক বেশ গেল; কোট, জুতো, মোজা বজায় রইল।

তারপর—"বসে বসে কি করবে, বাজারটা করলেও তো সংসারের উপকার হয়!"

সত্যিই তো। কোট, জুতো, মোজা খস্‌লো। পল্লীগ্রামের বাজারে চার আনার বাজার কর্‌তে মোজাজুতো পরে আর কে যায়! গামছা কাঁধে উঠলো, যে কাজের যে বেশ।

ক্রমে,—এটা আনোনি ওটা আনোনি, এটা এত কম্ কেন, ওটা অত মাগ্‌গি কেন, ঘুশোচিংড়ি সবাই পেলে আর তুমি পাওনা, ইত্যাদি।

আগে আমি হুকুম করতুম, এখন আমি হুকুম শুনি,—সারাদিন বারবাড়িতেই দিন কাটাই,—ভগবানের নাম করা চাই তো! বউমারা—সোনা, মাণিক, গোপাল, যাদু লেলিয়ে দিয়ে যান, বলে যান,—পুকুরে না যায়, পড়ে না যায়, মাণিককে কোলে করে পা নাড়লেই ঘুমুবে, ভারি শান্ত ছেলে।

কেউ নাক টানে, কেউ কান টানে, কেউ যা করে তা সভায় বলবার নয়। কাঁদলে আমার দোষ! এই নিত্য। সব ছেলেই শান্ত! গোপাল লাফিয়ে পড়ে দাড়িটে কাটলে, কপাল পোড়ে আমার! বউমা বলেন,—বুড়ো মিন্‌সে বসে বসে ফেলে দিলে গা! কাজকর্ম্ম নেই, ছেলেগুলোকে দেখতে শুনতেও পারেন না, ইত্যাদি।

কর্ত্তা ছিলুম—এখন আমি একাধারে ঝি-চাকর দুই-ই। অবশ্য তারা যা বলে আর করে, তা নাকি আমার ভালর জন্যেই।

ভগবানের নাম করবার কথা মুখে আনলে সদুপদেশ পাই,

"ছেলেরা কি ভগবান নয়, ওদের নিয়ে থাকলেই ভগবানকে নিয়ে থাকা হয়।" ঠিক্।

বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে কড়া সাধন-ভজন করে থাকব, তাই ভাগ্যে এতগুলি ভগবান জুটেছেন।

সব গঙ্গাস্নানে কি নিমন্ত্রণে যান, বাড়ী চৌকি দিতে হয়, বৎসগুলি সামলাতে হয়। এই শেষেরটিই সাংঘাতিক, যেহেতু সবাই শান্ত। তারা আমার প্রাণান্তের পাক্ চড়িয়ে দিলে।

আর তো পারিনে। এক বছরেই বেশ বুড়িয়ে দিলে। চুল পাক্‌লো, মেরুদণ্ড বাঁকলো। এখন যা জলখাবার পাই, তা ওই পঙ্গপাল—তারাই খায়, আমি দেখি। ক্রমে সয়ে গেল। একদিন দেখতে পেয়ে বল্লেন—"কি আনন্দ বল দিকি!" বললুম—"অত্যন্ত।"

সকাতরে ভগবানকে বলি—"বন্ধন-মুক্তির সাধ মিটেছে প্রভু। ত্বয়া হৃষীকেশ, আর নিযুক্তোঽস্মি নয়, দয়া করে বিযুক্তোঽস্মি।"

একটু ফাঁক পেলে—কোন দোকানে কি ঘাটে বসে বাঘ মারি অর্থাৎ আপিসের আর সাহেবের গল্প করি।—আপিস ছিল মুঠোর মধ্যে, আর সাহেব ছিলেন হাতের পুতুল। যা ছকে রেখে এসেছি, এখন অন্ধে কাজ চালাতে পারে, তবু এই একের অভাবে তিন তিনজন রাখতে হয়েছে, ইত্যাদি। সেই সময়টুকুই কাটে ভালো।

পরম স্নেহের আর মোহের "গ্রবিউল্" গুলি ক্রমে অসামাল করে তুললে! বুড়ো বয়সে পালাবার সখ এনে দিলে। মনে পড়লো

বাল্যবন্ধু ভগবতীবাবুও পেন্‌সন্‌ নিয়েছেন, দেওঘরে আছেন ; তিনি কেমন আছেন দেখা যাক। ভাগ্যবান লোক, ভালই থাকবেন।

অবস্থা পাকাই দাঁড়িয়েছিল, খস্‌তে বিলম্ব হ'ল না। এখন আমার পা বাড়ালেই অমৃতযোগ !

দেখে বন্ধু ভারি খুসী, বললেন—"বাঁচালে ভাই, দুটো কথা কয়ে বাঁচব।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"আগে বল তো আছো কেমন !"

"বড়ি মজিমে হ্যায় ভায়া।"

শুনে বড় আনন্দ হ'ল, বললুম—"আমিও পেন্‌সন নিয়েছি, তোমার কটিন্‌টে জানতে এলুম, অবশিষ্ট জীবনটা সেই আদর্শমত কাটাবার চেষ্টা করব।"

"ও ভেবনা, কোনো চেষ্টা করতে হবেনা হে, আপসে এসে যাবে। আমাকে কি কিছু করতে হয়েছে—না করতে কেউ দিচ্ছে।"

বললুম—"সব সংসার তো একরকম নয় দাদা না সব অদৃষ্ট।"

"সব এক ভাই—সব এক। পেন্‌সন নেবার পর সব এক, বৈচিত্র্যের বেয়াদবী নেই—দেখতেই পাবে।"

স্নানাহারের পর আমাকে বিশ্রাম করতে বলে ভগবতীবাবু ভিতরে গেলেন।

বেলা তিনটের পর এসে বললেন - "কই ঘুমোও নি তো ?"

"দিনে বড় একটা ঘুমোই নে, একটু গড়িয়ে নিই বটে। বই কি খবরের কাগজ থাকলে তাই নিয়েই থাকি।"

"ও বদ-অভ্যাসটা থেকে মা সরস্বতী কৃপা করে আমাকে রেহাই

দিয়েছেন,—যথালাভ। বাংলা হরফগুলো ভুলে না যাই, তাই পাঁজি একখানা থাকে। ফি-বছর কিনতে হয় না,—সবই নূতন-পঞ্জিকা, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনগুলো দেখি,—ভারি interesting হে! কিন্তু ঝঞ্ঝাটও বড়, বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখতে হয়,—ছেলেমেয়েদের হাতে না পড়ে।"

বললাম—"তুমিও তো শোওনি দেখছি।"

"আমি? হেঃ—পেনসন নিয়েছি যে! দেখছো না, তোফা মানস সরোবরে রয়েছি, বুকেপিঠে রাজহংস রাজহংসীরা কেলি ক'চ্চে, চোখ বুজতে ভয় হয়—কখন্ কোন্‌টা চোখ খুব্‌লে নেবে!"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো, বললুম—"পড়েন না, ঘুমোন না, তবে আহারের পর এ চার পাঁচ ঘণ্টা করেন কি?"

"করেন কি?—করেন কর্ম্মভোগ। গ্রহ কি সূত্র ধরে কখন যে দেহে প্রবেশ করে, তা বলা যায় না ভাইয়া। কৈশোরে শিল্পের দিকে বেশ একটু ঝোঁক ঝাম্‌রেছিল। বেগুনী রংয়ের রেশম এনে, চাদরে পাড় তুলে ব্যবহার করতুম। দেখে বাহবা পড়ে গেল। মামা আমাকে নিয়ে জ্যোতিষীর বাড়ী ছুটলেন। পণ্ডিত বললেন—'এ যে কাশ্মীরের শাল-শিল্পী বিখ্যাত কুদ্‌রৎ খাঁ! বাংলায় এসে জন্মেছে। কালে এ জামিয়ার বানাবে।' মামা প্রতিভার কদর জানতেন,—ইস্কুলটা ছাড়িয়ে দিলেন। তাঁরই আশীর্ব্বাদে এখন নিদ্রা ত্যাগ করে জামিয়ার বানাচ্ছি। কাট্‌তিও তেমনি!"

আমি অবাক্ হয়ে শুনতে লাগলুম আর ভাবতে লাগলুম—জগতে এসে দিনগুলো বৃথাই কাটিয়েছি, দেখছি সকলেই কিছু না কিছু জানেন। বললুম—

"বিজ্ঞাপন দেখিনি তো, নেবার লোক পান কোথা ?"

"নেবার লোক ? অভাব কি ! বছরে তিন-চারটে বাঁধা খদ্দের আসেই ; প্রত্যেকের অন্ততঃ এক ডজন করে চাই। পারলে তিন ডজন করে দিন্‌-না—অধিকন্তু ন দোষায়, কেউ 'চাইনে' বলবে না। অত পেরে উঠিনে, সেজন্য সৎপরামর্শ সামলাতে রাতের ঘুমটাও যায় যায় হয়েছে।"

বল্‌লুম—"না দাদা, ছুঁচের সূক্ষ্ম কাজ এ বয়সে রাত্রে আর কোরো না। পয়সা আছে বটে—"

বন্ধু বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"পয়সা !"

বল্‌লুম—"না হয় টাকাই হল।"

বন্ধু কথা না কয়ে চট্‌ বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। একটা গাঁঠরি এনে সামনে ধরে দিয়ে বল্‌লেন—"খুলে দেখ না।"

খুলতেই কতকগুলো ছোট, বড়, মাঝারি, প্রমাণ, তরোবেতরো কাঁথা বেরিয়ে পড়লো !

বল্‌লেন—"নির্ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখো—নির্ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখো, ওতে এখনো আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্পর্শ করেনি। প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হতে এখনো দেরি আছে।"

দেখে-শুনে আমিতো স্তম্ভিত !

"চুপ করে রইলে যে ?"

"না, ভাবছি আমাদের শুভানুধ্যায়ী শাস্ত্রকারেরা অনেক ভুগেই বলে গেছেন—বাঁচতে চাও তো পঞ্চাশ পেরোলেই বনে যাও।"

"কি বললে,—বন ? বন তুমি কাকে বলো ?—বাঘ-ভাল্লুক

থাকলেই তো বন। তার সঙ্গে চিতে, নেকড়ে, বিচ্ছু—আর কি চাও? এখানে অভাব অনুভব করলে নাকি?"

ও কথা মাথা পেতে মেনে নিয়ে বললুম—"গৃহস্থালীর ছুঁচের কাজটা সকল দেশেই মেয়েরা—"

বন্ধু বলে উঠলেন—"অম্বল, ভায়া অম্বল! আহারান্তে অমনি-তেই বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকে, তার উপর আবার হাতে ছুঁচ! বলো কি!"

অপ্রতিভের মত বললুম,—"তা তো জানতুম না, এখন কেমন আছেন?"

বললেন—"কাশীর গারাভৈরবী-দিদি বড় স্নেহ করেন, ওস্তাদও তেমনি, তাঁর ব্যবস্থাতেই বেঁচে আছেন। সিদ্ধা কিনা, চুড়া-বাঁধা চুলে সোনার তারে গাঁথা স্ফটিকের মালা জড়ানো, হাতে জার্ম্মান্-সিলভারের high-polish (তেল-চুক্‌চুকে) ত্রিশূল, দেহ চন্দনের ক্ষেত! যেমন সৌম্যা, তেমনি ধৌম্যা। তাঁর টোট্‌কাই চলছে,—আহারান্তে ঘড়ি ধরে তিন ঘণ্টা গড়ানো, না হয় চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য তিন ঘণ্টা তাস খেলা; তাতেও যদি না হঠে, সেকেন্দরী সিক্কার পাকা তিন-পো মালাই। শেষেরটিই ব্রহ্মাস্ত্র, পড়েছে কি সব বালাই সাফ, সেইটিই চলছে।—

"হ্যাঁ, গৃহস্থালী বলছিলে না! আমার এটা ঠিক গৃহস্থালী নয় ভায়া—নিজের গড়া 'গোলেবকালী'। এই যেমন বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। প্রতিভাবানদের দস্তুরই ওই,—বানানো পথ বাদ দিয়ে চলা।"

আমিও অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবছিলুম; শেষটা Penguin

Island-এ পৌঁছে গেলুম নাকি, ইনিই মহাপুরুষ St Mael নয় তো! তাড়াতাড়ি কাঁথার পুঁটলিটা বন্ধুর হাতে দিয়ে বল্‌লুম—“করেছ কিন্তু সুন্দর, শিল্পকলা একেই বলে, বাঃ।”

বললেন—“ আসল চাটিম্‌-কলা,—কুদ্‌রৎ খাঁ যে!” বলেই হাসিমুখে পুঁটলিটা নিয়ে প্রস্থান।

ভাবলুম রেহাই। তা কিন্তু হল না।

পুঁটলি রেখেই পুনঃপ্রবেশ।—

“হ্যাঁ, যে কথা বলতে এসেছিলুম; আমাদের বন্ধু অমর এখানে এসেছে। আজ দেখি লোহালক্কড়ের দোকানে দ্বিতীয় প্রহরের রোদটা মাথায় করে ছুটোছুটি করছে। আহা, তার তো পেন্‌সন নয়, এ আরাম পাবে কোথায়! কলকাতায় Hardware এর লোহার দোকান।—

তাকে বল্‌লুম—“এত বেলায় এই রোদে করছ কি, অসুখে পড়বে যে। বিশেষ দরকারী কিছু নাকি? ছাতাটা ফেল্‌লে কোথায়?”

অমর হেসে বল্‌লে—“যাতে দু’পয়সা আছে তাই দরকারী; এই দেখনা ঘণ্টা দেড়েক ঘুরে দেড়শো টাকা ঘুরিয়ে আনলুম। ভেবনা, আমরা রোদে-জলেই মানুষ, ছাতা নেওয়ার বদ অভ্যাস নেই। অসুখ বলছ! অ-রোজগারের চেয়ে আর বসে থাকার চেয়ে অসুখ আছে নাকি?” এই বলে হি হি করে হেসে ‘ক্যা ভাইয়া,’ বলেই একটা লোহার দোকানে ঢুকে পড়লো।—

“ওর জন্য বড় দুখ্‌খ্‌ হয় ভাই, পেন্‌সন্‌ পেলে আজ,—আহা,—ভাগ্য! বুঝছতো,—কি বল? তবে পয়সার প্রেম ওকে যৌবনের

বল যুগিয়ে জোয়ান করে রেখেছে। আর আমি বেটা 'চিন্তামণি হয়ে রইলুম হে!"

"সে আবার কি,—ভগবতীই তো জানি—চিন্তামণি হলে কবে?"

"ভগবতী তো বটেই, এটা ছেলেদের কাছে প্রমোশন্-পাওয়া খেতাব!"

"বুঝতে পারলুম না তো।"

"খুব সোজা,—ঠ্যাকে একটু কঠিন বটে। এই পেন্‌সন্ নেবার পরের কথা গো, তখন দেশেই ছিলুম। গরুটা সাত মাস গাভিন; কি করে বেরিয়ে পড়েছে, সন্ধ্যা হয়, ফেরে না। চঞ্চল হতে হল। হলে আর হবে কি, বাতে কাত করে রেখেছে। যাহোক্ সুক্ষণে কি কুক্ষণে, কড়াই-সুঁটির কচুরী হতে দেরী হওয়ায়, বাবাজীরা আটকে গিয়েছিলেন, তখনো বাড়ী ছিলেন। বল্‌লেন—"ভাবছেন কেন, আমরা দেখছি।"

শুনে কতটা সাহস আর আনন্দ পেলুম, বুঝতেই পারছ। ভগবানের কাছে তাদের কুশল আর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করলুম। বাতের বেদনা ভুলে গেলুম, আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এলো। পুত্রহীনদের জন্যে পরম আপশোষ অনুভব করতে লাগ্‌লুম। আহা, তারা কি দুর্ভাগা! মজ্জায় মজ্জায় মনে হল—পুত্র plus পেন্‌সন্ equal to Paradise। বললুম—

'তাহলে আর দেরি করিস্‌নে বাবা, কালা-গরু সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেখতে পাওয়া শক্ত হবে। হিঁদুর দেশ, কোন্ বেটা বেড়ো মেরে খেঁড়ো-গাইটে সাবাড় করে দেবে; বেরিয়ে পড়ো যাদুরা।'

তাদের গর্ভধারিণী আড়ানা-বাহারে বলে উঠলেন,—"বাছাদের কি খেতেও দেবে না,—এখনো পাঁচখানাও যে পেটে পড়েনি! তোমার তাড়ায় বসেনি পর্য্যন্ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে দিচ্ছে।"

অর্থাৎ—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কেশ আর কচুরী দুয়ের সেবাই চলছে। যাক্, চুল ফিরিয়ে, পাঞ্জাবী পরে, পম্প স্নু মেরে গরু-খোঁজা বেশ সেরে, চট্ করে বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা বেরিয়ে পড়লো।

বাতের তেলের বিদ্‌খুটে গন্ধ সারাদিন ভোগ করার পর, সহসা সুমধুর সৌরভে ঘরটা ভরে যাওয়ায়, নিশ্বেস টেনে—আঃ! কি আরামই পেলুম! ছেলেরা বোধ হয় রুমাল টেনে মুখ মুছতে মুছতে গেল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে বল্লুম,—"কচুরীগুলো সবই ফেলে গেল নাকি? রেখে দাও, এসে খাবে'খন।"

বললেন,—"গোণাগুণ্‌তি করেছিলুম, তার আবার ফেলে যাবে কি,—সোমত্ত বয়েস," ইত্যাদি বহুৎ।

বল্লুম—"যাক্, বোধ হয় ভালই হয়ে থাকবে।"

বল্লেন—"মন্দ হলে ওরা মুখে করত কিনা!"

"রাম কহো,—ওরা সে ছেলেই নয়!"—

পুত্রগর্ব্বেই বোধ হয় আবার বাতের বেদনা ভুলে গেলুম। চিন্তায় চুর হয়ে কেবল কালা-গরুই ভাবছি—সাতটা বাজলো, আটটায় ঘা দিলে,—এই আসে। গরু এল না, নটার আওয়াজ এলো! কান দুটো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। সে কী প্রতীক্ষা!

তদুপরি ব্রাহ্মণী তর্জ্জন সহ বল্লেন (যেহেতু পেন্‌সন্ আর

তর্জ্জন কবিতায় শ্রেষ্ঠ-মিল না হলেও উভয়ে পরম আত্মীয়)—
"ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে গেল, এখন তারা ফিরলে বাঁচি! কেবল গরু, গরু, আর গরু; আর সোনার চাঁদ ছেলেরা হল ওঁর গরুর চেয়ে কম।"

"কি বল্‌ছ গো! এমন কথা আমি কখনো ভুলেও যে ভাবিনি! আর যা বলো বলো, এত বড় মিথ্যা অপবাদটা আমাকে দিওনা গিন্নি!"

একখানা মোটর এসে সশব্দে থামলো। এত রাত্রে আবার কে! বোধ হয় রহিম মিঞা বিজয়ার নমস্কার করতে এসেছে,—মোটরে আর কে আস্‌বে! সে আমাদের সইস্‌ ছিল, এখন তার সময় ভাল। আজ দু'বছর আসছে; শুধু-হাতে আসবার লোক সে নয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে, ধামা চেঙ্গারি লুকিয়ে রাখ্‌তে ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রবেশ—

"পাঁচ টাকা দশ আনা Taxi-ভাড়াটা চট্‌ করে দিন তো। বেটাকে ছ' টাকা দেবে, না আরো কিছু! দিন্‌, আর দেরি কর্‌বেন না, বজ্জাৎ বেটা লাভের ছ'গণ্ডা টেনে নেবে,—দিন্‌।"

ভাঙ্গানো ছিল না, ছ'টাকাই হাতে দিতে হল।

"শ্যামলীকে কোথায় পেলি?"

"সে অনেক কথা—বলচি," বলেই বেরিয়ে গেল।

যাক্‌, গাভিন-গরুটা যে পাওয়া গেছে সেইটেই পরম শান্তি,

দুর্ভাবনা গেল। উপরি লাভ 'পাইভরের' পরিমল। অকৃত্রিম মহামাষ তেলটা খানিকক্ষণ মগজ মথন করবে না।

পাশের ঘর থেকে মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণ জুড়িয়ে দিতে লাগলো! সে কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতি! সংসারের সুখই এই! সবই ভাগ্যসাপেক্ষ। দেখনা, এরা আদিতে কেউ ছিল না, মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে এই মধুচক্র রচনা করেছে, 'গৌড়জন যাহে',—বুঝেছ তো—

গুণ্ গুণ্ রবে, কেমন সুখেতে সব
মধু পান করে!

নয় কি! আবার—God forbid, অন্তেও কেউ থাকবে না, অবশ্য আমার প্রাণান্তের পর!

একেই বলে—ভগবৎলীলার শিলাবৃষ্টি। আদিতে জল, অন্তে জল, মধ্যে মাথা সামলাও!

যাক্, আনন্দোচ্ছ্বাস কিনা, সামলাতে পারিনে।

মোদ্দাটা শুনলুম—বাবাকে চট্ করে' নিশ্চিন্ত করবার জন্ত বাবাজীরা মোটর নিয়ে গরু খুঁজতে রওনা হন। হোটেল, বায়স্কোপ, 'কিন্নরী' সেরে ইডেন্ ঘুরে হয়রাণ হয়ে ফিরেছেন। বলছেন—গড়ের মাঠে যে গরু মেলেনা, সে গরুই নয়। এক গন্ধবণিক বন্ধু ব'লে দিয়েছেন,—"মহামাষ তেলের গন্ধেই গরু পালিয়েছে, তোমরা সাবধান! একটা ক্যানেঙ্গা-ওয়াটার কিনে নিয়ে যাও।" দেড় টাকা দিয়ে কিনতেই হল। সে গরু আর ফিরছে না। বাবার দোষেই তো এইটি হল! ও তেল আর মাখতে দিচ্ছিনে, বাথ্ গেট্

থেকে দু'বোতল নিয়ে তবে ফিরেছি! মাথায় মাখাই তাঁর দরকার, সোজা কথাগুলিও আর ওঁর মাথায় আসছে না। রোজ এক টাকার দুধ কিনলেই হয়,—তা বুঝবেন না!

বামাস্বর শোনা গেল,—"আগে তো এমন ছিল না, কাছারী যাওয়া ঘুচিয়ে এসেই বুদ্ধিশুদ্ধি বিগড়ে গেল! এক হাবাতে বাত জুটিয়ে দিনরাত বসে আছেন, বেরতে বললেই বেদ্‌না বাড়ে! দুধ কেনবার কথা পাড়লেই বলে বসে আছে—টাকা আসবে কোথা থেকে!"

বাবাজী বলে উঠলেন—"সে তুমি ভেবনা মা,—যে খায় চিনি তাকে যোগান চিন্তামণি।"

শুনলে ভায়া! গরু গেল, গরু খোঁজার মোটর ভাড়া গেল, উপ-রন্তু সাত্-সেলামী! এখন "চিন্তামণি" বানিয়ে রেখেছে! যা চাইবে যোগাতেই হবে। নান্য পন্থা—বেঁচে থাক্‌তে—বিদ্যতেঽয়নায়! কি বল?

বলব আর কি, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, একটু হাল্‌কা বোধও করলুম।

বন্ধু আর দাঁড়ালেন না। যাবার সময় যে হাসিটে মুখে করে নিয়ে গেলেন সেটা আমাকে বেদনাই দিলে।

তাঁর রুটিনের রপট শুনে শিউরে উঠেছিলুম!

এখন উপায়?

ভাবলুম—পেন্‌সনারের পিঁজরাপোলে যাওয়াই ভাল! কাশী রওনা হয়ে পড়লুম।

ওঁ শান্তিঃ!

পূজার প্রসাদ

দেবদাসবাবু একজন গুপ্ত-সাধক। অনেকেই বলেন তিনি মধ্যে মধ্যে দেব-দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। পৌত্তলিকতায় তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা। তাই এই দুর্ব্বৎসরেও তিনি প্রবল উৎসাহে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছেন।

ছিদাম পাল বলিল, প্রতিমা প্রস্তুত, ঘামতেলটা আনিয়ে দিন, লাগিয়ে দিয়ে যাই—

দেবদাসবাবু বলিলেন—ছিদাম, তেলটা আমি নিজেই দেব, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। আমার তো শুধু মাটির পুতুল পূজা নয়, জীবন্ত দেব-দেবীর সাধনা।

ছিদাম। তা কি আর জানিনা বাবু—তবে ঐটাই শক্ত কাজ, বড় সাবধানে তুলি চালাতে হয় তাই—

দেবদাস। আমার ও-কাজটায় বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। তুলিরও দরকার হয় না, দু'হাতেই কাজ চলে।

ছিদাম। দেখবেন বাবু, তয়েরি জিনিস্ বিগড়ে ফেলবেন না।

দেবদাস। (সহাস্যে) তেলে বিগড়োয় না হে—তেলে বিগড়োয় না, সুধরোয়। শোননি, তুফান যখন প্রলয়ের আকার ধারণ করে, জাহাজ ডোবে ডোবে, তখন সমুদ্রে তেল ঢালতে পারলেই রক্ষা।

ছিদাম। আজ্ঞে, মাটি ঘেঁটে খাই, জাহাজের খবর পাব কি করে। তবে এখন চল্‌লুম'।

দেবদাস। এত তাড়া কেন হে—

ছিদাম। আজ্ঞে বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মঘট,—ঘট যুগিয়ে উঠতে পারচি না, সবাই তাড়া দিচ্চে।

প্রস্থান।

বাড়ীর যুবা ও প্রৌঢ়েরা সস্ত্রীক ও সপুত্র—কেহ পুরী, কেহ কাশী কেহ কাশ্মীর যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

দেবদাসবাবু বলিলেন—একি, বাড়ীতে পূজা, তোমরা যাও কোথা? এত বড় উৎসবকে উজ্জ্বল করে তুলবে কে'? সকলে মিলে পূজায় যোগ দিলে তবে না দেব-দেবী তুষ্ট হবেন, তবে না মঙ্গল হবে।

সকলে। আমরা আর ও পূজায় নাই, ওটা দুর্ব্বলের একটা ভুয়ো আশ্রয়। ঐ নিয়ে করযোড় আর কান্না ভাল লাগে না।

লাভ কেবল—পুঁথির লেখা আশ্বাসের সেই এক-ঘেয়ে বুলি! আমরা এখন দেখে ঠেকে—সোঽহং পথই নিলাম। আবেদন-নিবেদনে—ইস্তফা।

দেবদাস। দেবতার সঙ্গে বিরোধ! ও সব কথা মুখে আনতে নেই, অপরাধ হয়।

সকলে,—যাই বলুন, আমরা আর আপনার দেবতার সম্পর্কে নেই। তাতে যদি বিরোধ ভাবেন ত' সে বিরোধে রক্তারক্তি পাবেন না, স্রেফ্ তফাৎ থাকা, কেউ মারে ত'—প'ড়ে মার খাওয়া! মরার বাড়া ত' গাল নেই।

সকলের প্রস্থান।

দেবদাসবাবু চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—একি বুদ্ধি বাপু! তাই ত'—সমর্থরাই যদি গেল ত' রইল কে? অন্ধ খুড়ো, বে-হেড্ মামা, রুগ্ন বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল পরিজনগুলি! এদের নিয়ে এত বড় উৎসব-ব্যাপার নির্ব্বাহ হবে কি ক'রে?

(পুরোহিত ও কামারের প্রবেশ)

দেবদাস। আসুন ভট্চায্যিমশাই,—এস মহেশ—

ভট্চায্যি। একটা কথা বলতে এলুম,—একজন অন্য পুরোহিত দেখুন, আমার দ্বারা আর এ পূজা চলবে না।

দেবদাস। সে কি, বলেন কি,—কারণ?

ভট্চায্যি। এতদিন যে কি ক'রে আসচি তা ঠিক্ বুঝতে পারলুম না। ঠিক্ করচি কি ভুল করচি তা ঠাওরাতে পাচ্ছি না।

মুখস্থ মন্ত্র পড়ি, আর লেখা আশ্বাস-বাণীগুলো যজমানদের শোনাই ; কই একটাও ত' ফলতে দেখলুম না! পুজো-ফুজো মিছে বলেই মনে হচ্চে। পাঁচসিকে দক্ষিণে আর ভিজে চাল-ছোলার লোভে নিজেও মজেছি পাঁচজনকেও মজিয়েছি ;—ভক্তি যখন টলে গেছে আর নয়।

দেবদাস। সেকি, এ বয়সে দেবদেবীতে অবিশ্বাস ? দেনেওয়ালা ত' তাঁরাই।

ভট্চায্যি। পানেওলা দেখতে পেলে ত' তাই বিশ্বাস ক'রে শান্তি পেতাম ; কাউকে ত' কিছু পেতে দেখলাম না। মুদির কাছে মাথা বিকিয়ে নেই এমন ভদ্রলোক ত' দেখতে পাই না। যা হয় করবেন, আমি আর ওতে নেই। প্রস্থান।

দেবদাস। (চিন্তিতভাবে) এঁদের আক্কেল দেখছ মহেশ— দেবতায় অবিশ্বাস! কাল সকাল সকাল এস,' ন'টার মধ্যে কোপ্।

মহেশ। আজ্ঞে, আমাকেও মাপ করতে হবে, আমি ঘোষপাড়ায় কণ্ঠি নিয়েছি। বানানোর কাজ আর আমার দ্বারা হবে না।

দেবদাস,—তোমরা কি দল বাঁধলে নাকি ? বেশ—দেশে ত' কুষ্মাণ্ডের অভাব নেই, না হয় তাই বানিও !

মহেশ। আজ্ঞে না, যন্তরগুলো ত্যাগ করেছি, ওর ফ্যাঁসাদে ফতুর করে দেছে। চেতলায় কোন এক মাগীকে কে বানিয়ে ছিল, বরিজহাটিতে আমায় ধ'রে টানাটানি! বলে—খাঁড়া বার কর, কলকেতায় পরীক্ষা করতে পাঠাতে হবে,—মেয়ে মানুষের রক্ত

শুষেছে কি না দেখতে হবে! সে অনেক কথা,—তার পরই এই কন্ঠি কোসলুম। প্রস্থান।

দেবদাসবাবু বড়ই বিপদে পড়লেন। প্রাতেই সপ্তমী!

এমন সময়, গোপাল মালী আসিয়া বলিল—ফুল দিতে পারব না, অন্য উপায় দেখুন বাবু।

দেবদাস। কেন হে গোপাল?

আজ্ঞে, কারা সব আসছেন, হাওড়া থেকে ইটিলি পর্য্যন্ত রাস্তায় ফুল বিচুতে হবে, গাড়ীর উপর বেদম মালা আর তোড়া বিষ্টি হবে; ১২৭ মণ ফুলের দরকার, ফুলকপি পর্য্যন্ত টান্ ধরেচে—

দেবদাস। দেবতায় ফুল পাবেন না?

গোপাল। পণ্ডিতেরা বলচেন—"তাঁদেব ত' চিরদিন ফুল যোগান হয়েচে, অনেক ফুলই পেয়েছেন, কিন্তু কোন কাজই হয় নি; তাঁরা কেবল নিতে জানেন, দেবার কেউ নন্।"

ময়রা আসিয়াও ঐ রায়ে রায় দিল। সে বলিল—অনেক ভোগ বানিয়েছি, শেষে কি না আমাদের ভাগ্যেই অনাহার। শিন্নিও খাবেন ভরাও ডোবাবেন, এমন দেবতায় দূরে থেকে নমস্কার— (উভয়ের প্রস্থান)

বাজন্দরে আসিয়া বলিল,—বাবু এগার টাকা মণ চাল। পেটের জ্বালায় সব বোলই ভুলিয়ে দিয়েছে—কেবল বিসর্জ্জনের বোলটাই মনে আছে; বলেন ত' সুরু করি—

দেবদাস। চুপ্ চুপ্ ও রকম অলক্ষুণের কথা মুখে আনতে নেই;—আজ সবে ষষ্ঠী।

রাজন্দর। যে দেবতা দশ হাতে কেবল নেয়, • হাতেও দিতে দেখলুম না, তার আর খেজমৎ কেন!

দেবদাস। দেবতা মানবে না ত' মানবে কাকে?

রাজন্দর। নিজেকে, নিজের হাত-পা কে।

দেবদাস। তোদের এ কুবুদ্ধি দিলে কে?

রাজন্দর। পেট্, আর দেবতার ব্যাভার। আপনি কেনেন ত' ঢোল্ ঢাক বেচি; আপনার ত' চাই? শুন্‌ছি—আজকাল নিজের ঢাক নিজে বাজানই রীতি। আমারও যে-কটাদিন চলে। (একটু অপেক্ষা করিয়া) তবে চল্লুম।

(প্রস্থান)

*　　*　　*　　*

মাতুল নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—দেবদাস, চেপে যাও আর কেলেঙ্কারী বাড়িও না; একজনও নিমন্ত্রণ নিলে না।

দেবদাস। কি! এই কষ্টের দিনেও কেউ নিমন্ত্রণ নিলে না? আবার—খেতে পাই না বলে দেবতাদের বদ্‌নাম করা হয়! বেশ,—কাঙ্গালী খাওয়াব।

মাতুল। তারাও না।

দেবদাস। কি রকম?

মাতুল। সবারই এক কথা,—"একদিন দেবতার প্রসাদ পেয়ে ত' আর দুক্ষু ঘুচবে না, সব রকমে ত' মরেছি—মরতে দাও। দয়া

ক'রে একদিন ঘটা দেখিয়ে. ছেঁড়া-নাড়ীতে গেরো দিয়ে দগ্ধে মরার ইচ্ছে কেন ? দেবতায় নমস্কার,— ”

দেবদাস। তাইত, দেশটা হঠাৎ এমন নাস্তিক হয়ে দাঁড়াল' কি করে !

মাতুল। “দেবতার দয়ার দাপটে”—

দেবদাস। পুরাণাদি কেউ পড়বেনাত' ; হাজার হাজার বছরের সাধনায় দেবতারা তুষ্ট হতেন।

মাতুল। সাধকদেরও তখন মার্কণ্ডের প্রমাই ছিল, এক-একটি মাল-মুগুর ছিলেন। এখন যে অন্নগত প্রমাই। সেই অন্নই 'নাদারৎ' !

দেবদাস। তা বলে আমি ত' নাস্তিক হতে পারি না।

মাতুল। রামঃ, তুমি তা পারবে কেন, তোমার কিসের দুক্ষু ! দেবতার কৃপায় তোমার ত'—কি ঘরে কি বাইরে অন্নবস্ত্রের চিন্তা নেই। আবার “রাজা মহারাজা” মুকিয়ে রয়েছে,—চাপ্‌লো বলে।

দেবদাস। কিন্তু এখন উপায় কি ! এত বড় আনন্দ উৎসবে কেউ যোগ না দিলে যে পূজাই পণ্ড হয়ে যাবে। যাই একবার সাধন- মন্দিরে হত্যা দিয়ে দেখি।

মাতুল। ভক্তের কথাই ত' এই।

(দেবদাসের প্রস্থান)

(২)

মাতুল। (দেবদাসকে ফিরিতে দেখিয়া) কি বাবা, মঙ্গল ত' !

দেবদাস। (সোৎসাহে) বলং বলং দৈববলং, তাঁরা নিজেরাই

সব ভার নিয়েছেন। কি দয়া! লোকে আবার দেবতা মানতে চায় না; দেখে সব তাক্ লেগে যাবে; এর পর পস্তাবে, এখন জোরসে লেগে যাও মামা, দেবতাদের উপযুক্ত আয়োজন চাই' (কাণে কাণে উপদেশ)।

মাতুল। ধন্য কৃপা! যাও, রাত হয়েছে, লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়্‌গে বাবা। (উভয়ের প্রস্থান)

(৩)

সপ্তমী প্রভাত হতেই নাস্তিকেরা দেখে,—দেবতারা চালচিত্তির থেকে ঝুপ্ ঝাপ্ নেবে আসছেন। গন্ধর্ব্বেরা গড়ের বাদ্যি সুরু করে দেছে। নন্দন কাননের ফুল পবন এনে হাজির। খাবার জিনিষ জনার্দ্দনের জিম্মায়। দেবতার খাদ্যে মাছি না বসে বা নিকৃষ্ট নরের নজর না পড়ে, তাই খুব চাপাচাপি ঢাকাঢাকির মধ্যে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রের অর্‌চার্ড. থেকে রম্ভা বাতাবি প্রভৃতি এসে পড়েছে। নধর নধর চনক পুষ্ট ছাগ' ও ভেড়ার দল কাঁপ্‌তে কাঁপতে স্বর্গস্থ হবার অপেক্ষা করছে। নন্দী খাঁড়া হাতে, সিঁদুরের সুদীর্ঘ ফোঁটা কেটে, (যেন লাল বুল্‌স্-আই জেলে ষ্টেসনে দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিনের মত) প্রস্তুত। অমৃত বণ্টনের ভার স্বয়ং দেবরাজ নিয়েছেন। ভিড়টা তাঁর কাছেই অধিক। আলোর ভার চন্দ্রদেব, মঘা অশ্লেষা আর সৌদামিনী নিয়েছেন। দেবদাস বাবু করযোড়ে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন।

বেহেড্ মাতুল এক চুমুক অমৃত খেয়ে একটা খুঁটি ঠেশ দিয়ে

বসে পড়েছিলেন। মত্ততার মধ্যে হঠাৎ কে ধাক্কা মারায়, মাতুল বেজায় চমকে উঠে বল্লেন—"কি বাবা একি দেব্‌-হস্তের পাতুরে-গুঁতো! হাম্‌ আস্তিক্‌ হ্যায়, কিন্তু ওর সেকেণ্ড্‌ এডিসন্‌ ছাড়লেই নাস্তিক হব বাবা!"

(৪)

আজ বিজয়া। দেবরাজ আজ খোলা-ভাঁটির হুকুম দিয়েছেন। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দের অবধি রহিলনা।

মাতুল আজ মরিয়া হ'য়ে টান্‌লেন, আর মধ্যে মধ্যে বলতে লাগলেন—"কেয়া চিজ্‌! নাস্তিকেরা' বলে কিনা অন্ন নেই! অন্নের সরবৎ চলছে দেখে যাক্‌। কি মধুই বানিয়ে এনেচেন!"

দেবদাস বললে,—বলে—দেবতারা কথা শোনে না!—নিজের স্ত্রী পুত্র কটা কথা শোনে? বেতন-ভোগী চাকর দাসী? এরা সবাই ত' শোনাবার লোক, শোনবার ক'জন? দেবতারা ত' আর কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা নয়। সাধনা চাই। সাতকাণ্ড রামায়ণের সাত পাতাও কেউ ওল্‌টাওনি, দেখতে পেতে, এক রাম বলতে রত্নাকর উইটিবি' মেরে গিছলেন; আর এই লম্বা লম্বা আবদার নিয়ে, মাটির মৈনাক না বনলে কি দেবতা প্রসন্ন হবেন!

* * * *

এইবার দেব-দেবীর বিদায় হবার সময় এল। দেবদাসকে সকলেই কিছু কিছু উপদেশ উৎসাহ দিতে আরম্ভ করলেন।

গণেশ। আমি বুদ্ধি আর সিদ্ধি দেবার কর্ত্তা। তুমি এইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা রাখলেই আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তাড়াহুড়ো কোরনা। আমার খোরাক কিছু বেশী, তাতে নজর দিও না।

কলাবউ। তোমার সেবায় আমি তুষ্ট হয়েছি, তোমার সাহায্যার্থে আমার অপত্যগুলিকে তোমার হাতেই অর্পণ করলাম।

কার্ত্তিক। অন্ন বস্ত্রের কষ্টের মূলই তোমাদের অবস্থা-নির্ব্বিচারে বিবাহ আর পুত্রকন্যা বৃদ্ধি। ও কাজটাকে বিশ বছরের জন্য বিদায় দাও, তা হলে দৈন্যও বিদায় নেবে; আমার মত তুড়ি মেরে ফুর্ত্তি করে বেড়াতে পারবে।

লক্ষ্মী। বাণিজ্যেই আমি বাস করি। কাঞ্চন সঞ্চয়ে অহঙ্কার বাড়ে,—বেবাক বেচে ব্যবসায় লেগে যাও—বণ্ড্ কিনে ফ্যালো। দেশের সখ বাড়াও, আর সখের জিনিষ আমদানি করে দেশের শ্রীসম্পাদন কর। শিল্পোন্নতির মূল মন্ত্রই ওই। পরম তুষ্ট হয়েছি বলেই এই গুহ্যতত্ত্ব তোমাকে উপদেশ করলাম।

সরস্বতী। তোমাদের উপর আমি চিরকালই তুষ্ট। তোমাদেব বিদ্যার বেগ্ বিলাত পর্য্যন্ত ঠেল্ মেরেছে, আর নয়। এখন মেটার্‌লিঙ্ক্, ইব্‌সেন্ প্রভৃতির ফোড়ং একটু ত্যাগ কর; ক্রমে তারাই যে তোমাদের ঋষিদের স্থান জুড়ে বসছে! নিজের ভাষাটা বিলিতি ছুরির ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠেছে। দুগ্ধ, ঘি চিনি ময়দা 'মিষ্টান্ন, কিছুই ত' মুখে করতে পারলাম না,—আবার এত সাধের বাংলা ভাষাটাও ভেজালের চোটে ভোট্‌কে উঠল,'—সাত ভূতে তার জাত মারচে। সাবধান।

জগদম্বা। দেখ, সর্ব্বত্রই আমার রাজত্ব, সকলের মুখই আশ্রয় চাইতে হয়, তাই দশ হাতে দশ দিক্ সামলাই। তবে, ভারত আমার বড় মেয়ে, তার পূজা আর তার অন্নই আমি বেশী খাই, বেশী গ্রহণ করি, আর বেশী ভালবাসি, তার উপর আমার পুরো জোর চল্লে। তার ভক্তি নিষ্ঠা পূজা চিরদিন পেয়েছি, সেটা ছাড়তে পারি না। আজ নাস্তিক হব বল্লে ছাড়ে কে ? দেবদাস, তুমি তাদের বুঝিয়ে দি'ও, ও সব দুর্ব্বুদ্ধিতে মঙ্গল হয় না। বড় হবি ত' ছোট হ,' এইটে তুমি তাদের উঠে পড়ে বোঝাও।

বিষ্ণু। শুন দেবদাস, তোমার ব্যবহারে আমরা বড়ই প্রসন্ন হয়েছি ; ঠাকুর দেবতায় এইরূপ অচলা ভক্তি রাখলেই তোমাদের মঙ্গল আর মুক্তি হবে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে। আর দেখ' দেবদাস,—শ্রাদ্ধ কাজটা সবার উঁচু কাজ, সেটা জান'ত ? তাতে ঊর্দ্ধগতি লাভ করায়। সেটি করাবার তরে পণ্ডিত পুরোহিতের দরকার হয়,—তাঁরাই করিয়ে দেন। তাঁরা যা করান আর যা বলান তাতে শ্রদ্ধা আর ভক্তি রেখে তা করে আর বলে যেতে হয়। সেই কাজ আর সেই মন্ত্রই ঊর্দ্ধগতি দেয়। নিজেদের বুদ্ধি মত আর নিজেদের বুলি মত করলে হয় না। এটা হল—মা বাপের শ্রাদ্ধের বিধি। দেশের শ্রাদ্ধটা আরো বড় কথা, তাতে দেবতার দরকার। দেবতায় শ্রদ্ধাবান হয়ে তাঁদের মন্ত্র আর মন্ত্রণা শুনে কাজ করতে হয়। সেইটি করবে। তোমার মত নিষ্ঠাবানদের দ্বারাই এ কাজ সম্ভব। এ কাজ ব্যস্ত হবার নয়, অধ্যবসায় চাই। সাধনার পক্ষে পাঁচসাত শ বছর কিছুই নয়, সেটা পাঁচসাত দিনের মত জানবে।

তার পর, বিজয়ার কোলাকুলির তরে দেবদাস বাবু, দেবতাদের প্রণামান্তে উঠে হাত বাড়িয়ে যাওয়ায় তাঁরা বিশ হাত তফাতে সরে গিয়ে—আশীর্ব্বাদ করলেন। দেবদাস থতমত খেয়ে গেল!

দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর ছিল। দেবতারা বেছে বেছে চালান দিলেন, আর নন্দিকে হুকুম করলেন—"যা রইল সব কৈলাসে লয়ে যাও,—কেবল হাঁড়কাটটি বাদ। ওটা আর বলিদানের অন্যান্য বহুৎ বস্তু (যা কাণে কাণে বলে দিয়েছি) দেবদাসের জিম্মায় থাকবে। আর দেখ, যাবার সময় দেবদাসকে কিঞ্চিৎ সেই প্রসাদ (বু'ঝলে কি না) দিয়ে যেও।"

গণেশ। (চুপি চুপি) সেটা কি ভাল হয়!

বিষ্ণু। (কাণে কাণে) বাবাজি, আহারটা একটু কমাও, তার চাপে বুদ্ধিটা চেপ্‌টে গেছে দেখছি। ইংরিজি পড়ে ওদের কি আর সত্যিকার শ্রদ্ধাভক্তি আছে, আমাদের তুষ্ট রাখতে কখন বা ওরা পূজো দেয়, তেমনি ওদের তুষ্ট রাখতে কখন বা আমরা দুটো কথা শুনি,—বাস্।

দেবদেবীর দল প্রস্থান করিলেন। আস্তিকেরা সানন্দে দেখলে যেন একপাল 'গেছো-গেঁড়ি' চলেছে,—পিঠে মোট্, আর চক্ষুর বদলে সামনে দুটি শুঁড়!

এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞেস করায় নন্দী বললে—"দেবতার মায়া; তাঁরা চিরদিনই ওই বেশে কাজ করে আসছেন। চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্যে চখের বদলে ঐ শুঁড় (ফিলার্) বার করেচেন, ওর

সাহায্যে বহু বাধা বিঘ্নও এড়ান যায়—কেহ বলেন শিং কেহ বলেন double barrel.

কথা কইতে কইতে নন্দী বেবাক ঝেঁটিয়ে দুটি প্রকাণ্ড মোট বেঁধে ফেল্লে। এমন খুঁটে চালগুলি লওয়া হ'ল যে একটু পরে গণেশের ইঁদুরটি দেড়শ ঘুরপাক খেয়ে একটি কণার সাক্ষাৎ পায়নি!

তার পর বত্রিশ নাড়ী আর সহস্র শিরায় টান দিয়ে নন্দী যখন বাঁক্ কাঁধে করবার চেষ্টা করলে,—শিরাবহুল গলাটা ফুলে যেন বটের শেকড়-ঘেরা খেজুর গাছ হয়ে দাঁড়াল, আর তার সেই শ্রীমূর্ত্তিখানা,—দন্ত বিকাশে ও কপোল ও ওষ্ঠাধর কুঞ্চনে এমন বিকট ও বিদ্‌খুটে হয়ে উঠল যে, অর্দ্ধশায়িত মাতুল হঠাৎ তা দেখতে পেয়ে, "ওরে বাবা রে" বলে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন, আর দেবদাসের উপর বেজায় চটে বল্লেন—"যত—বেল্লিকের রেণ্ডেভোঁ—ওঁ—ওঁ! এই চেহারা দেবতার হয়? তা হলে স্বর্গে কোন্ শা—! উঃ—শ্রীমুখ তুলে না চাইতেই অমন ঘোরাল-নেশাটা একদম ফ্যাকাসে মেরে গেল! দেবতার চেহারা বটে"!

দেবদাস মাতুলকে ঠাণ্ডা করিলেন, আর নন্দির হাত ধরে অনেক অনুনয়-বিনয়ে বেহেড্ মাতুলকৃত অপরাধের ক্ষমা চাইলেন।

নন্দী যায়, এমন সময় প্রসাদের প্রসঙ্গ ওঠাতে—"হাঁ হাঁ" বলে, নন্দী এক ছড়া রম্ভা দেবদাসের হাতে দিয়ে, দুর্গা বল্লেন।

স্মরণে

বাঙালীর নাকি পেন্‌সন্‌ প্রাপ্তির পর আর কোনো কাজ থাকে না, "সতী" হবার ঝোঁকের মত, পরলোকের দিকে প্রমোসন্‌ নিয়ে ঝুঁকে পড়তে হয়—তা না তো ভালো দেখায় না!—শুভানুধ্যায়ীরা নিন্দাও করেন—যদি লোকটার উপকার করতে পারেন।

আমি কা'কেও সে কষ্ট না দিয়ে সরাসরি কাশী এসে পড়ি; যে-হেতু স্থান-মাহাত্ম্যে পরলোকের চিন্তা কাছিয়ে আসে এবং সে-পথে পা দুটো আপ্‌সে গুটি গুটি এগুতে থাকে।

কয়েক বৎসর কাটছে, অভাগা কিন্তু সে-পথের খুঁট খুঁজে পাচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচ রকম বাতলায়;—এই অবস্থা!

আবার এমন সব রোগ আছে যা একেবারে সারে না—ভেতরে জড় থেকে যায়। সাহিত্য দেখচি তার মধ্যে একটি।

পথের ধারে কোনো এক পরিচিতের বারাণ্ডায় বসে সাহিত্য-প্রসঙ্গই চলছিল। কাশীতে সেটা অবান্তর হলেও—বসন্তের দাগ মিলয় না; অঙ্গের বা সঙ্গের সাথী!

নবীন ব্রতী—তরুণ উৎসাহী শ্রীযুক্ত সুরেশ সংবাদ দিলেন—"শরৎ বাবু এসেছেন, দেখা করতে যাবেন?"

সুরেশ সতেরো বছরেই সাহিত্যিক-শিকারে সিদ্ধহস্ত,—সব্যসাচী বলা চলে। শরৎ বাবুর সঙ্গে "বাৎচিৎ" সারা আছে। এ ক্ষেপেও সে আক্ষেপ রাখা হয় নি।

শরৎ বাবুকে দেখবার ইচ্ছাটা সত্যই প্রবল। যিনি বই-ছাড়াদের কেঁচে বই ধরিয়েছেন, তাঁকে দেখতে হবে বই কি। খৃষ্টানই হয়েছি—তা বলে সরস্বতী, পুজো করব না কেনো!

তবে—একটা কথা আছে। শঙ্কিতা "কমল,"—আমি "কমল" বলে নলিনাক্ষের সামনে দাঁড়াতে পেরেছিল,—ক্ষীণ হলেও তার সম্পর্কের সাহস ছিল। কিন্তু আমি কি বলে গিয়ে দাঁড়াবো! অবশ্য আমিও ডুবো-আসামী, সেটা প্রমাণ করতে পারি। দৃশ্যটা যে বড় বেখাপ ঠেকৃবে! যিনি "অরক্ষণীয়া" লিখেছেন, তিনি "অরক্ষণীয়" সম্বন্ধে কি ভাবেন নি? মূঢ়তাটা মানিয়ে নিতে পারবেন।

সুরেশ বলে উঠলো—"বাঃ—এই যে,—ঐ তিনি যাচ্চেন। চলুন—চলুন।—

—দাঁড়ান্—দাঁড়ান্!"

যন্ত্রচালিতের মত অনুসরণ করলুম। তারপরই সামনা-সামনি!

ভাগ্যে নমস্কার জিনিষটা সংস্কারের মধ্যে ছিল,—প্রথম ধাক্কা সেই সামলে দিলে।

তারপর!

তারপর,—যে কথা ভাবিনি কোনো কালে!

"ইনিই কেদারবাবু,—
'কাশীর কিঞ্চিৎ' এঁর বই লেখা।"

ছুবিষহ! ধরণি দ্বিধা হও।

ধরিত্রী শুধু সম্পর্কে নয়, সত্য সত্যই সীতার মা ছিলেন, তাই তাঁর উপায় হয়েছিল,—আমার বেলা একটু হাঁ করলেই বাঁচতুম!

যিনি কথা কইলেন—তিনিই শরৎ বাবু।—"বেশ লেখা হয়েছে—ঠিক লিখেছেন। খুব দেখা হয়ে গেল তো! তা—নাম লুকিয়েছেন কেনো,—নাম গোপন করবার মত লেখা তো আপনার নয়।"

"মাপ করুন, আর লজ্জা দেবেন না। ওই অপরাধের ওপর আবার নাম দিলে,—লোকের আঙুলের ডগায় ডগায় বেড়াতে হ'ত—শর-শয্যা ভীষ্মকেই আরাম দিয়েছিল!"

"না না—আপনি এবার নামটা দেবেন। আর কি কি আছে?"

"কাজ ছেড়ে কাশী এসে কু কাজের "কিঞ্চিৎ" ঐ যা প্রকাশ পেয়েছে। "ক'য়ের কোটাতেই আছি—আর না এগুতে হয়।"

"সে কি কথা,—লিখবেন বই কি! চলুন না—কথা কইতে কইতেই চলা যাক্,—কোনো কাজ আছে কি?"

"কিছু না। এখানে আবার কাজ কি! এটা এ-পার ও-পারের সন্ধি-স্থান বা শুদ্ধি-স্থান,—সেগ্রিগেসন্-ক্যাম্প—ছোঁয়াচ বাঁচাই-খানা আর কি! যেমন প্রথম প্লেগের দিনের "চউসা" ষ্টেসন। সেখানে দিন কতক রেখে ধোঁ-দিয়ে শুদ্ধ (Fumigate) করে ছাড়তো, এখানে অনুতাপ এনে ধোঁ-ছাড়িয়ে ছুটি দেয়!"

"বাঃ,—চলুন—চলতে চলতে কথা হোক।"

পায় পায় উত্তর-মুখো।

নানা কথা চলতে লাগলো।—আমার লক্ষ্য কিন্তু মানুষটির ওপর। খুব সাদাসিদে চাল,—ক্যাম্বিসের জুতো,—তাও পুরো নয়—গোড়ালি নেই! টুইল সার্ট—তাও পুরো নয়—দু' একটা বোতাম নেই। দাড়ি—তাও পুরো নয়—বাদসাদ্ দেওয়া। এই ভাব।

বললুম—"আপনাকে বড় কাহিল দেখছি, সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছেন বুঝি?"

"না, আমি বরাবরই এই রকম। একবার ভাগলপুরের গঙ্গায় পড়ে এই শরীরেই কাহালগাঁয় গিয়ে উঠি।"

ভালো করে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললুম—"বলেন কি! তা হলে শুধু শক্তিশালী লেখকই নন!"

তিনি হাসতে লাগলেন।

* * * *

পঠদ্দশায় দু' বচর "ফ্রেনলজি" (মস্তিষ্কবিচার বিদ্যা) নাড়াচাড়া করে,—অন্যের মাথায় নজর রেখে নিজের মাথাটা খারাপ করবার

সুধিধে করে এনেছিলুম। দৃষ্টি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থেকে হ'টে আকৃতিতে আকৃষ্ট ; পুস্তক ফেলে মস্তক দেখে বেড়াই, ফলে—ফেল ! যাক, দেখি সেই অলক্ষ্মী ছাড়েন নি, ভেতরেই কায়েম ছিলেন।

মুখ রইলেন কথায়, মন বইলেন মাথায়। চিন্তা চললো—

—"দেখছি—সঙ্গীতের স্থান সুপুষ্ট, কিন্তু—'বাসবিহাবী' বেবয় কোথা থেকে !" ইত্যাদি দুশ্চিন্তা।

চকের রাস্তায় চলা গেছে ; মাঝে মাঝে বঙ্কিম বাবু, ববি বাবু আসা যাওয়া করছেন।

পূর্ব্ব-সঙ্গীবা বলে উঠলেন—"এই সব দোকানেই খোঁজ করতে হবে।"

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়া গেল। কিসেব খোঁজ কবতে হবে,—তা জানি না।

দেখি সেটা—কুচোকাচাব দোকান,—"হাউস-ওয়াইফ" হিসেব। মিঞা মালিক।

"ক্যা চাহিয়ে বাবু ?"

"ঐ যে গড়গড়াকা নল্‌চের ওপব মে পিতলের একটা থাপ থাক্‌তা,—এই দেড ইঞ্চি আন্দাজ হবে,—জিস্‌কা ওপর ছিলিম বোস্‌তা, তা হায় কি ?"

মিঞা নির্ব্বাক।

"ঐ যে গো—তামাকুকা রস ছিলিমেব ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে পড়কে, একেবারে আসকে ফরাস মাটি করতা,—সেই রস যাতে আকে জমে থাকতা—গড়িয়ে পড়বার জো-টি নেই পাতা,—সেই

চিজ গো? তোমরা তো ও-বিন্তেকা আদিমুর হায় মিঞা সায়েব। হায় কি?"

"নেই সমঝা বাবু;—ছিলিম ঢুঁড়েত হেঁ?"

"আরে না-না, ঐ ছিলিমকাই সম্বন্ধী হায়,—রসাধার—রসাধার।—

—"বুঝিয়ে দিন না কেদার বাবু, আপনি জানেন বই কি,—জিনিষটা কাশীরও বটে কিঞ্চিৎও বটে—"

কি বিপদ—বলি কি! কোসিস্ করতেই হল; মিঞা সায়েবকে মোলায়েম করে বললুম—"দেখিয়ে—জিসমে তামাকুকা রস আয়কে রুক্‌তা হায়—নীচে গিরতা নেই। রসদানী—অ্যায়সা কুছ নাম হোগা।"

শরৎ বাবু যেন বল পেয়ে বললেন—"হ্যাঁ এইবার কাছিয়েছে।" তারপর গমক দিয়ে বললেন—"বুঝলে মিঞা সায়েব—রস-খপ্পর!"

একদম অত-বড় ফার্সি কথাটা শুনে হেসে ফেললুম,—

বললুম—"এইবার বলুন না—

"গৌড়জন যাহে—

তা হলেই সাফ্ বুঝে নেবে!"

শরৎ বাবুও হেসে বললেন—"তাইত' কেদার বাবু, দু'জনে মিলে আর-একখানা "অমরকোষ" বানিয়ে ফেললুম,—লোকটা তবুও বুঝলো না!"

"চিন্তার কথা বটে!"

"সে-কালে বাঙালীরা এই দুঃখেই ঘরের বাইরে পা বাড়াত

না? হুট্ করে একটা যা তা করলেই কি হল! বিভ্রাট দেখুন না।"

যাক,—পাঁচজনে মিলে অনেক কসরতের পর লোকটাকে বোঝাতে পারা গিয়েছিল। "আরথ্-দান' না ঐ রকমের একটা কি নাম বলেছিল—ভুলে গেছি। শবং বাবুর নিশ্চয়ই মনে আছে।

গড়গড়া গোত্রেরই আরো দু' একটা বকাল খরিদের পব ফেরা গেল।

*   *   *   *

আবার সাহিত্যের কথা,—পরেই রবি বাবুর কথা সুরু হল। "দেশের কত বড় গর্ব্বের জিনিষ,—ইত্যাদি। তাঁর "ছবি' প্রভৃতি কবিতার আলোচনায় পথ কাটতে লাগ্‌লো।

কথাটা বোধ করি ৭।৮ বচরে পড়্‌লো। মনে হচ্ছে সেই বচবেই যেন "গৃহদাহ" পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়।

কি সূত্রে মনে নেই, আমিই "গৃহদাহেব" কথাটা বললুম।

তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন—"গৃহদাহ" খানা দেখেছেন না কি?"

"শুধু দেখিনি—দেখে অবাক হ'য়েছি। নিজেকে বিপদে ফেলে—সেটা কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াসের মধ্যেই কারো কারো আনন্দ থাকে,—আপনি তাঁদেরই একজন। বইখানা "গৃহদাহ" হ'লেও—আপনারই অগ্নি-পরীক্ষা! ভাল-মন্দ বল্‌বার অধিকারী আমি নই,—তবে ডিহিরি পৌঁছবার পর থেকে শেষ পর্য্যন্ত,—কি কি ভাবে আর কতটা বিপদ মাথায় কবে আপনাকে এগুতে হ'য়েছে সেটা বুঝতে পারি। যুদ্ধে কাটাকাটি থাকে,—ওই কয় পৃষ্ঠা এগুতে

আপনাকেও বোধ হয় অনেক কাটাকাটি কর্‌তে হ'য়েছে। খসড়াটা দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়, সেখানা রাখবেন—নষ্ট কর্‌বেন না! আপনি যে কত বড় শক্তিশালী লেখক তার পরিচয়—ওই কয় চ্যাপ্টারেই রেখে দিয়েছেন!"

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"বলেন কি! আপনার তো সাহস কম নয়!"

তখন দশাশ্বমেধ কালী-মন্দিরের সাম্‌নে এসে পড়েছি ;—প্রণাম কর্‌লুম। বাঙালী টোলার রাস্তায় ঢুকে পড়া গেল।

সারি সারি সন্দেশ রসগোল্লার দোকান।

"কাশী যে ভূ-স্বর্গ তার প্রমাণই এই সব,—ভক্তের ভিড়ও তাই এত,—না?"

আমি একটু হাসলুম।

তাই বোধ হয় বল্‌লেন—"আমাকে নাস্তিক ব'লে মনে হয় কি?"

"এ কথা কেনো? আমি তো আপনার চেয়ে বড় আস্তিক দেখতে পাই না।"

"অপরাধ?"

"অপরাধটা অনেক স্থলেই লক্ষ্য করেছি। সব মনে নেই,—"চরিত্রহীনে" গৃহ-দেবতা নারায়ণকে অন্ন দেওয়ার ঘটনাটা নিয়ে—কলেজ থেকে ফেরবার পথে—গঙ্গাতীরে বসে যে অনুতপ্ত অপরাধীটি শান্তিলাভার্থে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, সে দিবাকর নয়, বোধ করি—শরৎচন্দ্র। অন্ততঃ দিবাকরের প্রাণে যিনি অনুতাপ এনেছিলেন তিনি—আপনি। আবার অত বড় বিচার-গর্ব্বিতা

বিদুষী কিরণময়ীর হাতে যিনি কালীঘাটের ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করেছেন, তিনিও আপনি বই আর কেউ নন।”

হেসে বল্লেন—“বই লিখতে ব’সে অমন অনেক কিছু লিখতে হয়।”

“তা স্বীকার করি। তর্ক কর্‌তে পারব না—সে শক্তি বা স্পর্দ্ধা আমার নেই। জীবনে ভুল্ চুকই বহুৎ, কিন্তু এ ভুলটা স্বীকার কর্‌তে মন চাচ্চে না।”

“কাজ কি,—তাতে আমার লাভই রইল,” ব’লে হাস্‌লেন।

ছাড়াছাড়ির সন্ধি-পথে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই হ’ল।

তাঁর কথাবার্ত্তার আর ব্যবহারের সহজ-সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হলুম। শেষ বল্লেন—

—“আবার যেন আপনাকে পাই,—আমি শিবালয়ে বাসা নিয়েছি।”

“নাস্তিকের লক্ষণ বটে!”

হেসে বল্লেন—“সুরেশ জানে,—আস্‌বেন।”

“বলার অপেক্ষা রাখতুম না।”

নমস্কার,—নমস্কার।

*　　*　　*　　*

যে লোকটির লেখা পড়তুম আর অবাক হ’য়ে ভাবতুম—বাঃ, কোথাও ফিকে মারে না! ভাষার শক্তি আর সৌন্দর্য্যে—ঘরের পরিচিত আটপউরে জিনিষটিকে কি উপভোগ্য ক’রেই উপস্থিত

করেন! কোথাও রঙের সাজ-গোছ নেই,—উচ্ছ্বাসের উৎপাত নেই,—সবই সহজ! আজ সেই মানুষটির—চেহারায় আর পরিচ্ছদে সেই পরিচয়ই পেলুম!

সে দিন—আলাপের আনন্দ নিয়ে ফিরি। বাসায় ফিরে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হই,—'ফ্রেনলজি' তখনো ফুট্ কাটে!

পরিশিষ্ট

ছাতু

দামী-জিনিষের ব্যাবহার কম ; তারা বহু যত্নে বাক্সবন্দী হয়েই থাকে। বেনারসী শাড়িখানা বরবধূবরণের দিনই বেরয়। শালের সামিয়ানাখানা পোকার জিম্মায় থাকে, ম্যারামত চলে,—বেরয় বড়লাট্‌ এলে। পূর্ব্ব বা গতপূর্ব্ব পুরুষের পুঁথি, পট্টবস্ত্রাবৃতই থাকে, শ্রীপঞ্চমীতে পূজা পায়। মজলিসের জিনিষ "মালকোষ্‌" ; তার মালে পৌঁছুতে পারি না-পারি শ্রদ্ধা ক'রে শুনি। এসব, সভায় পেস্‌-করবার পোষাকী আর যোগ্য জিনিষ। পরিতাপের বিষয়—আটপউরে নিয়েই আমার প্রবন্ধ। এতে শিক্ষার কিছুই নেই, ভিক্ষাতেই এর সমাপ্তি।

ছাতু

প্রবন্ধটির নামকরণ—শ্রুতিসুখকর ত' হয়ই নি, অজীর্ণবর্দ্ধক না হলেই মঙ্গল। ভরসা এই—পণ্ডিতেরা প্রাণে অর্দ্ধভোজনের ভয় দেখিয়েছেন, শ্রবণের বিধান শোনান নি। জিনিষটি কিন্তু প্রাণ-ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়,—খাঁটি "পেটোlogyর" অন্তর্গত। পেটে রস না থাকলে কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি রসায়ণ, সকলের রসই শুকিয়ে যায়, কারুর রসই রাস মানে না।

যে প্রদেশে রয়েছি, যাঁদের উৎপন্ন অন্ন আহার করছি, এ জিনিষটি তাঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন। ভাল করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন, সেটা পরে বলবার চেষ্টা পাব; কিন্তু আমরা যে তাই নিয়ে তাঁদের তামাশা করি, এমন কি কখন কখন তার মধ্যে উপহাসও উঁকি মারে, তার সেই তিক্ততাটুকু নষ্ট করাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রয়াস।

ছাতু কথাটিকে একটু এগিয়ে দেখা যাক। হ্রস্ব"উ"-শূন্য অবস্থায় ছাতুকে "ছাত"রূপে পাই, যার আশ্রয়ে লোক বাস ক'রে থাকে। ছাতের 'ত'য়ে আকার যোগ করে পাই "ছাতা", কিনা—ছোট অথচ চলন্ত আশ্রয়। আবার যা অন্যের মাথায় ধরে অন্নের উপায় করাও চলে! "ত"য়ে ইকার দিলে পাই "ছাতি" অর্থাৎ বক্ষ, যেটা হৃদয়ের আশ্রয়। আর "উ"কার সংযোগে পাই "ছাতু", অর্থাৎ সাধুভাষার সক্তু, হিন্দির সাত্তু,—যা ছিল মধ্যযুগের প্রধান অন্ন, মানুষের পরম আশ্রয়। অতএব ছাতুর পূর্ব্বপুরুষ ধরে দেখা যাচ্চে—বংশটি সম্ভ্রান্ত না হলেও সহৃদয় আর পরার্থপর। সকলেই আশ্রয়দাতা।

অজীর্ণ-দুষ্ট বাংলাদেশে, অর্থাৎ সুস্নি কলমী ল'ল'কে়ের"র দেশে পল্তা-পটোল, নাল্তে-গাঁদাল, দুর্ব্বল পাকস্থলীর মালিক হয়ে, ছাতুকে ছত্রিশগড়ের ও-দিকে এগুতে দেয়নি। সে-দেশের লোকেরা নিজেদের উদরের শক্তিসামর্থ্যের দিকে চেয়ে, ওর উপকারিতার দিকটায় চোখ বুজে ছিল।

বাংলা দেশটা বরাবরই ফাঁকা আওয়াজে সম্মান বজায় রেখে এসেছে। কি জানি যদি কখনও কাজে লাগে, ঠক্তে না হয়, এই ভেবে সংশ্রবটা একেবারে ত্যাগও করেনি; শাস্ত্রের কাছে, লোকের কাছে খাঁটি আছে। যেখানে কিছু না করা ভাল দেখায় না, সেখানে লৌকিকতা হিসাবে, অনিচ্ছাতেও কিছু করা বুদ্ধিমানের কাজ। সেটা সম্ভ্রম বজায়ের মতলবে। ইংরাজিতেও ঐরূপ একটা মতলবের কথা আছে—To cut off with a shilling, অর্থাৎ কিছু দিয়ে এড়ানো।

তাই ৩৬৫ দিনের মধ্যে একটি মাত্র দিন,—বৎসরের শেষ দিনটির (যে দিনটি সারা বছর বেঁচে থাকলে তবে আসে, নচেৎ বেশ এড়ানো যায়) "ছাতুসংক্রান্তী" নাম দিয়ে, ছাতুর মান বজায় করা হয়েছে। সে দিন কেহ কেহ ছাতুর আস্বাদ লন মাত্র; অনেকেই পিতৃপুরুষকে ও অপরকে দান করেই খালাস, অর্থাৎ অন্যের মুণ্ডেই সারেন।

এ সম্বন্ধে বাংলাদেশের আর একটি চালও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার বিখ্যাত এক বংশের এক বাবুর নাম "ছাতু-বাবু" রাখা হল; তাৎপর্য্য আমরা ছাতু জিনিষটিকে বড় কম সম্মান করিনা,—

তাকে এমন লোকের সঙ্গ দান করেছি, যা করায় সে চিরদি
বাংলাদেশে খ্যাত হয়ে থাকবে। সুতবাং বাঙ্গালীকে কেহ এম
কথা বলতে পারবেন না যে, সে ছাতুর অসম্মান করে।

পরমহংসদেব বলতেন—আব সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, হর্না
কেবল ব্রহ্ম। তিনি পরব্রহ্মের কথাই বলেছেন। আমরা শুনে
মর-ব্রহ্মরূপী ছাতুও উচ্ছিষ্ট হন না, গয়ায় যে ছাতুর পিণ্ড দান ক
হয়, তাহাও উচ্ছিষ্ট হয় না। শ্যামের বাপকে যে পিণ্ড দেও
হযেছে, রামের বাপের বেলায় সেই পিণ্ডই ঘুবে আসে! অর্থা
শ্রাদ্ধ মানে আমরা চলতি কথায় যা বুঝি ঠিক তাই হয়। এক
ছাতুব-পিণ্ড একশ' লোকের পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত্যর্থে হাত বদ
হাজিব হয়। উচ্ছিষ্ট হয় না।

সুজলা সুফলা দেশের ফিনফিনে "দেড়-পো" পোষাকের শী
বাঙ্গালীর ধারণা—ছাতুতে সূক্ষ্ম বুদ্ধিটুকু শোষণ করে। কি
টোডাবমল্, বীববল, চাণক্য প্রভৃতি যে এই চূর্ণ ব্যবহার করতে
না, এখনো তাব প্রমাণ পাওয়া যায়নি!

"ভারত উদ্ধারে"ব কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো ছাতুকে শোষণকার্যে
লাগিয়েছিলেন বটে, কাবণ সুয়েজখাল বন্দ করবাব এমন সহ
উপায় তিনি আর দ্বিতীয় খুঁজে পাননি, (তাঁর,—"ফেলা হইয়াছে
বলিয়া টেলিগ্রাফিক্ ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য) তবে, সেটা তরল পদা
শোষণার্থে প্রয়োগ মাত্র। আশা কবি আমাদের মস্তিষ্ক তেম
তরল নয়, অনেক বিষয়েই নিরেটের নিকটবর্ত্তী।

দেবতারাও এ-বস্তুর কদর করতেন; নচেৎ দেবভাষার মধ্যে এ

নাম থাকত’ না। আর দেবগুরু বৃহস্পতির মত সুক্ষ্মবুদ্ধিশীল দেবতা যে, এর গুণ না জেনে ভাষার মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন, তা-ত’ বিশ্বাস হয় না। সংস্কৃতে এঁকে "সক্তু" বলা হয়। আমরা দেবতা নই, তাই "স" স্থলে "ছ" বলি। যেমন "সত্র"কে ছত্র, সাতুবাবুকে ছাতুবাবু। ইংরাজিতেও এ চাল্‌টা আছে; তবে তাঁরা লেখেন "ছ", বলেন "শ", এই যা তফাৎ,—যেমন Champagne,—Chivalry।

পাখীকে ছাতু খাওয়ান হয়। ময়না, শালিক—ছাতু খেয়ে পড়ে। যে সব ছেলেরা পড়ে না, তাদের ছাতু খাইয়ে দেখা হয় নি। বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পড়ায়—ছাতু সাহায্য করতে পারে। কারণ সে পড়ায়, না বুঝলে ক্ষতি নেই, মুখস্ত হলেই পাস্। আভিধানিক ক্রম্ অনুসারে—"ছাতুর" পরেই "ছাত্রের" স্থান। সম্ভবতঃ "ছাতুর" সঙ্গে "ছাত্র" জীবনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকতে পারে;—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"ছাতু"—বালক থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অনায়াসেই খেতে পারে। ও জিনিষটির কাছে দাঁতের দয়ার দর্প খাটে না।

এই ছাতুই একটু পরিষ্কার অবস্থায়, একটু তোয়াজে তয়ের হয়ে, যখন আমাদের নীলমনিদের জন্যে, নীল মোড়কে বার্লি (Barley) নাম নিয়ে, বিদেশ থেকে আসে, তখন আবার বাংলাদেশেই তার আদর বেশী! বাঙ্গালী ভদ্র-সন্তান এমন কেহ আছেন বলে ত' মনে হয় না, যিনি বাল্যে বার্লি না খেয়ে বড় হয়েছেন। কলেরা অজীর্ণ উদরাময়, তাতে ম্যালেরিয়া মিশিয়ে "চার" করে নিয়ে,

আমাদের কারবার। প্রথম তিনটিতে ঐ টাকায়-পো প্যাক্ কর বার্লিই প্রধান পথ্য। কিন্তু ষোল পয়সা সের ছাতুর নামে আমর বামে সর্প দেখি!

শুনতে পাই বার্লিতে বন্ধ করে—ছাতুতে ছাড় দেয়। ক্রিয়াট বিপরীত বটে কিন্তু চারযুগের চেষ্টায় সেটা সোধরাতে পারত'। অনেকে মুখে করতে রাজী হতেন,—বোধ হয় দেশের mentalityর মনে ধরে না। কিন্তু কথা হচ্চে—"বিলিতি ছাতু" চাম্‌চেয় চ'ড়ে, বড় জোর দু' চাম্‌চের মাপে, আমাদের লালসা চরিতার্থ ক'রে আসচে, আর নাকি আমাদের অপত্য থেকে প্রৌঢ়ের পর্য্যন্ত পোষ্টাই সাধন করচে। আর "দিশী ছাতু" চাম্‌চের "চ" থেকে, বর্ণমালার ন'টা বর্ণ টোপ্‌কে, একদম "প"য়ে পৌঁছে—"পো" হিসেবে পেটে প'ড়ে,—দোষটাই ঘোষণা করছে!

একদিকে "এক পো", আর—একদিকে "দু'-চাম্‌চের" মাপ্‌টা কেহ চিন্তা না-করেই,—"বন্ধ" আর "ছাড়ের" দ্বন্দ্বটা—অন্ধের মত মীমাংসা ক"রে ব'সে আছেন। শিশিহীন দিশীর দু'চাম্‌চে খেয়ে দেখলে, আশা করি আমাদের ছাতুও,—বোসের ল্যাবরেটারির উমেদারী না করেই—দোষের হাত এড়াতে পারে।

কবিরা নিরঙ্কুশ। "গুপ্ত"-কবি ছাগল পর্য্যন্ত ছাড়েন নি,—কবিতার মধ্যে ফেলে, তার আস্বাদ নিয়েছেন ও দিয়েছেন। কিন্তু ছাতু জিনিষটা বোধ হয় কাব্যের জিনিষ নয়;—ভাবের উপর নির্ভর রাখে না,—বেজায় বস্তুতন্ত্র। তাই কোন কবি ঘ্যাঁশেন নি। "ধাতু" ছাড়া ছাতুর মিল খুঁজে মেলে না। রাতুল, বাতুল, মাতুল

প্রভৃতি "ল"ful শব্দগুলিকে un—"ল"ful করতে পারলে, সে চেষ্টা চলতে পারে। বস্তুটা ব্যবহারের, ওতে "উপ"র আরোপ বা উপদ্রব নেই,—উপভোগের নয়, খাঁটি ভোগের বা ভোগ লাগাবার।

চ্যাপ্টার-টু

পাঁচব্যঞ্জন খেতে সকলেই চান, আর তার একটা আদিখ্যেতাও রাখেন। মেয়েয় মেয়েয় সাক্ষাতে,—প্রথম প্রিয় প্রশ্ন হচ্চে—"আজ কি রান্না হল?" জামাই এলে দশ ব্যঞ্জনেরও বস্ হয় না,—সেটা তখন পঁচিশ! মূল্যের উল্লেখ না হয় নাই করলুম; কিন্তু এই "ইঁওয়জয়ে"র দৌড়্ গৌড়ময়। তবু এ'র পিটে অতবড় সাত-বকালের বোঝা! এর সরঞ্জামে গৃহস্থের ঘাম দেখা দেয়—ঝি চাকর গৃহিণী বধূ ব্যস্ত। এঁদের ঘাম—কামে, কর্ত্তার ঘাম—দামে; কিন্তু নামে—সেটা সয়ে যায়। এর পশ্চাতে ঐযে—বাজার, ব্লাট্না, কুটনো, বিয়াল্লিশ-বাসন, আর তিনটে উনুন হাঁ ক'রে হাসে, আর কাঁড়ি কাঁড়ি কাট কয়লা গেলে,—সবটাই সয়ে যায়, সম্ভ্রম আর নামের সম্মোহে। অভ্যাস অপেক্ষা আদৎটাই কাজ করে বেশী; আর সেটা হয়ে যায়—দোকানী পসারির উদারতায়,—কেরানিদের ধার দিতে তাদের ওজর নেই।

যাঁদের সংসার—সরকার আমলায় সামলায়, আর কাবাবীখানা রাতাবী সন্দেশ, নায়েবী জুলুমে বজায় রাখে, তাঁদের কথা বলচি না; কথাটা মধ্যবিত্তদের। যাঁদের খেটে খেতে হয়; যাঁদের শয্যা-ত্যাগের পর—নাড়ীতে ঘড়িতে টানাটানি চলে, আর জপ চলে—

"বেলা হ'ল, বেলা হ'ল"! যাঁদের,—বেলা "গ্যালো" কথাটা, ক্লান্ত কপোত সায়াহ্নে শোনায় না। যাঁদের হাঁড়ি চড়ে ভোর পাঁচ-টায়,—কারণ আটটার মধ্যে পাঁচ-ব্যঞ্জন ভাত চাই। তা না হলে গৃহিণীরও সুখ হয় না, বাবুরও ভুখ্ মেটে না। এটা কি ক'রে যে হয়, সেটা কেউ ভাব্তে চান না, কারণ—ভাবলেই এ সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

মাঝারি থেকে বড় সংসারে, মা-ঠাকরুণদের ছুটি—বড় জোর দু'ঘণ্টা; অর্থাৎ সে সময়ে—সুপারী কাটো, পান সাজো, কুটনা কোটো, বিছানা রদ্দুরে দাও, বিছানা করো, আর বাবুর বেনিয়ানে বোতাম বসাও;—সময় থাকেতো' চুল বাঁধো। পরেই রান্নাঘর আর ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা! এই ব্যঞ্জনের বাহারে আর পেটের পর্ব্বে, মধ্যবিত্তের চিত্ত আর পিত্ত, দুই নিঃশেষ হয়ে যাচ্চে। ব্যঞ্জনই বাংলাদেশের বাড়ীগুলিকে খঞ্জননৃত্য করিয়ে বেড়াচ্চে।

এখানে একটু আত্মকথা এসে পড়ে, সে জন্য ক্ষমা আর পাঁচটা মিনিট সময় প্রার্থনা করি। তখন কানপুরে থাকি। ব্রাহ্মণীর বেয়ারাম, কাজেই তিনি বে-কাম। টেলিগ্রাম পেলুম ৪।৫টি অতিথি পাবার। জীবনে পাওনাগুলো প্রায় এইরূপই পেয়ে এসেছি। বৈকালে তাঁদের এগিয়ে আনতে ষ্টেসনে যাব, ঠিক সেই সময় আমার পুরাতন ভৃত্য মহাবীর এসে মহা চোটপাট করে মাইনে চুকিয়ে দিতে বল্লে; সে আর মুহূর্ত্তও থাকবে না! বুঝলাম একটা কিছু হয়েছে; কিন্তু তখন সব কথা শোনবার সময় নেই, ট্রেণের টাইম্ হয়ে যাবে।

তাকে অনেক ভাল কথায় বোঝাবার চেষ্টা পেলুম,—এরপর সব শুনে যাতে সে সন্তুষ্ট হয় তাই কোরব', এখন পাঁচটি ভদ্রলোক আসচেন—যেন সব ঠিক্ থাকে, পুরাতন লোকের কি এ সময় এমন করতে আছে? ইত্যাদি। সে কিন্তু বেজায় বেঁকে দাঁড়াল। সেই ব্যস্ততার সময় তার ব্যবহার ক্রমে এতই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল' যে, তা বরদাস্তের বাইরে গিয়ে পোড়ল। আমি রাগের মাথায় তখুনি তার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে, তাকে বিদেয় ক'রে বাঁচলুম। পরে, অনেকেই আমার এই সাধুতাটা অনুমোদন করেন নি। বুঝলুম, রাগের ঝোঁকেও লোকে সৎকর্ম্ম করে ফ্যালে।

পাশের বাড়ীতেই আমার বাড়ীওলা "লালাজী" থাকতেন। তাঁকে সামনে পেয়ে, সংক্ষেপে অবস্থাটা জানালুম। শুনে তিনিও আমার—বেতন চুকিয়ে দেওয়ার বেওকুবির বহরটা যে কতবড়, তা ব্যাখ্যা করতে ব'সলেন। সে সব শোনবার আমার সময় ছিল না।

বল্লুম,—"লালাজি, যা চায় দেব, আপনি মেহেরবাণী করে, অন্ততঃ একটা ঠিকে লোকও যদি তল্লাশ করিয়ে দেন;—আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই।"

তিনি বল্লেন—"আপ্ ঘাব্ড়াতে কেঁও বাবু-সাব,—ঘরমে "সতুয়া" (ছাতু) তো হায়।"

আমি আর দাঁড়ালুম না, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম। মনে মনে ভাবলুম—"সতুয়া" না খেলে আর অমন বুদ্ধি হয়! ভদ্রলোকেরা আসছেন দুদিনের জন্যে, আর বেশ সপ্রতিভ ভাবে বল্লে কিনা—

"ঘরমে সতুয়া তো হায় !" সাধে বাংলাদেশ ছাতুর ওপর চটা। ওতে একেবারে বুদ্ধির জড় পর্য্যন্ত মেরে দেয় !

তখন মনেই হল না যে ঐ লালাজীটি, নগদ দেড়লক্ষ টাকার আর ৪ খানা বাড়ীর মালিক ; আর এই ৭০ বছর বয়সেও কর্ম্মবীর ; এবং এই সবগুলোর জড়েতে রয়েছে ঐ—"সতুয়া"।

যাক্, সে যাত্রাও কোন প্রকারে দশ তরকারীর বাহাদুরী আর সম্ভ্রম রক্ষা হয়ে গেল ; তাঁরা দিন পাঁচেক থেকে চলে গেলেন।

এই সম্ভ্রমরক্ষার প্রতিই ভদ্রলোকের প্রধান লক্ষ্য। কোন প্রকারে সেটা হওয়াই চাই। তাঁদের ইহজীবনের কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধানতম হচ্চে দুটি,—"এটা ভাল দেখায় না" আর "লোকে কি বলবে", এই দুটি বাঁচিয়ে চিতারোহণ।

সভ্যতার কল্যাণে একান্নবর্ত্তীতার অপকারিতা অচিরেই বুঝে নিয়ে, বহু-প্রাচীন-ভুলটা আমরা সুধরে নিয়েছি। তাই পরিবার আর নিজে বেশ ভাল খেয়ে-পরে রাজার-হালে কাটাচ্ছিলুম, কিন্তু বয়সটা ক্রমে বেড়ে উঠে সব দিকেই বাদ সাধলে। সরকারের বুড়োলোকে অরুচি ধোরল', কিছু পেট-খরচ দিয়ে, পেন্‌সন্ দিলেন।

এতদিন পরে, আর অল্প এই আয়ে, আত্মীয়ের মধ্যে গিয়ে, মানিয়ে থাকবার মেজাজও খোয়ান হয়েছে। অনেক ভাবনার পর একটা প্রাচীন প্রবচনের সাহায্য পেলুম,—"ডুব'দে জল খেলে, শিবের"—ইত্যাদি। তাই উচ্চকণ্ঠে—"বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসই কর্ত্তব্য" ঘোষণা করে, শিবপুরীতেই বাসা বাঁধা গেল। মতলব—একচালে যদি মুক্তি মেলে ত' Double Rule of Three কসাটা

সার্থক হবে, অথচ বিশ্বনাথ সেটা বুঝতে পারবেন না,—প্রবচন তা বলে দিচ্চে!

দেখি একান্ন ঘুঁচে বাহান্নবর্ত্তীতার অবশ্যম্ভাবী ফলে অনেকেই কাশীবাসী! ছেলের পিতৃমাতৃভক্তি অনেক স্থলেই চার থেকে ছ'টাকা মূল্যের! অথচ সবারই পাঁচ ব্যঞ্জন খাবার পেট,—কাজেই দু'বেলা দশখানা বাসন মাজার শাসন। কিন্তু বার্দ্ধক্য দিন দিন বাঁকিয়ে আনচে। আবার ঝি চাকরের দাম—আয়ের দ্বিগুণ!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাসন মাজার প্রশ্নটা—ঐ পাঁচ ব্যঞ্জনের মতই পীড়া দিত। এর কি কোন উপায় নেই? দেশেও দেখি এক বোজা বাসন নিয়ে কচি কচি বউ-ঝি মায় ৭২ বৎসরের বৃদ্ধা, "ব্যাসিলির" বৈকুণ্ঠসদৃশ দারুণ দুর্গন্ধময় ডোবায় বসে, দু'বেলা ২।৩ ঘণ্টা ঐ পাঁচ ব্যঞ্জনের প্রায়শ্চিত্ত করেন,আর কাঁপ্তে কাঁপ্তে এসে কাঁথা মুড়ি দেন!

এর কি কোন উপায় নেই? গরীবের ঘরে এ ব্যাধি কেন? পরদুঃখকাতর ইয়োরোপ—আমাদের গায়ে না কাঁটাটি ফোটে, Safety-pin পর্য্যন্ত supply করচেন; এই বাসনবিড়ম্বনার ব্যবস্থা করে দিলে যে বাঁচি! উপায় কি?

যাঁদের আহারান্তে আঁচিয়ে ছুটি, তাঁরা এ বাজে কথায় বিরক্তই হবেন।

উপায় খুঁজতে হলে জড়ে উপস্থিত হতে হয়,—সেখানে ঐ প্রিয় পাঁচ ব্যঞ্জন,—অর্থাৎ সকল ঝঞ্ঝাটের গুরু, রোগের আর দারিদ্র্যের পূর্ব্বপুরুষ, পত্তনি নিয়ে আছেন। অর্থ, সময় আর শরীর শোষণ করচেন।

উপায় ছিল, এখনো আছে,—সে ওই "ছাতু"। যিনি—কাট, কয়লা, চাকর দাসী, তেল ঘি, মেওয়া মশলা, বাসন,—কারুরই মুখাপেক্ষা করেন না। স্বয়ং সহজ ও পুষ্টিকর।

যে জাতের পাঁচ ব্যঞ্জনের উপায় করতে সব সময়টা যায়, সে অপর চিন্তায়, অপর কাজে মাথা দেবে কখন? তার Originality অনুকরণে ছাড়া আর কিসে হ'তে পারে? ভাবতের যা নিয়ে গর্ব্ব যা নিয়ে আস্ফালন—সে-সব ওই ছাতুর যুগে বেরিয়েছিল।

ভারতের যে সব অংশে বলিষ্ঠ, দৃঢ়, শ্রমী ও কর্ম্মী লোকের বাস, সেখানে পাঁচ ব্যঞ্জনের বালাই ছিল না, এখনো কম। সভ্যতার ও আমাদের (বাঙ্গালীদের) শুভ সংস্পর্শে এসে কেহ কেহ এই ব্যঞ্জনের বাইস্‌ফেরে পড়চেন। শুভ এই যে, গাঁ-গুলো দূরে, আর গাঁয়ের লোকের হাঁ গুলো এখনো এই বিষ গ্রহণ করে নি। তথাকথিত তেল ঘি তাদের পেটে পড়ে না। মশলার মধ্যে নুনলঙ্কার সাহায্যেই এতটা কাল তারাই ভারতের পেটের জোগাড় করে আসচে।

পণ্ডিতের জন্মটা প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তেই দেখা দেয়। তাঁরা ব্যাকরণের দুটি সার-সত্য আবিষ্কার করেছিলেন,—স্বরবর্ণ বা স্ববর্ণই সেরা;—ব্যঞ্জন অপরের সাহায্য ভিন্ন বে-কাম,—চলতেই পারে না। পরাধীনতার পাপ বিদায় করাই মঙ্গল, কারণ—সর্ব্বং আত্মবশম্ সুখম্।

মাঝে মাঝে দেশ হিতৈষীরা লিখে থাকেন,—"The bread problem, specially of the middle-class people of this country, is the problem of the day. Any one

therefore, who is able to throw any light on this question, is a real "benefactor" of the country."

আমি সেরূপ কোন "বেণী-ডাক্তার" নই। এই নিদারুণ দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ভুকো-জমি ভারতবর্ষের "ইকনমী সমস্যা মীমাংসার শিরোমণিও আমি নই। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর চিন্তা-চর্ব্বিত মাথাটা, আর মাজাভাঙ্গা দেহটা, কিসে অনটনের আঘাত আর বার্দ্ধক্যের বিপন্নতা এড়িয়ে,—জান্ আর মান বজায় রেখে, একটু স্বাধীনতা আর শান্তিলাভ করতে পারে, এই চিন্তাটা গত সাত বচর সয়তানের জাঁতার মত মাথায় ঘুরেচে। কোথাও সুবিধা না পেয়ে, শেষে এই "ছাতু"তে এসে ঠেক্ খেয়েছে। Confessionএ নাকি কর্ম্মফল কাটে, তাই দশের কাছে নিবেদন করলুম। কেহ যেন ভাববেন না—সারমন্ শোনাচ্ছি; জীবনটাকে সহজ ও সহনীয় করবার—উপায় চিন্তা মাত্র। পাঁচটা ঝুটোর সঙ্গে এর দু'মুটোর অভ্যাস করলে লাভ আছে বলেই মনে হয়;—অন্ততঃ ক্ষতির ভয় নেই। তবে আমাদের বাহ্যিক আমিরী আবহাওয়ায়, এটা মস্ত একটা অবজ্ঞার বস্তু ব'লে ঠেকতে পারে। ফ্যান্ খাওয়াটাও আমাদের কাছে কম insulting অপমানজনক নয়,—এমন কি,—গালাগালি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত! তবে যাঁদের আমরা অনুকরণ করি, তাঁদের বড়-বড়রা নাম বদলে', সখ ক'রে নিত্য একটু ফ্যান্ খান;—রূপটা প্রায় একই থাকে, নামটা হয় পরিজ্'(Porridge)। এটা যখন বিলাসভূমি Franceএও চলতি, তখন আমাদের অনুকরণভূমি বাংলাদেশে এর chance কমতি না হওয়াই ত' উচিত। ও-সব

দেশের বাবুরা, খাদ্যের food valueটা (মোলের মর্য্যাদাটা) ভোলেন না, তারপর আস্বাদ।

আমাদের কিন্তু একদিন শুনতে হবে, বোধ'হয় সে-দিন সুদূরও নয়, যে,—আমাদের পরম বস্তু গরম-মশলাটা—অম্বলেরও সরম রক্ষা করতে এগিয়েছে!—কারণ—এ জাতটির এমন পেট ম'রে গেছে যে এদের যাদুদের স্বাদু খাইয়ে জীয়িয়ে রাখতে হয়, নচেৎ রোচে না,—Savory plate চাই। ছেলে যেথায় এক রেক্ মুড়ি খেয়ে মানুষের মত হত, সেথায় এখন একটুক্‌রো Cake কেক্ খায় আর লজঞ্চুস্ চোষে! মা-বাপের মায়ার শরীরে সেটা নাকি শান্তি দেয়। এই রঙ্গিন্ ব্যবস্থাগুলি, আমাদের মধ্যবিত্তদের অবস্থাটিকে ক্রমেই সঙ্গিন ক'রে তুলচে। বোধ হয়—এখনো ছাতু অভ্যাস করলে বাঁচতে পারি।

দার্শনিকেরা প্রতিপন্ন করেছিলেন,—"কমানয়" সুখ,—"বাড়ানয়" অসুখ। তাই তাঁরা সব গুটিয়ে এনে, এক'কে বরণ করেছিলেন। আজো সে কথা কেউ কাটতে পারেন নি। এর অর্থ এ নয় যে, সব ছেড়েছুড়ে নেড়া হয়ে বসে থাক;—এইটে স্মরণ রেখে কর্ত্তব্যগুলো করে যাও,—মেওয়া খেতে মানা নেই। কিন্তু উপযুক্ত না হয়ে করলেই অসুখ।

হলে হবে কি, শিক্ষাবিড়ম্বনা মাথা বিগড়ে দিচ্চে। কেউ ভাববেন না যে আমি এখানে শিক্ষাকে জ্ঞানের বাহন বলচি। ভগবান সব-ই মঙ্গলার্থে করেন। তিনি বলেছিলেন—পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। আমরা "বলা-কওয়ার" বার হয়ে পড়েছিলুম, এখন তাই "দেখিয়ে" দিচ্চেন। অনেকেই বুঝেচেন,—কিন্তু মরে আছেন।

ভগবানকে কিন্তু মঙ্গল করতেই হবে, তাঁর যে সেটা কাজ,—কাজেই তাঁর আলস্য নেই, নিদ্রা নেই। বাকি আর একটি মাত্র অস্ত্র তাঁর পুঁজি। "বাতানো" হয়েছে, "দেখানো" হয়েছে, "ঠ্যাকানো" কেবল বাকি! বোধ হয় ঠ্যাকো-ঠ্যাকোও হয়ে এল। এ কষ্টটা তাঁকে না দিলেই ভাল হয়।

কিন্তু সভ্যতা আমাদের শেখাচ্চে—"বাড়াতে"। তুমি ভোজন-বিলাসী না হলে ভাল খাদ্য-সামগ্রী উৎপন্ন হবে না; তুমি সাবান সুগন্ধী না মাখলে শিল্পোন্নতি হবে কি করে? তুমি ভাল কাপড় না পরলে, বস্ত্র-শিল্প বাড়বে না, তুমি ভাল জুতো না ব্যবহার করলে চামড়ার চরিতার্থতা কি, ইত্যাদি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল মহাশয়েরও ঐ রায় পেয়েছিলুম, অর্থাৎ শিল্পে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে দেশকে যদি বড় করতে চাও,—লেগে যাও বাবু হতে, লেগে যাও বিলাসী হতে।

কথা ভাল, কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ওর অর্থ—সভ্য হওয়া নয়,—সভ্যতা কেনা। পয়সা ফ্যালো Pears' Soap মাখো, দেশের পয়সা বিদেশে পাঠাও। নিশ্চয়ই বল্ মহাশয়ের উদ্দেশ্য তা ছিল না। তবে, এর অর্থ যদি এই হয় যে, আগে বিলাসী বাবু বনে অভাবটা বাড়িয়ে নেওয়া, তারপর সেই সব দ্রব্য দেশে উৎপন্ন করবার জন্যে কোমর বেঁধে কল্‌কব্জা ফাঁদা, তা হলে, ভরতপুরের সেপাইদের কথাটাই মনে পড়ে।

দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকায় তারা ডন্ ফেলত', বৈটক্ কোরত'

তাংখেয়ে খিদে বাড়াতো, দিস্তে দিস্তে রুটি ওড়াতো, কাজের মধ্যে ফোঁটা কাটত, খাটিয়ায় পড়ে পড়ে পাখী পড়াতো 'ম্যার ভজন গাইত'।'

যখন শত্রু এসে চড়াই করলে, তখন লড়ায়ের জন্যে 'ডাক পোড়ল'। সবাই হাত জোড় ক'রে রাজাকে বল্লে—"মহারাজ আপনার মুন খেয়েছি বেইমানি কোরব না, কিন্তু আর যুদ্ধটা করতে পারব না, দাঁড়িয়ে জান দিচ্চি, ওরা মেরে যাক্। পেটের ভারে কাজের বার করেছে হুজুর ; আর হাতও খেলে না, পা-ও নড়ে না। মহারাজ এ জান্ রাখতে হলে এখন জায়গীর চাই।"

দেখেচি—অনেক বড়লোকের বাড়ী বন্ধু জোটে মদ খেতে,—মধ্যবিত্তের মণ্ডপে চা খেতে। নেশা যখন পাকা রকম পেয়ে বসে, তখন কিনে খেতে বাধ্য। পয়সা না জুটলে—অসদুপায়। আমাদের হাল-ফ্যাসানের সভ্য হওয়ার মানে এর চেয়ে বোধ হয় উন্নত নয়,—অন্ততঃ কিছুকাল নয়।

যে জাত কাজের, তাদের বাজের বোঝা কম। তাদের মেয়ে পুরুষে খাটে। আমি মধ্যবিত্তের কথাই বলচি ; কম্পোট-বোনা খাটুনীর কথা বলচি না। যে সখের-শিল্পে পাঁচ-সিকের জিনিষটা ১৩ সিকেয় তয়ের হয়,—সেটা গলায় দোলানর চেয়ে, গলাটাকে তাতে ঝোলানো ভাল।

কত বড় বড় বিঘ্ন বিপ্লব এড়িয়ে হিঁদু জাতটা জগতে আজো বেঁ বেঁচে আছে সেটা কেবল ওই "কমানর" পথ ধরে ছিল বলেই, আর

তার মূলেও ঐ ছাতু কাজ করে এসেছে। ঐ সাদাসিদে অকৃত্রিম আহারে দেহটা নষ্ট হতে পায়নি, ভেজালে ভাংতে পারেনি, অনাহারেও থাকতে দেয়নি। তারাই লড়াই করেছে, আজ পলটনে তারাই সেপাই হয়, তারাই ধনীর ধন সামলায়,—ধানের গোলা ভ'রে দেয়।

আমাদের অপত্যেরা, এই সভ্যতার ফুলঝুরি—বিস্কুট, বেঙ্গার্স, মেলিন্স, নেসলস্, হর্‌লিক্ প্রভৃতি ছাপ মারা ছাতু খেয়ে, বাপমাকে ফতুর করে যাচ্চে। আর আমরা Dying Race বলে খেতাব পেয়ে আশ্বস্ত হচ্চি! কিন্তু এ প্রদেশের (পশ্চিমাঞ্চলের) ভাল ঘরের ২।৩ বচরের ছেলেদের হাতে মা-বাপেরা নিশ্চিন্ত মনে ২।১ টা কাঁচা ভুট্টা বা মক্কা খেতে দেন। কারো বিধান নিতে যান না। এর মূলেও ঐ ছাতু, বা পূর্ব্বপুরুষদের ছাতু খাওয়ার বল ও ফল।

কিন্তু আমাদের তরি-তরকারির তরীখানি যে ক্রমে আমাদের কোথায় নিয়ে'গে পৌছে দিচ্চে, সেটা যে আজো ভাববার দিন এলনা, এই আশ্চর্য্য! তবে কবি যখন আমাদের আশ্বাস দিয়ে শুনিয়েছেন—"আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে", তখন পারে পৌছে দেবেনই,—নয় এস্পার, নয় ওস্পার।

আর তরকারি যখন দরকারির মধ্যে পাকা দখল জমিয়েছে, তখন সরকারী Courtও যে তাকে আর সরাতে পারে, এমন দুরাশা রাখাই ভুল। তবে, সোনার-চাঁদদের সোনার দামে ছাপ-মারা ছাতুর বদলে দু'এক মুটো দিশী ছাতু অভ্যাস করাতে পারলে, বোধ হয় জাতও যাবে না, অধর্ম্মও হবে না;—তাদের ভবিষ্যৎটা ভালই

হবে। তাই সময় থাকতে একটু একটু সওয়াতে সবি প্রার্থনা করি।

'পাকপ্রণালী' রসগোল্লার অম্বল রাঁধতে শিক্ষা দিক—হা নাই। দেশে ফাইন্-আর্ট্ ফুটুক। বড় লোকেরা তার আস্বাদ গ্রহ করুন। অনটনে যাঁদের অনসন চলে, চিন্তাটা তাঁদের জন্যে

বেহারে দেখছি আজও লক্ষপতির ঘরে, চিঁড়ে-দই বেশ সচ রয়েছে,—কি ভবনে কি ভোজে। সাধারণের ঘরে নিত্য। কোথা কারুর মান সম্ভ্রমে আটকায় না। দশ বিশজন কুটুম্ব বা অতিথি অভ্যাগত এলে দুর্ভাবনা নেই, ছুটোছুটিও নেই—না বাজারে ন রান্নাঘরে। দুধ দই না থাকলে কারো সঙ্কোচের কারণ নেই,—জল আর গুড় তো আছে। ৭০ বছর আগে বাঙ্গলা দেশেও ভোজে চিঁড়ে দই চলতো। First art ঢোকার পরে সে সহজ সুখের আর্টটি খোয়া গিয়েছে। ক্রমে চিঁড়ের বাইশ-ফের ঘুচে এখন আর্টের বাইশ-ফেরে পড়ে বেয়ারাম আর বেকার-সমস্যা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(মাননীয় আচার্য্য রায় মহাশয় ১৩৩৪ চৈত্রের 'বসুমতীতে তাঁর "খাদ্য-সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখছেন—

* * * "আমি পূর্ব্বে প্রাতঃকালে পাঁউরুটী খাইতাম। * * * যখন আমি বুঝিলাম, মুড়ি, চিঁড়া রাসায়নিকের নিকট বিস্কুট ও পাঁউরুটী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, তখন হইতে আমি দেশীয় মুড়ি চিঁড়ারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বিস্কুট, পাঁউরুটী, মুড়ি, চিঁড়া একই শ্রেণীভুক্ত।

* * * আমি তিন আনা দিয়া আধসের চিঁড়া আনিয়া রাখি। সকালবেলা কিছু চিঁড়া জলে ভিজাইয়া দশ পনের মিনিট পরে দানাদার খেজুর-গুড়ের সহিত মিশাইয়া ভক্ষণ করি। আর উহার সহিত যদি একটু দুগ্ধ ও কদলীর সংমিশ্রণ করা যায়, তাহা হইলে ত' সোনায় সোহাগা। ইংরাজি রাসায়নিক ভাষায় ইহাকে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন খাদ্য (perfect food) বলা যায়। তবে দুগ্ধ সকলের পক্ষে সহজপ্রাপ্য নহে—বিশেষতঃ কলিকাতায়। সুতরাং তাহা বাদ দিলে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আমার প্রত্যহ দুই পয়সার বেশী ব্যয় পড়ে না।

"যাঁহাদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য-রক্ষার ভার, তাঁহারা কি মুগ্ধ-দৃষ্টি ফিরাইবেন না। আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকিলে জাতির কল্যাণ নাই, এ কথা তাঁহারা না বুঝিলে কে বুঝিবে!")

আমাদের অনেকেরি ভাববার বোধ হয় দরকার হয়নি যে ভারতের ৩৩ কোটীর মধ্যে বিশ কোটী জীবের দেহে প্রাণটা রেখেছে ঐ ছাতু।

একত্রে ভাগ করে খাবার দিন আসচে। প্যায়দায় ধরাবার পূর্ব্বে, স্বইচ্ছায় চেষ্টা পেলেই ভাল হয়। দেখবেন ১৪ আনা অশান্তি এড়াতে পারবেন,—দুর্ভাবনামুক্ত হবেন, বলিষ্ঠ হবেন অর্থবান হবেন, সাধনা-গবেষণার সময় পাবেন, সর্ব্বং আত্মবশম্ সুখম্

---

* এই উদ্ধৃত অংশ,—পরে যোগ করা হল'।—লেঃ

কথাটার প্রকৃত আস্বাদ পাবেন। জিনিষটা মন্দ হলে,—দেবতাকে আর পিতৃপুরুষদের দেবার ব্যবস্থা থাকত না।

এই দুঃসময়ে তাই পূজনীয় সম্রাটকবির আশ্বাসবাণীটা একবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নি—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা।

আমরা কি ও কে

পুস্তকখানি সম্বন্ধে লেখক যে সব অভিমত জ্ঞাপন প্রীতিপূর্ণ পত্রাদি পেয়েছেন তন্মধ্যে দু'খানির অনুলিপি—

১

Uplands Shillong.

ওঁ

সুহৃদ্বর—

এখনো কি যৌবনের বসন্ত হাওয়া তোমার কলমের মুখে এমন গুচ্ছ গুচ্ছ অপর্য্যাপ্ত লেখা বিকশিত করে তোলে! রসের তো বিরাম নেই। তোমার এই রচনার কুঞ্জে' মরা ডাল শুকনো পাতা নেই বল্লেই হয়। তোমার চিত্রপট থেকে ছবিগুলো বেরিয়ে এসে কথা কইতে থাকে। এর মধ্যে দুটো একটা লেখা আছে যার মধ্যে টানাবোনার লক্ষণ দেখেচি——। তোমার লেখায় সহজ উচ্ছ্বাস আছে বলেই এটুকুর জন্যেও নালিশ করতে হলো। তা হোক্, পড়ে খুসি হয়েচি—মূর্ত্তির মধ্যে এমন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে খুব অল্প লোকেই পারে।

* * * *

ইতি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

20. May fair
Ballyganj
29-7-27.

সবিনয় নিবেদন,

—"আমরা কি ও কে" অতি চমৎকার লেখা। ও-লেখার প্রতি ছত্রে রস আছে। আর আপনি বৈচিত্র ষ্টেসন্ মাষ্টারের যে ছবি এঁকেছেন—বাঙলা-সাহিত্যে তার জুড়ি নেই। ভদ্রলোকের অবস্থা শুনে ও তাঁর কথা শুনে,—আমার দুচোখ জলে ভরে এসেছিল—অবশ্য হাস্‌তে হাস্‌তে। আমার বিশ্বাস বাঙলায় আর একজন লোক নেই—যিনি ও ছবি আঁকতে পারেন। গত এক বৎসরের ভিতর বাঙলায় যত নূতন বই বেরিয়েছে তার মধ্যে পরশুরামের "গড্ডলিকা" ও আপনার "আমরা কি ও কে" হচ্ছে দুখানি সেরা আর যথার্থই নতুন বই। আর কোনো তৃতীয় বই যদি থাকে ত' আমি তার নাম জানিনে।

আশা করি আপনি আরও দু'চার খানি এই ধরণের বই লিখে বাঙলা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেন। ইতি—

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।